চারু প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ।

বিশ্বরাজ্যের শোভা।

বিশ্বপতি বিশ্বরাজ্যের শোভাসম্পাদন-বিষয়ে কতই কৌশল ও কতই বা কারুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন! বিশ্বসংসার কেবল শোভার ভাণ্ডার। ধরণীতল পুষ্পপরিশোভিত সুন্দর দর্ভাস্তরণে কেমন শোভিত! উপরে দীপাবলিপরিমণ্ডিত সুচারু চন্দ্রাতপ কীদৃশ মনোহারী! উদ্ভিদবর্গের মনোহর হরিত বর্ণ, পশুদিগের অতিমসৃণ চিত্রিত গাত্র, বিহঙ্গগণের সর্ব্বজনরঞ্জন রূপলাবণ্য ও পক্ষবিন্যাসের অপূর্ব্ব পরিপাটী, এইসমুদায় লোচনস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়া কে না পুলকিত হয়? জগদীশ্বর যেসমস্ত অসুন্দর বস্তু একত্র করিয়া যাবতীয় জীবের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য ও অপার কারুণ্যস্বরূপ একত্র সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতকগুলি অস্থি, মাংস, ও শিরা দেখিয়া কে অনুভব করিতে পারে, উহাতে এমন সুন্দর মানবদেহ উৎপন্ন হইবে? পরম গুণাকর পরমেশ্বর অস্থিগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, অন্ত্রগুলিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, মাংসপেশীর কাঠিন্য দূরীকরণ করিয়া তাহা কোমল ও

অবস্কুর করিয়াছেন, এবং তৎসমুদায় সুচিক্কণ সুচারু চর্ম্মে আবৃত করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন!

আমরা বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্য যত বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করি, তদীয় সৌন্দর্য্যের তত প্রাচুর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে থাকি! আমরা কোনপ্রকার দৃষ্টিযন্ত্র ব্যবহার না করিয়াও যেসমস্ত মনোহর ব্যাপার দর্শন করি, তাহাতেও মোহিত হইয়া থাকিতে হয়। তদ্ভিন্ন, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা এক এক বিন্দু প্রমাণ স্থানের যেরূপ চিত্রবৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এক এক ক্ষুদ্র পতঙ্গের শরীরের শোভা ময়ূরপুচ্ছের জগৎপ্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় অল্প নহে। উষ্ণদেশীয় বিহঙ্গগণের ও সিংহলদ্বীপস্থ মৎস্যদিগের মনোহর বর্ণের তুলনা নাই বটে, কিন্তু আমেরিকাস্থ পতঙ্গজাতির শরীরের শোভাও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এক একটি মক্ষিকার শরীরের উজ্জ্বল বর্ণ ও চিত্রবৈচিত্র্য যেরূপ রমণীয়, তাহা বাক্যপথের অতীত। মহামূল্য প্রস্তরসমুদায় পরিপাটীক্রমে বিন্যস্ত করিয়াও তাহার অনুরূপ শোভা উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর কি অভিপ্রায়ে অখিল সংসারের সর্ব্বস্থানে এতাদৃশ অতিপ্রচুর সৌন্দর্য্যসুধা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য বটে। উহা আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির নিমিত্তও আবশ্যক নহে, বিপৎপরিহারার্থও প্রয়োজনীয় নহে। দ্বিপদচতুষ্পদাদি সমস্ত জীব তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবে এই অভিপ্রায়ে তিনি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক বিশ্বসংসার শোভার ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন প্রাণীর সুদৃশ্য ও সুরম্য বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই।

যে অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র পুষ্প নিবিড় কাননে বা সুপ্রশস্ত মরুস্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা মনুষ্যের নয়নগোচর না হউক, তথাচ নিরর্থক নষ্ট হইয়া যায় না। তাহা কত শত ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রত্যক্ষসুখ সমুৎপাদন করে তাহার নির্ণয় নাই। কেবল মানবজাতিই জগদীশ্বরের একমাত্র স্নেহাস্পদ নহে, সকল প্রাণীই তাঁহার তুল্যরূপ প্রীতিপাত্র ও সমস্ত বস্তুই তাঁহার সমানরূপ যত্নস্থান। আমাদের কেবল দৃষ্টিসুখ-সম্পাদনমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন নহে। অন্যান্য-প্রকার গুরুতর উপকার সাধন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

তিনি স্বকীয় যাবতীয় কার্য্যে উপকারিত্ব ও শোভমানত্ব উভয় গুণ একত্র মিলিত করিয়া অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। মানবদেহ এবিষয়ের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। মস্তক আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ, এনিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় উহার এক নাম উত্তমাঙ্গ। প্রায় সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ঐ এক অঙ্গে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দর্শন, শ্রবণ, রসাস্বাদন প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রত্যক্ষক্রিয়াই ঐ এক অঙ্গে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্করূপ মানসযন্ত্র শিরোদেশেই নিবেশিত রহিয়াছে। উহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলে, আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। এবম্প্রকার মঙ্গলময় যে শিরোমণ্ডল, তাহাই আবার সর্ব্বাপেক্ষা শোভাকর। আননমণ্ডল নিয়তই অনাবৃত ও সর্ব্বজনের দৃষ্টিগোচর থাকে, এই নিমিত্ত পরম করুণাময় পরমেশ্বর উহাকে অপরাপর সমুদয় অঙ্গ অপেক্ষায় অধিক সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছেন। সর্ব্বদেশীয় সকলজাতীয় কবিগণই মানবজাতির মুখমণ্ডল-বর্ণনায় আপনাদের কবিত্বশক্তি নিঃশেষিত করিয়াছেন। উপকারিত্ব ও

শোভমানত্ব গুণের এতাদৃশ একত্র সমাগম প্রায় সকল বস্তুতেই সমানরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশ্বস্রষ্টা সমস্ত বিশ্বকার্য্য কেবল হিতকারী করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাহা সম্যক্ সৌন্দর্য্যশালীও করিয়া রাখিয়াছেন। কুত্রাপি তাঁহার এই মধুর ভাবের অন্যথা নাই। তিনি আমাদিগকে সাংসারিক-কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া নিরস্ত হন নাই, এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্যসাধনের অনুকূল অশেষবিধ সুখসেব্য সামগ্রী সৃজন করিয়াও নিবৃত্ত হন নাই, তিনি সৌন্দর্য্যরূপ রত্নজ্যোতিতে নিখিল বিশ্ব বিভূষিত করিয়া আমাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন! তিনি কল্যাণসাগর ও শোভার আকর!

স্বদেশানুরাগ।

পৃথিবীর সকল মনুষ্য ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যের সাধারণ পিতা, অতএব তাহারা পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ। কোন এক পারস্য কবি বলিয়াছেন, "সকল মনুষ্য এক শরীর, সেই শরীরের কোন একটী অঙ্গ ব্যথিত হইলে সমস্ত শরীর দ্বারা তাহা অনুভূত হয়।" কোন সম্বাদপত্রে কোন দূরস্থ দেশের লোকের প্রতি অত্যাচারের কথা পাঠ করিলে মন ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহার কারণ এই যে, সকল মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর একটি স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে।

মনুষ্যের যেমন অন্য সকল মনুষ্যকে সাধারণতঃ প্রীতি

করিবার প্রবৃত্তি আছে, তেমনি স্বদেশকে ও আপনার জাতিকে বিশেষরূপে প্রীতি করিবার প্রবৃত্তি আছে। আপনার দেশ মরুভূমি হইলেও তাহাকে লোকে প্রীতি করে; আপনার জাতি অতি নিকৃষ্ট হইলেও লোকে তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ও ভারত-সমুদ্রে এমন সকল দ্বীপ আছে যেখানে চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেসকল দ্বীপে গমন করিলেও মন স্বদেশকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়। চানকে একটি হাইলেণ্ডার সৈন্যদল ছিল। তাহারা একবার যুদ্ধার্থ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক অন্য দেশে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। যখন তাহারা চানক পরিত্যাগ করে, তখন সৈন্যদলের বাদ্যকর অবিবেচনাক্রমে হাইলেণ্ড সুরে বাদ্য বাজাইয়াছিল। সেই সুরে বাদ্য বাজাইবামাত্র সর্ব্বদা কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন অদ্রিপুঞ্জ দ্বারা পরিবৃত ও ভীষণ জলপ্রপাত দ্বারা নিনাদিত তাহা-দিগের নিরুর্ব্বরা স্বদেশ তাহাদিগের মনে পড়িল। মনুষ্যের মনে যেসকল মনোহর ভাব স্বদেশের সহিত জড়িত থাকে, সেসমস্ত তাহাদিগের হৃদয়ে সেই সময়ে একবারে জাগরূক হইয়া উঠিল। অমনি তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "আমরা অন্য দেশে যাইব না, স্বদেশে প্রতিগমন করিব।" তৎপরে তাহাদিগের অধিনায়কেরা অনেক কষ্টে গবর্ণ-মেণ্টের আদেশ পালন করিতে তাহাদিগকে লওয়াইল। সেই অবধি ভারতবর্ষে হাইলেণ্ডার সৈন্যদলে হাইলেণ্ডীয় সুরে বাদ্য বাজান একবারে রহিত হইয়াছে।

স্বদেশানুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিতসাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে, এক্ষণে আমাদিগের

দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই তাঁহাদিগের দ্বারা স্বদেশের উপকারসাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে যতই ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করা যাইবে, ততই ভারতের উন্নতিসাধন হইবে।

প্রথমে যখন ইংরাজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচারব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচারব্যবহার সকলই অপকৃষ্ট নহে, ইহা এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহিমা এবং হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু আচারব্যবহারের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে, তাঁহারা উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এক্ষণকার লোকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরবিষয়েও এমত সকল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা অন্য কোন জাতির ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, এবং এমন সকল সুরীতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহা অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। লোকের মনে স্বদেশানুরাগ ক্রমে বিলক্ষণরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। দেশীয় ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারের প্রতি পূর্ব্বকার বিদ্বেষভাব ক্রমে তিরোহিত হইতেছে।

কোন কোন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি দেশীয় রীতিতে আহার না করিয়া ইংরাজী রীতিতে আহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইংরাজি খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করেন, যেন আমাদিগের জাতির কোনও উত্তম খাদ্যসামগ্রী নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন

না যে, যে দেশের যে খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত সেই দেশের লোকেরা একপ্রকার অন্ধ সংস্কার দ্বারা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই খাদ্যবস্তুই সেই দেশের উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, এবং আয়ুর হিতকারী। ইংরাজি আহার বাঙ্গালীর শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তাপের সঞ্চার করিয়া তাহাকে রুগ্ন ও অল্পায়ুঃ করে। আমাদিগের দেশে উদ্ভিদপ্রধান আহারই অধিকতর উপকারী, মাংসপ্রধান আহার তত উপকারী নহে। ইংরাজদিগের আহার মাংসপ্রধান। আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পুষ্টিকর ও বলকর দ্রব্য আছে, তাহা ব্যবহার করিলে শরীরের পুষ্টি ও বলাধান বিলক্ষণরূপে হইতে পারে। অন্য জাতির আহার অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের নিকট হীনতা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইংরাজদিগের অনুকরণে আমাদিগের দেশের অনেকে যে সুরাপানরীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ন্যায় অনিষ্টকর রীতি আর দ্বিতীয় নাই। যখন শীত দেশ ইংলণ্ডেই অনেকে সুরাপান একবারে পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা আমাদিগের কতই না কর্ত্তব্য!

যেমন অন্যান্য জাতির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, তেমনি বাঙ্গালি জাতিরও একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ থাকা আবশ্যক। একটি আমোদের সভায় উপস্থিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় কেহ ধুতি চাদর, কেহ উষ্ণীষ চাপকান, কেহ মোগলাই পরিচ্ছদ, কেহ ইংরাজি পরিচ্ছদ, কেহ বা ইহুদি পরিচ্ছদ, পরিধান করিয়াছেন। এইরূপ করা কখনই উচিত হয় না। আমাদিগের এক্ষণে অনেকপরিমাণে দুইপ্রকার পরিচ্ছদ দাঁড়াইয়াছে; ধুতি প্রভৃতি বাটীর পরিচ্ছদ, আর

উষ্ণীষ চাপকান প্রভৃতি বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ। ইহাতেই আমাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এক্ষণে অন্য জাতির পরিচ্ছদ অনুকরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক রাজপরিবর্ত্তনে আহার ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা অন্তঃসার-হীনতার চিহ্ন। অদ্য যদি চীনেরা আমাদিগের দেশের রাজা হয়, কল্যই কি মূষিকমাংস ভক্ষণ করা ও পশ্চাদ্দেশে আপাদলম্ববান দীর্ঘ বেণী রাখা হইবে? অনুকরণের বেগ সম্বরণ করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত; কিন্তু সেই পরিচ্ছদের হিন্দুপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করা কর্ত্তব্য। ঐ পরি-চ্ছদ অনেকপরিমাণে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অথবা বোম্বাই প্রদেশের হিন্দুস্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় হওয়া উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা-কবিদিগের গ্রন্থপাঠে প্রতীতি হইতেছে যে, তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অনেকটা ঐরূপ ছিল।

আমাদিগের দেশের অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সামান্য পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কোন্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ্ অথবা জর্ম্মেন্ ভাষাতে পত্র লিখেন? কোন্ ইংরাজ স্বদেশস্থ লোকের সভাতে ফ্রেঞ্চ্ অথবা জর্ম্মেন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন? যে-সকল যুবক ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা পাঠ করিতে-ছেন, তাঁহারা ঐ ভাষা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্র লিখিতে অথবা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন; কিন্তু প্রবীন লোকে এরূপ করিয়া থাকেন ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এমন কি, আমরা সামান্য কথোপকথনে বার-

আনা ইংরাজি ও চারি-আনা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন কোন ইংরাজি শব্দ ব্যবহার না করিলে চলে না, তাহা আমাদিগের ভাষার অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে ভাব একটি বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়া আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা উচিত নহে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন ছিল, এই-জন্য তাহার অনেকগুলি শব্দ পারসী হইতে লওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলি ইংরাজী ভাষা হইতেও লওয়া হইয়াছে। ঐ-সকল শব্দ ভাষার অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। যেসকল ভাব তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা অন্য কোন শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হওয়া কঠিন। কিন্তু এক্ষণে যখন বাঙ্গালা ভাষা একটি ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি, যে ভাব বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা অনায়াসে ব্যক্ত করা যাইতে পারে সে ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কখন ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিবেন না। আমরা ইংরাজের রাজ্যে বাস করিতেছি, অতএব গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করিতে হইলে ইংরাজীতে তাহা করা কর্ত্তব্য, এবং তাঁহাদিগকে দেশের অবস্থা বিদিত করিবার জন্য ইংরাজীতে সম্বাদপত্রও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া আমরা মাতৃভাষার কেন অবমাননা করিয়া থাকি? প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না।

আকবর শাহ।

সুপ্রসিদ্ধ আকবর শাহ হুমাউন বাদশাহের পুত্র। ইনি স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি, বিবেচক, ও দয়াবান্ ছিলেন। ধর্ম্মে ইহাঁর বিলক্ষণ স্বাধীন বুদ্ধি ও অনুসন্ধান ছিল। এইনিমিত্ত চিরপ্রচলিত মুসলমান ধর্ম্মে অল্পকালমধ্যেই ইহাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে। এই মতপরিবর্ত্তের সময়ে ইনি ফতেপুর নগরীতে * এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। ঐ স্থানে নানাপ্রকার মুসলমান সম্প্রদায় একত্র করিয়া শুক্রবার অপরাহ্লে ধর্ম্মবিষয়ক নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইত। এই ধর্ম্মযুদ্ধে আকবরের এতদূর ঔৎসুক্য জন্মে যে, তিনি এক এক দিন তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মচিন্তায় সমুদায় রজনী যাপন করিতেন।

আকবর অতিশয় উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি যে কেবল মুসলমান সম্প্রদায় লইয়াই ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহা নহে, অনেকানেক স্থান হইতে নানাপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত অবগত হইতেন। তিনি কহিতেন, "প্রত্যেক ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উৎকর্ষপ্রতিপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে এক এক মহাপুরুষের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনা ও পুস্তকবিশেষের অভ্রান্ততা সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎ ব্যবহার সকল ধর্ম্মেই নিষিদ্ধ। সত্য সাধারণসম্পত্তি, কোন ধর্ম্মই সত্যকে নিজস্ব বলিতে পারে না। সুতরাং এক ধর্ম্মের মত একান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অন্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণ গ্রাহ্য এইরূপ স্বীকার করিবার কোন কারণই নাই।

* ফতেপুর আগ্রা হইতে ২৪ ক্রোশ অন্তর হইবে। ঐ স্থানে অদ্যাপি আকবর শাহের কীর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যে মুসলমান ধর্ম্ম সহস্র বৎসরের অনধিক কাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত প্রাচীন ধর্ম্মের মত এককালে অস্বীকার করা, যার পর নাই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়।”

তাঁহার এইরূপ ধর্ম্মসংস্কার হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতির নিকট তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অনেক সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাদিগের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মভেদ করা নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন; এইনিমিত্ত আকবর রাত্রিকালে গোপনে ব্রাহ্মণগণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। পুরুষোত্তম-নামা একজন ব্রাহ্মণ আকবরকে হিন্দুধর্ম্মের মতসমুদায় জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বেতন গ্রহণ করিতেন। দেবিদাস-নামক আর এক জন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন রাত্রিকালে আকবরের শয়নগৃহে গমন করিয়া মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ইতিহাসসমুদায় ব্যাখ্যা করিতেন। এই ব্যক্তি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি জড়পদার্থসমুদায়ের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের উপাসনার উপদেশ দিতেন। আকবর এইসমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দুদিগের দায়ব্যবহার সম্যগ্ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

আকবরের রাজসভায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণেরও সমাগম ছিল। তাঁহারা খৃষ্টোক্ত ধর্ম্মবিষয়ে আকবরকে উপদেশ দিয়াছিলেন। আকবর তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম অনেকাংশে সারবৎ বিবেচনা করিয়া আপনার পুত্র মুরাদকে খৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তক বাইবল অনুশীলনের আদেশ দেন এবং আবুল ফাজেল দ্বারা তাহা স্বদেশভাষায় অনুবাদিত করিয়া লন।

বীরবল-নামক এক ব্রাহ্মণ বাদশাহের একজন সভাসদ্ ছিলেন। এই ব্যক্তি যুক্তিবলে বাদশাহকে সূর্য্যোপাসনায় দীক্ষিত করেন। ইহাঁর মত এই যে, সূর্য্য সকলপ্রকার পূর্ণতার একমাত্র আদর্শ; ইনি আলোক ও জীবনের উৎসস্বরূপ; সুতরাং ইহাঁর উপাসনা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, এবং ইহাঁর অস্তকাল অপেক্ষা উদয়কাল উপাসনার প্রশস্ত সময়। ঐ ব্রাহ্মণ কেবল সূর্য্যোপাসনার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উহাঁর বাক্যে আকবর অগ্নি, বায়ু, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি জড়পদার্থের উপাসনাও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ধেনু, গোময়, ও গঙ্গোদক পবিত্র বস্তু বলিয়া বোধ করিতেন। বাদশাহের সূর্য্যোপাসনায় উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার সুবিজ্ঞ সভাসদেরা কহিতেন যে, সূর্য্যদেব চিরপ্রদীপ্ত অগ্নিবিশেষ, মনুষ্যের পরম উপকারী, এবং ভূপালগণের রক্ষক। আকবর যে অবধি সূর্য্যোপাসনা অবলম্বন করেন, তদবধি নূতন বর্ষের প্রারম্ভে মহাসমারোহে একটি সূর্য্যোৎসব হইত। ঐ উৎসবের সাত দিবস বাদশাহ গ্রহগণের বর্ণানুসারে পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। তিনি সূর্য্যকে যেসমস্ত স্তুতিবাদ দ্বারা স্তব করিতেন, তৎসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত হইত। চিকিৎসকেরা কহিতেন যে, গোমাংস পরিপাক করা নিতান্ত সুকঠিন এবং উহা দ্বারা নানাপ্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে, এইনিমিত্ত গোমাংসভক্ষণ তাঁহার রাজ্যমধ্যে নিষিদ্ধ ছিল এবং সকলেই শূকরমাংস খাদ্য ও হৃদ্য বোধ করিত।

এক সময়ে গুর্জ্জরদেশ হইতে কতকগুলি অগ্নির উপাসক আকবরের নিকট আসিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে অগ্নির উপাসনায় সম্পূর্ণ সম্মত করে। আকবর পূর্ব্বতন ঋষিদিগের

নিয়মানুসারে অগ্নিস্থাপন করিবার বাসনায় দিবারাত্র রাজ-প্রাসাদে অগ্নিরক্ষার ভার আবুল ফাজেলের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুজাতীয় কএকটি স্ত্রীলোককে প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।

আকবর বৎসরের প্রথম দিবস সর্ব্বসমক্ষে অগ্নির উপাসনা করিতেন। ঐ দিবস রাত্রিকালে প্রাসাদে আলোকমালার সহিত সকলের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। সূর্য্যোৎসবের সপ্তম দিবস অতীত হইলে, আকবর ললাটদেশে টিকা ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হইবে বলিয়া তাঁহার হস্তে মণিময় সূত্র বন্ধন করিয়া দিতেন *। আকবর সূর্য্যোৎসবের পর এইরূপ বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, প্রধান লোকেরা তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিতেন।

এক সময়ে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ রবিবারে কোন জন্তু নষ্ট করিতে পারিত না। তিনি মাংসাহার এককালে নিষেধ করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল নিরামিষ ভোজন করিতেন। ঐ সময় তিনি দিবসের মধ্যে চারিবার সূর্য্যের উপাসনা করিতেন এবং দিবা দুই প্রহরের সময় হিন্দি ভাষায় সূর্য্যের একাধিক সহস্র নাম পাঠ করিতেন। প্রাতঃকালে তিনি সূর্য্যদর্শন না করিয়া স্নানাহার করিতেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় সূর্য্যের একাধিক সহস্র নাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাদশাহকে

* ইহাকে রাখি-বন্ধন বলে। পশ্চিমদেশে অদ্যাপি শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে হিন্দুমাত্রই হস্তে এইরূপ সূত্র বন্ধন করিয়া থাকে।

রাম ও কৃষ্ণাবতারের ন্যায় দেখিতেন, এবং বাদশাহের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কহিতেন যে, 'আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষে বিজাতীয় এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহা হইতে পৃথিবী সুনিয়মে শাসিত হইবে এবং তিনি গোব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন।'

আকবর কেবল ব্রাহ্মণগণকেই আশ্রয় দেন নাই, অন্যান্য জাতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি মুসলমানদিগের নিমিত্ত মস্‌জিদ ও হিন্দুদিগের নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যোগীদিগের নিমিত্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, এক এক দিন রাত্রিকালে একাকী পাদচারে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেন। শিবরাত্রিতে ঐসকল যোগীদিগের মহাসমারোহে একটি উৎসব হইত। আকবর ঐ-উৎসব-দর্শনার্থ গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পানাহার করিয়া আসিতেন। মুসলমান ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হওয়াতে তিনি শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যোগিগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁদিগের ন্যায় শ্মশ্রু ধারণ করেন।

তিনি আপনার পুত্র জাহাঙ্গিরের ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজা ভগবানদাসের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহ হিন্দুদিগের পদ্ধতিক্রমে সম্পাদিত হইয়াছিল।

আকবর এইরূপ একটী নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তিই একটির অধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না; কিন্তু কাহারও ভার্য্যা যদি বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে আর একটি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ তাঁহার অনুমোদিত ছিল।

তাঁহার আদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা এবং মুসলমানদিগের মধ্যে কাজিরা সামাজিক বিবাদসকল নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন।

স্বাস্থ্য ও ভোজনপাত্র।

আমাদিগের দেশে দুর্ব্বলতা ও চিররোগিতার অংশ যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মহানুভব পণ্ডিতগণ বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বহু অন্বেষণের পর অনেকগুলি কারণ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু একটী গূঢ় কারণের প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ্যই হয় নাই। সেটী আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু তাহা তরণীতলস্থ ক্ষুদ্র রন্ধ্রের ন্যায় আমাদিগকে ক্রমশই নিমজ্জনমুখী করিয়া তুলিতেছে।

অধুনা এদেশের ভদ্রাভদ্র সকলেই যেরূপ পাত্রাদিতে পানভোজনাদি সমাধা করেন, তাহাই আমাদিগের স্বাস্থ্যতরণীর নিম্নতলস্থ ক্ষুদ্র রন্ধ্রস্বরূপ। প্রাচীন কাল হইতে এদেশে রন্ধন, পান, ও ভোজনের নিমিত্ত যেসকল পাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; যথা, মৃৎপাত্র, প্রস্তরপাত্র, ধাতুপাত্র, ও উদ্ভিৎ-পত্র। পুরাণ ও ব্যবহারশাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এদেশে সাধারণতঃ মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন, এবং ধাতু ও প্রস্তর পাত্রে ও উদ্ভিৎ-পত্রে পানভোজনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ধাতুপাত্রনির্ম্মাণার্থ স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, এবং কোন কোন মতে তাম্র ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিৎ-পত্রের মধ্যে শুষ্ক কদলীপত্রের প্রতি

বিধি, এবং পলাশপত্র, পদ্মপত্র, ও আকন্দপত্রাদির প্রতি নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তরের প্রতি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদনই দৃষ্ট হয়।

রাজা বা তৎসদৃশ ধনিলোক ভিন্ন আর কেহই যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রাদিতে ভোজন করিতে পারিতেন না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা তাম্র, কাংস্য, ও প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে পানভোজন করিতেন, এই-রূপ সম্ভব বোধ হইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রে তাম্রসম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ দুই ভাবই আছে, এবং কাংস্যপাত্র মলাযুক্ত বা ভগ্ন হইলে তাহা ব্যবহারকরণে প্রত্যবায় লিখিত আছে। ইহাতে, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যে ঐ দুয়ের পরিবর্ত্তে সুলভতর প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রই সচরাচর ব্যবহার করিতেন, তাহা বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফলতঃ, তাঁহারা যে প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রাদিই সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন, তাহা, এদেশের যেসকল পরিবারের মধ্যে আধুনিক রীতিনীতি এখনও অধিক প্রবেশ করিতে পায় নাই, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, অনেকদূর বুঝিতে পারা যায়। দরিদ্র লোকেরা পূর্ব্বে শুদ্ধমাত্র প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে ও কখন কখন প্রয়োজনানুসারে কদলীপত্রে ভোজন করিত। ইহার চিহ্ন এখনও এদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরন্তু, অপরাপর পাত্রাপেক্ষা প্রস্তরপাত্র ও কদলীপত্র যে ভদ্রাভদ্র সমুদায় পরিবারের মধ্যেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, তাহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ আছে; যথা, শাস্ত্রানুসারে প্রস্তরপাত্র ও কদলীপত্র এতদূর শুদ্ধ যে, পবিত্র থাকিবার নিমিত্ত যখন হবিষ্যান্ন ভোজন করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কি ধনী কি নির্ধন,

কেহই এই দুয়ের একপ্রকার ভিন্ন আর কোনরূপ পাত্রই ব্যবহার করিতে পারেন না।

কিন্তু অধুনা এদেশে এবিষয়সম্বন্ধীয় রীতির বিস্তর পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এইক্ষণে ধনশালী দুরে থাকুক, যাঁহারা সামান্যরূপ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন, তাঁহারাও প্রথমেই পূর্ব্বপ্রথা ঘৃণাস্পদ মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন, এবং প্রায়ই পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত পাত্রাদিতেই পানভোজন ও রন্ধন সমাধা করেন। সাধারণমধ্যে এইরূপ ধাতুপাত্র-ব্যবহারের বাহুল্য হওয়া অবধি দেশে যে কিপরিমাণ দুর্ব্বলতা ও রুগ্নতার সঞ্চার হইতেছে, তাহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবার নিমিত্ত রসায়ন-ও-চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতদিগের ব্যব্যস্থা গ্রহণ করা একান্ত বিধেয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ধাতুজ ঔষধাদির সাধারণ গুণ এই যে, তৎসমুদায় অল্পমাত্রায় অল্পদিন সেবন করিলে বলবিষয়ে বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেবন করিলে তাহার বিপরীত ফল ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারা যায় না। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ধাতুঘটিত ঔষধের যেরূপ গুণাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে তাম্র, দস্তা, রাঙ্, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি যেসকল ধাতু দ্বারা এদেশে পূর্ব্বকাল হইতে ব্যবহারপাত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। তাঁহারা বলেন, তাম্রঘটিত ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর ক্রমশঃ বিরাক্ত, শীর্ণ, মলিন, ও দুর্ব্বল হয়, এবং উদরে শূলবেদনা, ক্ষুধামান্দ্য, ও উদরাময় হয়। দস্তাঘটিত ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন

করিলে বা অন্য কোনপ্রকারে তাহা উদরস্থ হইলে শরীর শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, ও দুর্ব্বল, জিহ্বা সমল, কোষ্ঠ কঠিন, উদর স্ফীত, এবং চর্ম্ম শুষ্ক হয়। লৌহঘটিত ঔষধ অন্যান্য ধাতুঘটিত ঔষধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইহা অধিক দিন সেবন করিলে শরীরে কিঞ্চিৎ রক্ত সঞ্চিত হয়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি দুই একটী উপদ্রবও ঘটিয়া থাকে। রৌপ্য ও স্বর্ণঘটিত ঔষধসমুদায়ের মধ্যে দুই একটী ব্যতীত আর কোনটীই তত উগ্র নহে।

ইউরোপীয় চিকিৎসক ও রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের এই-সকল পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তাহা হইলে এদেশের ধাতুনির্ম্মিত ভোজনপাত্রাদির মধ্যে কোন্‌টির সহিত শরীরের কতদূর ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। এদেশের সকলেই এক্ষণে অবস্থানুসারে পিত্তল, কাংস্য, লৌহ, রৌপ্য, ও স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্রাদির যোগে রন্ধন ও পানভোজনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। একে একে সেইসমুদায়ের শুভাশুভ-ফলোৎপাদন-বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

পিত্তল ও কাংস্য অবিমিশ্র ধাতু নহে; তাম্র ও দস্তাকে একত্র করিয়া গলাইলে পিত্তল, এবং তাম্র ও রাঙ্‌কে একত্র করিয়া গলাইলে কাংস্য প্রস্তুত হয়। তাম্র, দস্তা, ও রাঙ্ অম্লাদির সহিত মিলিত হইলে সহজেই রূপান্তরিত হইয়া যায়। সুতরাং পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত পাত্রে পান বা ভোজন করিলে, তদন্তর্গত তাম্র, দস্তা, ও রাঙের কণাসকল সহজেই ভক্ষ্য দ্রব্যাদি হইতে অম্ল পদার্থাদি আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থরূপে পরিণত হয়। সেইসকল যৌগিক পদার্থ ভোক্তার উদরগত

হয়। তাম্র অপেক্ষা রাঙ্‌ এবং রাঙ্‌ অপেক্ষা দস্তা অল্পতর সময়ে অম্ল পদার্থাদির সহিত মিলিত হয়, এজন্য কাংস্য অপেক্ষা পিত্তল পাত্রে পান ও ভোজন করিলে অধিকতর অনিষ্টসম্ভাবনা।

যেমন পিত্তল ও কাংস্যের উপাদানধাতু আহার্য্য দ্রব্যাদির সহিত মিলিত হইয়া মিশ্রপদার্থরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ লৌহ, তাম্র, ও রৌপ্যও তত্তাবতের সহিত মিশ্রিত হইলে মিশ্রপদার্থের রূপ ধারণ করে। এইতিনটি ধাতুর মধ্যে লৌহ যদিও ভদ্রাভদ্র সকলেই রন্ধনপাত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন, তথাচ তাহাতে অধিক হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। লৌহধাতু যে রূপেই শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করুক না কেন, তাহাতে রক্তকণিকার বৃদ্ধি হইতে পারে। ঐ উপকারের সঙ্গে সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ অনিষ্ট ঘটে তাহা অতি অল্প, সুতরাং লৌহ রন্ধনপাত্রের তত অনুপযুক্ত নহে। তাম্র ও রৌপ্য এই দুই ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদিতে পানভোজন করিলে কাংস্য-পিত্তলের ন্যায় অনিষ্টসম্ভাবনা নাই।

আমরা এতক্ষণ যে কএকটি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা সহজে এই উপলব্ধি হইতেছে যে, যখন অধুনা এদেশের ভদ্রাভদ্র সকলেই ধাতুপাত্রে সর্ব্বদা পানভোজন ও রন্ধন করিতেছেন, তখন সকলেই যে প্রত্যহ কিয়ৎপরিমাণে বিষভোজন করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে, যাঁহারা যেরূপ ধাতু যেপরিমাণে ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের ভুক্ত বিষের মাত্রা তত অধিক। বিষদোষের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে ব্যবহার্য্য ধাতুসমুদায়কে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে; যথা, ১ স্বর্ণ, ২ লৌহ, ৩ রৌপ্য, ৪ তাম্র, ৫ কাংস্য, ৬ পিত্তল। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ এবং পিত্তল সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্য।

ধাতুপাত্রে পানভোজন ও রন্ধন করিলে যে ধাতুকণা-সকল নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। লৌহকটাহে কাঁচা কলা প্রভৃতি কোন কষায় দ্রব্য জলসহযোগে রন্ধন করিলে উক্ত জল কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং স্বাদগ্রহণে স্পষ্ট ধাতুর আস্বাদ অনুভূত হয়। পিত্তল বা কাংস্যনির্ম্মিত পাত্রে অম্লদ্রব্যাদি কিয়ৎক্ষণ রাখিবার পর আহার করিলে, মুখমধ্যে ধাতুর আস্বাদ অনুভূত হয়। পিত্তলের ভাণ্ডে তৈল রাখিলে কিছুকাল পরে সেই তৈল এরূপ বিবর্ণ হইয়া যায় যে, তাহা স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ হয়। যখন কোন দ্রব্য উপরোক্তরূপ বিবর্ণ বা ধাতুর আস্বাদযুক্ত না হয়, তখনও যে তাহার সহিত ধাতুকণাসকল ভোক্তার উদরস্থ হয়, তাহার প্রমাণ কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। যদি একদা মৃণ্ময় ও পিত্তল পাত্রে অন্ন বা ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ক্রমান্বয়ে উভয়ই আস্বাদন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্বাদুতাবিষয়ে বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যাহা মৃণ্ময় পাত্রে পক্ব তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় এবং যাহা পিত্তলপাত্রে পক্ব তাহা কিঞ্চিৎ বিকৃত বলিয়া অনুভূত হয়। মৃত্তিকা, পিত্তল, ও তাম্রের কলসি তিনটিতে সমস্ত দিবস বা সমস্ত রাত্রি জল রাখিয়া ক্রমান্বয়ে তিনটির জল আস্বাদন করিলে, পূর্ব্বোক্তরূপ স্পষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এবম্প্রকার অন্যান্যরূপ পরীক্ষা দ্বারাও সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, ধাতুপাত্রাদিতে রন্ধন বা পানভোজন করিলে রূপান্তরিত ধাতুকণাসকল কথঞ্চিৎপরিমাণে ভোক্তার উদরস্থ হইবেই হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পিত্তলকাংস্যাদির

কণাসকল শরীরে প্রবেশ করিলে বিষতুল্য ক্রিয়া করিতে পারে, তবে যাঁহারা নিয়ত নানাপ্রকার ধাতুপাত্রে পানভোজন ও রন্ধন দ্বারা তত্তাবতের কণাসকল উদরস্থ করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহারা বিষভোজীর ন্যায় সহসা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েন না কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিষদ্রব্য একদা অধিকপরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়, কিন্তু অল্পপরিমাণে দীর্ঘকাল সেবন করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ ভিন্ন আর কোনপ্রকার ফলই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফলিতে দেখা যায় না। অহিফেন, গাঞ্জা, ও সুরাসেবীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হইতে পারে। অতএব এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, এদেশের ভদ্রাভদ্রদিগের চিররুগ্নতার যেসকল কারণ সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, নিয়ত ধাতুপাত্রে রন্ধন ও পানভোজনের প্রথাও তাহাদিগের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

এইস্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা অধিকতরপরিমাণে ধাতুপাত্র ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা এত সুস্থকায় কেন? ধাতুপাত্র-ব্যবহার দ্বারা উক্ত প্রদেশস্থ লোকেরা যে কিছুমাত্র অনিষ্টভাগী হয়েন না, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা জলবায়ুর উৎকৃষ্টতা-নিবন্ধন অনায়াসে নানাপ্রকার শারীরিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন। অপরন্তু, তাঁহারা যে পাত্রে রন্ধন ও ভোজন করেন তাহা তাঁহারা এরূপ পরিষ্কৃতাবস্থায় রাখেন যে, তাহা হইতে অধিক অনিষ্টোদ্ভব হইতে পারে না। বঙ্গদেশের গৃহস্থেরা রন্ধন ও ভোজনপাত্রাদি পরিষ্কার-

করণ-বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নহেন, এইহেতু কোন গৃহেই মলাশূন্য পাত্রাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভোজন-সময়ে সেইসকল মলা স্খলিত হইয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত উদরসাৎ হয়, সুতরাং উত্তর উত্তর ভুক্তবিষদ্রব্যপরিমাণের বৃদ্ধি ভিন্ন লাঘব হয় না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগের ন্যায় মুসলমান প্রভৃতি জাতিদিগেরও ধাতুপাত্রব্যবহার-জনিত অনিষ্টাপাত অধিক সহ্য করিতে হয় না। মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা ধাতুপাত্রে কেবল রন্ধন করেন, কিন্তু কখনই ভোজন করেন না। সেই রন্ধনপাত্র আবার যে ধাতু দ্বারাই নির্ম্মিত হউক না কেন, তাহা প্রায় রাঙ্ বা তৎসদৃশ কোন অনতিদূষ্য পদার্থ দ্বারা উত্তমরূপে মণ্ডিত না হইলে ব্যবহারযোগ্য হয় না, সুতরাং তাঁহাদিগের অনিষ্ট-সম্ভাবনা অতি অল্প; কারণ রাঙধাতু অম্লাদির সহিত মিলিয়া বিকৃত হইলে শরীরে তাদৃশ পীড়া জন্মাইতে পারে না।

এক্ষণে শুভাশুভ ফল বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কাহারও ধাতুপাত্রে রন্ধন ও ভোজন করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহার শরীরসম্বন্ধে যে কিছু না কিছু মঙ্গল অবশ্যই হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। মৃণ্ময় ও লৌহ পাত্রে রন্ধন এবং প্রস্তরপাত্রে পানভোজন করিলে কোনপ্রকার অনিষ্টসম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পূর্ব্বকালে অধিকাংশ লোকে রন্ধ-নের নিমিত্ত মৃণ্ময় পাত্র এবং পানভোজনাদির নিমিত্ত প্রস্তর-পাত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তৎকালে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে দেশের অবস্থা এরূপ হীন ছিল না; অতএব এবিষয়ে আমরা সেই

সময়ের সাধারণ রীতির অনুবর্ত্তী হইলে আমাদিগের সভ্যতা ও স্বাস্থ্যসুখ প্রভৃতি কোন বিষয়েরই ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

মৃণ্ময় ও প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে চিনা ও কাচ পাত্র ব্যবহার করিলেও কোনপ্রকার অনিষ্টাশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না। চিনাপাত্র মৃত্তিকানির্ম্মিত, কেবল তাহার উপরিভাগ মসৃণ ও চাকচিক্যশালী করিবার নিমিত্ত তাহাতে একপ্রকার মিশ্রপদার্থ লেপিত থাকে। ঐ মিশ্রপদার্থ এরূপ দৃঢ় ও অদ্রবশীল যে, কোনরূপ দ্রাবকপদার্থের সহিত উত্তপ্ত করিলেও তাহা গলিত, রূপান্তরিত, বা স্খলিত হয় না; সুতরাং সেই লেপিত পদার্থকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাচও পার্থিব পদার্থ। বিস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাচ প্রায় কোন পদার্থেরই যোগে বিগলিত বা স্খলিত হয় না, সুতরাং ইহাও সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষ পাত্র। অতএব ধাতুনির্ম্মিত পানভোজনপাত্রাদির পরিবর্ত্তে চিনা ও কাচ পাত্র ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়।

এই দুইপ্রকার পাত্র যখন মৃত্তিকানির্ম্মিত, তখন ইহাতে পানভোজন করিবার পক্ষে শাস্ত্র ও ব্যবহারের কোনপ্রকার আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে বিধান আছে যে, মৃণ্ময় পাত্র একবার উচ্ছিষ্ট হইলে তাহা আর ধৌতকরণাদিদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তাহা অশুদ্ধ থাকে বলিয়া পুনর্ব্বার আর ব্যবহৃত হইতে পারে না। শাস্ত্রের এই বিধানটির তাৎপর্য্যাবধারণ না করিয়া যথাবৎ পালন করিলে চিনা বা কাচের এক পাত্র পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায় না বটে, কিন্তু যদি বিচারসহকারে ঐ শাস্ত্রীয় বিধানটির মর্ম্ম গ্রহণ করা

যায়, তাহা হইলে উক্ত পাত্র ব্যবহার করিবার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রপ্রণয়নকালে যেরূপ মৃণ্ময় পাত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহা সম্ভবতঃ অতি অপরিচ্ছন্ন, বন্ধুর, এবং নানাপ্রকার খোদিত লতাদি দ্বারা শোভিত থাকিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত আমাদিগের কপোলকল্পিত নহে; কারণ অনেকানেক স্থানে পূর্ব্বকালের মৃণ্ময় পাত্রাদির যে ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই সকল হৃদয় হইতে প্রসূত হয়। সেই সময়ে মৃৎপাত্রের অবস্থা ঐরূপ ছিল বলিয়া গোময়, ভস্ম প্রভৃতি যেসকল বস্তুদ্বারা প্রস্তর ও ধাতুপাত্রাদি পরিষ্কৃত হইত, তদ্দ্বারা কোন মতেই ইহার শুদ্ধি হইতে পারিত না। এই-হেতুই শাস্ত্রকারগণ উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রকে চিরাশুচি বলিয়া গিয়াছেন। চিনা ও কাচপাত্র এরূপ মসৃণ যে অল্পায়াসেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অতএব শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে এই দুইপ্রকার পাত্র মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইলেও ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধৌতকরণাদিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবার পক্ষে কোনপ্রকার যুক্তিযুক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি পূর্ব্বকালে চিনা ও কাচ পাত্র এদেশে নির্ম্মিত বা পরদেশ হইতে আনীত হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞবর শাস্ত্রকারগণ স্বচ্ছন্দে ইহাদিগকে শুদ্ধপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে, যদি কেহ এই দুইপ্রকার পাত্রকে অতি ভঙ্গুর বলিয়া ব্যবহার করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ধাতুনির্ম্মিত থালা, বাটি, গেলাস, বহগুণা ইত্যাদিকে চিনা পাত্রের ন্যায় কালাই করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপ করিলে

স্থায়িত্ব ও নির্দ্দোষতা বিষয়ে আর কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হইবে না।

প্রফুল্লচিত্ততা।

প্রফুল্লচিত্ততা সূর্য্যালোকস্বরূপ। এই আলোক দ্বারা মন উজ্জ্বল হইলে, আমরা স্বাদু মানবজীবন যেরূপ সার্থকতার সহিত উপভোগ করিতে পারি, এমন অন্য কিছুর সাহায্যে পারি না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির নিকট জগতের সামান্য পদার্থও সুন্দর ও সুখের আকর বলিয়া বোধ হয়। যিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকেন, তিনি যেমন উৎসাহের সহিত জীবনের কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে পারেন, সদা বিরক্ত কর্কশস্বভাব ব্যক্তি তেমন পারেন না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি যেমন নিজে সর্ব্বদা সুখী থাকেন, অন্যকেও সেইরূপ সুখী করেন। অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেই সুখবোধ করে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির ঈষৎ হাস্য অন্যের জীবনের উপর উজ্জ্বলতা নিক্ষেপ করে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির মন যেমন সর্ব্বদা সুখী, তেমনই তাঁহার শরীর সর্ব্বদা নীরোগ ও সুস্থ।

প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিলে আমরা সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইতে পারি, ইহা সকল শারীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের স্থিরসিদ্ধান্ত। কোন জার্ম্মেন্ শারীরতত্ত্ববিদ্ বলেন, "প্রফুল্লতা ঔষধস্বরূপ, যতটুকু সময় তুমি প্রফুল্ল থাক, ততটুকু সময় তুমি একপ্রকার আয়ুষ্কর ঔষধ সেবন কর। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকাই দীর্ঘ জীবনের গূঢ় কারণ।" ইংলণ্ডীয় শারীরতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ম্যাকান্জি

বলেন, "প্রফুল্লচিত্ততা দীর্ঘজীবনলাভের একটী প্রধান কারণ।" আমেরিকাবাসী ডাক্তার ডভস্ বলেন, "প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যের প্রসূতিস্বরূপ।" ডাক্তার টি, এল্ নিকলস্ বলেন, "দুশ্চিন্তা দূর করিয়া প্রফুল্ল থাকিতে পারিলে আমরা অনেক রোগের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক আয়ুর্বৃদ্ধি করিতে পারি।" তিনি আরও বলেন, "প্রফুল্লচিত্ততা শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রকে নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম করে।" আমেরিকার সুবিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফাউলার বলেন, "বিষাদ রোগসমূহের এবং প্রফুল্লচিত্ততা স্বাস্থ্যের আকরস্বরূপ।" তিনি আরও বলেন, "সর্ব্বদা আনন্দিত ও সন্তুষ্টচিত্ত থাক, তাহা হইলে তুমি সুস্থ ও নীরোগ হইবে।"

এই অমূল্য প্রফুল্লচিত্ততা লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট উপায়। পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারেন। প্রফুল্লচিত্ততা জীবনের পবিত্রতা ও ঈশ্বরে অটল বিশ্বাসের ফল। যিনি রিপুসকলকে বশীভূত করিয়া শান্তচিত্ত হইয়াছেন, যিনি পাপাচরণ না করিয়া শুদ্ধমনা হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করেন, যাঁহাকে কোনরূপ কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে হয় না, এবং যিনি ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, সেই সাধুর হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রফুল্লতার হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। এই পৃথিবীতে এইরূপ প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই যথার্থ সম্রাট্।

পারসীক জাতির আদিবৃত্তান্ত।

কলিকাতা এবং বম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান

নগরে পারসীক-নামে একপ্রকার জাতি বাস করে, ইহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ইহারা কোন্ সময়ে, কি-জন্য ভারতে আগমন করিয়াছে তাহা সকলে সম্পূর্ণরূপ অবগত নহেন। আমরা তৎসম্পর্কীয় দুই একটি স্থূল স্থূল বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ককেসীয় জাতিগণের পিতৃপুরুষেরা একজাতি ছিলেন। সেই জাতির নাম আর্য্যজাতি। তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার কোন স্থলে বাস করিতেন এবং সকলে একভাষা-ভাষী ছিলেন। তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার কোন্ প্রদেশে বাস করিতেন এই বিষয় লইয়া পুরাণতত্ত্বজ্ঞ-সমাজে একাল পর্য্যন্ত মহা তর্কবিতর্ক চলিতেছে, কিন্তু এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই এবং হইবে কি না তাহাও সন্দেহস্থল। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই স্থির হইয়াছে যে, তাঁহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উপত্যকায় বাস করিতেন। এই উপত্যকায় তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে হলচালন ও পশুপালন কার্য্যের দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে কিছুকাল তথায় বসবাস করিলে তাঁহাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কাজেই ক্ষুদ্র উপত্যকায় স্থানসংকুলান হইয়া উঠিল না; এদিকে অটনশীল জাতিগণ তাঁহাদের উপর অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিল। এইরূপ নানা কারণে উত্যক্ত হইয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্তীর্ণ ও সুখকর স্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে কতকগুলি পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ইউরোপে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন; ইহাঁরাই বর্ত্তমান ইউরোপীয়

জাতিগণের পিতৃপুরুষ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতের বিভিন্নতাই এই বিচ্ছেদের মূল কারণ। অতঃপর যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম ভারতে এবং দ্বিতীয় ইরাণে (বর্ত্তমান পারস্যে) গিয়া বসবাস করিলেন। এই শেষোক্ত দলই পারসীক সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষ।

ইহারা ইরাণে প্রবেশপূর্ব্বক অসভ্য আদিম অধিবাসী-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া সমগ্র দেশ আপনাদের অধিকারভুক্ত করে। অনন্তর তাহারা কিছু দিবস আপনাদের ক্ষমতা-বিস্তার এবং সামাজিক উন্নতিসাধনে তৎপর হয়। পেসদস্-নামক নৃপতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করেন। তৎপরে উক্ত রাজবংশের জেমসিদ্-নামক নৃপতি প্রজাগণকে কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দেন। পারসীকসমাজ উক্ত প্রজা-বৎসল রাজার নিকট অনেক সামাজিক উন্নতির জন্য ঋণী। ইহাঁরই সময় পারসীকেরা ধাতুর উপর মুদ্রাকার্য্য শিক্ষা করে, এবং ইনিই বৃহৎ বৃহৎ নগরী স্থাপন এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসকল নির্ম্মাণ করিয়া ইরাণের অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তদনন্তর সাইরস্-নামক একজন মহাবীর প্রাদু-র্ভূত হন। ইনি অনেক দেশ জয় করিয়া পারস্যরাজ্যের ক্ষমতা বিস্তার করিয়া যান। খৃষ্ট জন্মিবার ৫।৬ শতাব্দী পূর্ব্বে পারস্যদেশ ক্ষমতার অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করে। তৎকালে পারসীকনৃপতিগণ মিসর ও মাসিদন্ হইতে সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন।

কিন্তু বিলাসিতা এবং গৃহবিচ্ছেদ প্রবিষ্ট হইয়া এই পরাক্রান্ত রাজ্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে, এবং খৃষ্টীয় ৩৩৬ পূর্ব্বাব্দে ইহা মহাবীর সেকেন্দরের বশ্যতা স্বীকার করে। তদবধি কিছু দিবস ইহা মাসিদনের অধীন থাকিয়া পুনরায় স্বীয় ক্ষমতা ও মহত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুনশ্চ গৃহবিচ্ছেদ পারসীকরাজ্যের ভিত্তিভূমিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে। পরে আরজীমা-নাম্নী একজন রাজবংশীয়া অসচ্চরিত্রা স্ত্রী রাজসিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু পরে তিনি পরাক্রান্ত প্রজাদিগের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময়ে রক্তপিপাসু মুসলমানেরা ইরাণের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। ইতিপূর্ব্বে আরজীমা মুসলমানদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া রোস্তম-নামক বিখ্যাত সেনাপতিকে বহুসংখ্যক-সেনা-সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্যের সীমাপ্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোস্তম দুই একটি সামান্য যুদ্ধের পর, ইউফ্রেটিস্ নদের "নৌসেতু-যুদ্ধে" শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন।

কিছু দিবস পরে পারসীকেরা হিরা নামক স্থানে পরাজিত হয়, এবং মুসলমানেরা বোগদাদ্-নামক সমৃদ্ধিশালী নগর আক্রমণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে। এই সময়ে আরজীমা সিংহাসন হইতে অপসারিত এবং তৃতীয় জেজ্দিগার্ড তাহাতে স্থাপিত হন।

ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াই কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রোস্তমের সমভিব্যাহারে কাদিসিয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। মুসলমান সেনাপতি সেয়াদ্ ওয়াকাস্ও প্রভূত-সৈন্যসহ কাদিসিয়ায় আসিয়া উপস্থিত; কিন্তু তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পারসীকনৃপতির নিকট কতকগুলি বিজ্ঞ

দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ জেজ্‌দিগাউকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অথবা কর দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের স্কন্ধদেশে মৃত্তিকার ভার বোঝাই দিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা নগরপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেইসকল ভার আপনাদের উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে চাপাইয়া দিল, এবং প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "পারস্যদেশ যে আমাদের অধীন হইবে, আমরা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ আনয়ন করিয়াছি।"

অনন্তর কাদিসিয়ার ক্ষেত্রে যে সমরানল প্রজ্বলিত হয় তাহাতে পারসীকদিগের শেষ-আশা ভস্মীভূত হয়। ৬৩৬ খৃষ্টীয় পূর্ব্বাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। ইহাতে ত্রিশ সহস্র পারসীক-সেনা হত হয়। রোস্তমও সেই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন, এবং মুসলমান-সেনা প্রভূত অর্থ লাভ করে।

এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া পারসীক-নৃপতি রিয়াই-নামক স্থানে পলায়ন করেন, এবং একবেটনা নগরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে নেহাবন্দ-ক্ষেত্রে পারসীকদিগের সহিত মুসলমানদের শেষ-যুদ্ধের অভিনয় হয়। এই যুদ্ধে পারসীকেরা পরাজিত হইল। জেজ্‌দিগাউ ছদ্মবেশে নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহার উচ্ছেদসাধন করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশেষে এক দিবস তিনি এক নদীর কূলে উপস্থিত হইয়া কোন কৃষকের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্ব্বৃত্ত কৃষক প্রভূত-অর্থ-প্রাপ্তির আশায় তাঁহাকে বধ করিল। এইরূপে পারসীকদিগের শেষ-রাজার অবসান হইল।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, ধর্ম্মবিস্তারের

জন্যই মুসলমানদের দিগ্বিজয়। পারস্য তাহাদের করতলগত হইলে, তাহারা ধর্ম্মবিস্তারের নিমিত্ত যথোচিত প্রয়াস পাইতে লাগিল। প্রায় সমগ্র পারসীক জাতিই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। যাহারা এই-ধর্ম্মগ্রহণে অসম্মত হইল, নিষ্ঠুর মুসলমানগণ তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিল। মুসলমান ব্যতীত পারস্যে বাস করিবার কাহারও অধিকার রহিল না। যাহারা পুরাতন ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল, কাজে কাজেই তাহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল। এই হতভাগ্যেরা অশ্রুপূর্ণলোচনে চিরসুখের ধাম পারস্যদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন অপরিচিত স্থানে বাস করিতে চলিল!

এইরূপে নির্ব্বাসিত পারসীকেরা খোরাসান্-প্রদেশের পর্ব্বতসমূহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং অনেকে অনুমান করেন যে তাহারা তত্তৎ স্থানে কিছুকাল নিরুপদ্রবে বাস করিয়াছিল; কিন্তু সে স্থলেও ক্রমে মুসলমানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইতে লাগিল। অতএব সে স্থলেও বাস করা উহাদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পারস্য উপসাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় হরুমজদ্ (আধুনিক অরমস্) নগরে জাহাজের ন্যায় এক প্রকার জলযান প্রস্তুত করিয়া, তদারোহণে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। অনন্তর বহুদিবস অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিমতীরস্থ কাম্বে উপসাগরের মধ্যস্থ দাইউ-দ্বীপে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। এই স্থলে তাহারা বিংশতি-বৎসরাধিক কাল নিরুপদ্রবে যাপন করিয়াছিল। কিন্তু দাইউ-দ্বীপটি অতি সংকীর্ণ বলিয়া সকলের

তথায় বসবাসের অসুবিধা হইতে লাগিল; বিশেষতঃ তথায় প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের অসংস্থান হইয়া পড়িল। এইসকল কারণ বশতঃ সেস্থলে বাস করা তাহাদের আর সুবিধাজনক বোধ হইল না। অতএব সমুদ্রযানারোহণ-পূর্ব্বক তাহারা আরও সুখকর-স্থান-প্রাপ্তির আশায় বহির্গত হইল। এই সময়ে সমুদ্রে প্রবল বাত্যা হওয়াতে তাহাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় নাই। তৎপরে তাহারা গুজরাটপ্রদেশের দক্ষিণসীমায় আসিয়া পদার্পণ করে, এবং এই সময় হইতেই তাহাদের সকলপ্রকার কষ্টের অবসান হয়।

এই সময়ে তৎপ্রদেশে যাদব রাণা নামক চিতোরের রাজ-পুত বংশীয় জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। পারসীকদিগের মধ্যে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সেই সুন্দর সাহসী আগন্তুকগণকে সমাগত দেখিয়া অতীব সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা আপনাদের দুর্দ্দশা যথাবৎ বর্ণন করিয়া তাঁহার রাজ্যে বসবাস ও নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

কৃপালু হিন্দুনরপতি পারসীকদিগের এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া সমবেদনা প্রকাশপুরঃসর তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিয়া যথেচ্ছা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তৎকালে সঞ্জনের নিকটবর্ত্তী ভূমিখণ্ড জনশূন্য অরণ্যমাত্র ছিল। পারসীকেরা তাহার জঙ্গলসকল পরিষ্কার করিয়া, তাহাকে অংশতঃ মহানগরীতে এবং অংশতঃ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিল। সেই সময় হইতে উহারা স্বচ্ছন্দে বসবাস

করিয়া, কালে বংশবৃদ্ধিসহকারে ভারতের প্রধান প্রধান নগরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

স্বপ্ন।

একদা আমি বিষয়কার্য্যের রূক্ষভাবে বিরক্ত হইয়া শান্তি-লাভের প্রত্যাশায় দিবাবসানে একাকী এক সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া একটী লতাগৃহের শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বভাবের অদ্ভুত শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। উদ্যানের সুমন্দ মারুতহিল্লোল আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিতে লাগিল। আলস্যে দেহ অবশ হইয়া আসিল। তখন আমি হস্তে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক পরমসুখে শয়ন করিয়া মনুষ্যজীবনের অসারতা আলোচনা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নিদ্রাদেবী অতর্কিতভাবে আগমনপূর্ব্বক স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাকে আপনার সুকোমল অঙ্কশয্যায় গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে দেখিলাম যেন আমার সম্মুখে এক সুপ্রশস্ত স্রোতস্বতী দুর্নিবারবেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহার উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ তীরভূমি উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে এক তীরে হুতাশন প্রজ্বলিত শিখাজাল বিস্তারপূর্ব্বক নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে এবং অপর তীরে কেবল আনন্দকোলাহল ও জয়ধ্বনি নিরন্তর উচ্চারিত হইতেছে। আমি দেখিলাম, এই নদীতে প্রবল তরঙ্গসমুদায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত করিয়া তূলরাশির ন্যায় আগমনপূর্ব্বক সকলকে চকিত করিতেছে এবং ক্ষণকালপরেই পুনরায় ঐ নদীর বক্ষঃস্থলে

মিলিত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কোন স্থলে অতি ভীষণ আবর্ত্তসকল প্রবলবেগে পরিভ্রমিত হইতেছে এবং চারিদিকের জল আপনার মধ্যবিন্দুতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, যাঁহারা এই নদীতে ভাসমান হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অনিবার্য্যবেগে সেই আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং অনেকেই ইহার অধঃপাতি-গতি অনুধাবন করিয়া সাবধানতার সহিত ইহাকে অতিক্রম করিতেছেন। এই অগাধ সলিলের মধ্যে বিচিত্রবর্ণ পরম সুন্দর নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুসকল করাল আস্যকুহর বিস্তারপূর্ব্বক সকলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কেহ কেহ ইহাদের বাহ্য দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইয়া যেমন সন্নিহিত হইতেছে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। এই নদীর প্রবাহে রাজহংসসকল কোলাহলসহকারে সকলের মন পুলকিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, এবং দুর্গন্ধময় মৃত দেহও লোকের ঘৃণা উৎপাদনপূর্ব্বক প্রবাহবেগে উপনীত হইতেছে। ঐ নদীর কোন স্থলে অন্তঃসলিল বালুকারাশি স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, অনেকে না জানিতে পারিয়া সেই দিক্ দিয়া গমন করিতেছে এবং বিপদে নিপতিত হইতেছে। দেখিলাম, যাঁহারা এই-নদী-সন্তরণে যত্নবান্ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যূনাতিরেকে ইহার একশত হস্ত পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; কিন্তু এই নদীতে এমনি বিপদ যে, প্রতিহস্তেই এককালে অদৃশ্য হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রত্যেক হস্তের নিকটই একটি বিকটাকার পুরুষ লগুড়দ্বারা সকলকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছে এবং কাহাকে কাহাকে বা

এককালে লগুড়প্রহারে চূর্ণ ও বিলুপ্ত করিতেছে। যাঁহারা তর্কতার সহিত এই নদীর নানাপ্রকার ঘটনা অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই লগুড় মস্তকে নিপতিত হইলেও উহাকে শিশিরবিন্দুপতনের ন্যায় নিঃশব্দ ও সুকোমল জ্ঞান করিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা উহাকে বজ্রপাতের ন্যায় অতি ঘোর ও কঠোর বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই নদী যে কোন্ স্থান হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং কোথায় গিয়া যে মিলিত হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল আমি ইহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে বোধ হইল যেন, ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া এই নদী নিঃশব্দে ও গম্ভীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

আমি এই স্রোতস্বতী-সন্দর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতেছি, ইত্যবসরে একখানি তরণী যদৃচ্ছাক্রমে আমার নেত্রপথে নিপতিত হইল। যদিও ঐ নৌকার বাহ্য সৌন্দর্য্য তাদৃশ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তথাচ বোধ হইল উহার অভ্যন্তর হইতে এমনি এক তেজ নির্গত হইতেছে যে, কোটি সূর্য্য তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। দেখিলাম, একজন নাবিক পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহার কর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং একখানি সুদৃশ্য মানচিত্র উহাতে লম্বিত আছে। কর্ণধার মধ্যে মধ্যে এই মানচিত্রের প্রতি এক একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং আপনার অনুভূত পথ উহাতে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে। ঐ নৌকায় দুইখানি ক্ষেপণী সংযুত আছে। ঐ দৃঢ়কায় বলবান্ পুরুষ মানচিত্রের সহিত

আপনার ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া যে পথে কোন বিঘ্ন নাই, সেই দিকে ক্ষেপণীচালনের অনুমতি করিতেছে। নৌকার মধ্যে একটি যন্ত্রের কণকময় শলাকা নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে। নৌকা তাহার সাহায্যে অভিলষিত পথে অগ্রসর হইতেছে। এই নৌকাতে একটি লৌহময় কূপক আছে; তাহা, প্রবল বাত্যা উত্থিত হইলে, উহাকে অটল ভাবে রাখিয়া থাকে। এই নৌকায় কতকগুলি অত্যুন্নত সুবর্ণময় স্তম্ভ প্রোথিত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। ঐসমস্ত স্তম্ভ সন্দর্শন করিলে নিশ্চয়ই মন মোহিত হয়। নৌকাতে দুই গাছি দুশ্ছেদ্য রজ্জু আছে; বোধ হইল, নৌকা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে এই দুই রজ্জু দ্বারা তথায় ইহাকে বন্ধন করিবে। নদীর জল অতিশয় কটু, এইনিমিত্ত আরোহিগণ নৌকাতে যত্নপূর্ব্বক সুস্বাদু সুশীতল সলিল সঞ্চিত রাখিয়াছে। দেখিলাম, এক এক সময় কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া নৌকার গমনপথ আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু দুইজন ক্ষেপণীবাহক কর্ণধারের আদেশে তাহা অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতেছে। অনেকে এই নৌকাকে প্রবাহের নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে, এবং ঐ নৌকার পশ্চাতে প্রবাহমধ্যে যে একটি পথ প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে তাহা বহুসংখ্য বিপন্ন ব্যক্তির উপজীব্য হইয়া উঠিতেছে। ঐ নৌকা কতকগুলি সুগন্ধি শিলায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আরোহিগণ আনন্দের সহিত ঐসমস্ত শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং অনেকে তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ঐ নদীতে অনুকূল ও প্রতিকূল দুইপ্রকার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু

প্রতিকূলবায়ুস্পর্শে নৌকা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং অনুকূল-বায়ুস্পর্শে তাহা পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ নদীর যে তীরদেশে নিরন্তর আনন্দকোলাহল ও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে, আরোহিগণ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, এবং পাছে ভ্রমপ্রমাদবশতঃ অপর তীরে যাইতে হয় এই ভয়ে সততই শঙ্কিত আছেন।

আমি বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে এই নৌকা নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এইরূপ আকাশবাণী হইল, "বৎস! তোমার সম্মুখে যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, উহা মনুষ্যের জীবন। ঐ স্রোতস্বতীর যে অত্যুচ্চ দুইটি তীর নিরীক্ষণ করিতেছ, উহা স্বর্গ ও নরক। নদীতে যেসমস্ত তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, উহা জীবনের সুখদুঃখ। ঐ যে আবর্ত্ত দেখিতেছ উহা মোহ, এবং বিচিত্রবর্ণ নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জল-চরসকল জীবনের নানাপ্রকার প্রলোভন। নদীতে যেসমস্ত রাজহংস সঞ্চরণ করিতেছে, তৎসমুদায় জীবনের কীর্ত্তি, এবং যেসকল দুর্গন্ধময় মৃতদেহ প্রবাহিত হইতেছে উহা কলঙ্ক। মধ্যে মধ্যে যে অন্তঃসলিল বালুকারাশি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, উহা জীবনের প্রহেলিকা। এই নদীতে প্রায়ই কেহ একশত-হস্তের অধিক অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য প্রায়ই শতবর্ষের অধিক জীবিত থাকে না। প্রত্যেক হস্তের নিকট যে বিকটাকার পুরুষ রহিয়াছে, উহা মৃত্যু। এই নদীর যে কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছ, ইহা ঐহিক জীবনের সীমা, এবং যে অংশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা অনন্ত জীবন।

এই নদীতে যে একখানি নৌকা দেখিতেছ, উহা ধর্ম্ম।

যে একটি পুরুষ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নৌকার কর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহার নাম প্রজ্ঞান। যে দুইখানি ক্ষেপণী দেখিতেছ, উহা অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। ঐ নৌকায় যে মানচিত্র রহিয়াছে, উহা বিবেক। যে কণকময় শলাকা নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে, উহার নাম বিশ্বাস। নৌকাতে যে কূপক আছে, তাহা দৃঢ়তা। নৌকার উপর যেসমস্ত স্তম্ভ দেখিতেছ, উহা ধর্ম্মের উন্নত আশা। নৌকায় যে দুইগাছি রজ্জু আছে, তাহা প্রীতি ও ভক্তি। নৌকার গন্তব্য স্থান স্বয়ং ঈশ্বর। উহাতে যে জল সঞ্চিত আছে, তাহা শান্তি। সময়ে সময়ে যে কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইতেছে, তাহা কুসংস্কার। নৌকাতে যে সুগন্ধি শিলাসকল রহিয়াছে, তাহা সাধুভাব। ঐ নদীতে যে অনুকূল ও প্রতিকূল দুইটি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পাপ ও পুণ্য।

বৎস! জীবনের ত এইসমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে; এক্ষণে সতর্ক হও এবং ঐ নৌকায় গিয়া আরোহণ কর।”

আমি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত নৌকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেমন প্রবাহে নিপতিত হইলাম, তৎক্ষণাৎ চৈতন্যলাভ হইল। জাগরিত হইয়া দেখি যে, সে নদীও নাই, সে নৌকাও নাই, আমিই কেবল একাকী শিলাতলে নিপতিত রহিয়াছি।

ইতর জন্তুদিগের মানসিক বৃত্তি।

আমাদিগের মধ্যে অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, ইতর-প্রাণীদিগের স্বাভাবিক অন্ধসংস্কার ভিন্ন বুদ্ধি, বিবেচনা, ও স্মরণশক্তি এবং স্নেহ, দয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কোমল মানসিক বৃত্তি নাই। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদিগের সম্পূর্ণ মতবিরোধী। ইতর জীবেরা যে স্বাভাবিক অন্ধসংস্কার ব্যতীত কতকগুলি মানসিক বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা আমরা এই প্রস্তাবে পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ইতর জন্তুদিগের যে অল্পপরিমাণে বুদ্ধিশক্তি আছে, তাহারা যে বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, এবিষয়ে প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্ বৈজ্ঞানিকগণের দুই মত নাই। গৃহপালিত কিংবা বন্য সকলপ্রকার পশুকেই কোনরূপ কার্য্যপ্রবৃত্তির অগ্রে কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাব অবলম্বন ও বিবেচনাপূর্ব্বক সুদৃঢ় সংকল্পে কার্য্য করিতে দেখা যায়। রেঙ্গার্-নামক ইউরোপীয় কোন সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার পালিত বানরদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পর্কে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য উদাহরণ দিয়াছেন। রেঙ্গার্ যখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার একটি বানরকে হংসডিম্ব খাইতে দেন, তখন সে উহা ভাঙ্গিতে গিয়া এককালে চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য ঐ ডিম্বের অনেক সারাংশ নষ্ট হয়। পরে ঐ বানরকে খাইবার জন্য যত ডিম্ব দেওয়া হইত, সে তাহা প্রথমে একটি দৃঢ় পদার্থে অতি ধীরে ধীরে আঘাত করিত এবং উহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ফুটা করিয়া পরে হস্ত-দ্বারা উহার ছাল উঠাইয়া খাইত। একবার একটি বানর একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় শরীরের একস্থান কাটিয়া ফেলি-

য়াছিল; এই ঘটনার পরে তাহাকে যদি কখনও কোন অস্ত্র দেওয়া হইত, সে তাহা ভয়ে ভয়ে সাবধানে ব্যবহার করিত। রেঙ্গার্ তাঁহার গৃহপালিত বানরদিগকে সর্ব্বদাই কাগজের মোড়কের মধ্যে করিয়া মিছরির টুক্রা দিতেন। একদা তিনি পরীক্ষার্থ একটা বানরকে ঐরূপ কাগজের মোড়ক করিয়া মিছরির টুক্রার পরিবর্ত্তে একটি জীবন্ত বোল্তা দেন। বানর মিছরি মনে করিয়া যেমন ঐ কাগজের মোড়ক খুলিল, বোল্তা তৎক্ষণাৎ আঘাত পাইয়া সক্রোধে গিয়া তাহাকে দংশন করিল। এই ঘটনার পরে রেঙ্গার্ যখনই কাগজের মোড়ক করিয়া কোন খাদ্যসামগ্রী দিতেন, ঐ বানরটি তাহা অতি সাবধানে উঠাইয়া লইত, এবং তন্মধ্যে বোল্তা কিংবা অন্য কোন জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা জানিবার জন্য, তাহা কর্ণের নিকট ধরিয়া তাহার ভিতর কোন শব্দ হইতেছে কিনা তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া পরে তাহা খুলিত।

বিচক্ষণ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ গার্ড্নার্ বলেন যে একদা তিনি কোন এক নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণকালে দেখিলেন তথায় একটা কর্ক্কট গর্ত্ত খুলিতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া ঐ গর্ত্তের দ্বারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। কএকখণ্ড প্রস্তর গর্ত্তের ভিতর গিয়া পড়িল, আর তিন চারি খণ্ড উহার মুখের নিকট পড়িয়া রহিল। তখন কাঁকড়াটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে গর্ত্তমধ্যে পতিত প্রস্তরখণ্ডগুলি উঠাইয়া গর্ত্তের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কিন্তু যখন দেখিল যে আরও কএকখণ্ড প্রস্তর গর্ত্তের মুখের নিকট রহিয়াছে, তাহা ভিতরে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, তখন সে সেইগুলি তথা হইতে দূরে রাখিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত খুলিতে লাগিল।

উপরোক্ত বৃত্তান্তসমস্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দিগের বর্ণিত, এই-সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ইতর জন্তুদিগের কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে।

কল্পনাশক্তি মনুষ্যের একটি প্রধান মানসিক বৃত্তি। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন পশুদিগের যে কল্পনাশক্তি আছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্পনা-শক্তি না থাকিলে স্বপ্ন দেখা অসম্ভব হইত। স্বপ্ন দেখা কল্পনাশক্তির কার্য্য। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কহেন কুক্কুর, বিড়াল, ঘোটক প্রভৃতি পশুরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে।

ইতর জীবদিগের যে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি আছে, সকলেই আপনাদিগের পালিত প্রাণীদিগের নিকট তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন; তথাপি কএকটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। উত্তমাশা অন্তরীপে সার্ এণ্ড্ স্মিথ্ নামে কোন বিখ্যাত ইংরাজের এক বানর ছিল; কোন-কার্য্য-বশতঃ তিনি তথা হইতে দেশান্তর-প্রস্থান করেন, এবং নয় মাস পরে তথায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ বানর এই দীর্ঘকাল-ব্যবধানেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডার্‌উইন্ সাহেবের এক কুক্কুর ছিল। সে আপনার প্রভু ভিন্ন আর কাহারও নিকট যাইত না। একদা ডার্‌উইন্ তাহার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পাঁচ বৎসর ছয় মাস কাল কোন এক দূরস্থ গ্রামে রাখিয়া আইসেন এবং ঐ দীর্ঘকালের পর তিনি পুনর্ব্বার তাহার নিকট যান। সে তখন তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, এবং তিনি যাহা

আজ্ঞা করিতে লাগিলেন তাহা করিতে লাগিল। পিয়ার্ হিউবর্ নামক সুবিখ্যাত পিপীলিকাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, পিপীলিকাগণের অদ্ভুত স্মরণশক্তি আছে। তিনি বলেন, একদল পিপীলিকা অন্য একদল পিপীলিকা হইতে চারি মাস কালের জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিল, পরে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু তাহাদের আকার-ইঙ্গিতে অনুমান হইল যে, এত দিনের পরও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছে।

বিষয়ে মনঃসংযোগের শক্তি মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির প্রধান উপায় বলিতে হইবে। ইতর প্রাণীদিগেরও যে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি আছে তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন একটি বিড়াল, পাখী কিংবা ইন্দুর শিকার করে, তখন সে লক্ষ্যের প্রতি কতদূর স্থিরতা ও মনঃসংযোগের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহা ধরিবার চেষ্টা করে; ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল শিকার করিবার সময় লক্ষ্যের প্রতি এতদূর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে, যে ঐ সময় অবাধে তাহাদের নিকট গিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে অস্ত্রদ্বারা বধ করা যায়। ইংলণ্ড্ প্রভৃতি দেশে যাহারা বানরের ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়, তাহারা বানর ক্রয় করিবার সময় যে বানরগুলি অধিককাল মনঃসংযোগ করিতে পারে, পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অধিক মূল্যে ক্রয় করে; কারণ তাহারাই অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ ক্রীড়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্যের অনুকরণশক্তি তাঁহার উন্নতির অনেক সহায়তা করে। দেখা যায়, কোন কোন ইতর প্রাণীরও বিশেষ অনুকরণশক্তি আছে। এক জন প্রাণিবিদ্যাবিদ্ বলেন যে, এক

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুইটি ব্যাঘ্রশাবক কোন এক কুক্কুরীর দ্বারা পালিত হইয়াছিল। ঐ দুইটি ব্যাঘ্রশাবক বড় হইলে কুকুরের ন্যায় চীৎকার করিত। ডারউইন্ সাহেব কোন কোন শৃগালকেও কুকুরের অনুরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়াছেন। বানরের অনুকরণশক্তি সকল পশুর অপেক্ষা অধিক। ইহারা যে অনায়াসে মনুষ্যের অনুকরণ করিয়া থাকে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিজাতি অনুকরণে বিশেষ পটু। কতকগুলি বিশেষজাতীয় পক্ষী অন্যান্য পক্ষীর শব্দ ও সঙ্গীতধ্বনি আশ্চর্য্যরূপে অনুকরণ করিতে পারে। শুক, টিয়া, ময়না প্রভৃতি পক্ষীর অসামান্য অনুকরণশক্তি আছে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। বঙ্গদেশে ভীমরাজ বা ভৃঙ্গরাজ নামে একজাতীয় পক্ষী আছে। উহারা যে শব্দ শুনিতে পায়, তৎক্ষণাৎ তাহা অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে।

কোন একটি নূতন ও অসামান্য বস্তু দেখিলে মনুষ্য যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি ইতর জীবেরাও কোন নূতন ও অসামান্য বস্তু দেখিলে বিস্মিত হয় এরূপ দেখা গিয়াছে। কোন কোন পশু নূতন বস্তু দেখিবার কি জানিবার জন্য মনুষ্যের ন্যায় কৌতূহল পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্রেম্-নামক সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, এক সময়ে তাঁহার আশ্রয়ে কএকটি বানর ছিল। উহারা সর্পকে অত্যন্ত ভয় করিত। একদা তিনি একটি বাক্সে পরীক্ষার্থ কতকগুলি সর্প রাখিয়াছিলেন। বানরেরা জানিত যে ঐ বাক্সে সর্প আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইত যে, কখন কখন তাহারা একে একে ঐ বাক্সের ডালা উঠাইয়া সর্প-

গুলিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। একদা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ডারউইন্ সাহেব, লণ্ডনের পশ্বালয়ের যে গৃহে বানর থাকে সেই গৃহে একটি মৃত সর্প লইয়া গিয়া তাহাদিগের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। সর্প দেখিয়া বানরগুলা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। পরিশেষে যখন দেখিল যে উহা স্পন্দহীন নির্জীব, তখন তাহারা সাহস আশ্রয় করিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একে একে তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া অতি মনোযোগের সহিত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ডারউইন্ সাহেব বানরদিগের কৌতূহলবৃত্তি-পরীক্ষার্থ কখন কখন উহাদিগের মধ্যে মৃত মৎস্য, ইন্দুর, বা অন্য কোন ক্ষুদ্র প্রাণী নিক্ষেপ করিতেন, এবং প্রতিবারেই বানরেরা সমান অশ্চের্য্যের ভাব ও কৌতূহল প্রকাশ করিত।

কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক বৃত্তিও কোন কোন ইতর জীবে দেখা যায়। অনেকে কুক্কুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদিগের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, স্নেহ, ও দয়ার বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছেন। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক প্রণীত প্রাণিবৃত্তান্তে নানা পশু ও পক্ষীর স্নেহ দয়া প্রভৃতি গুণের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা এক্ষণে ইহার কএকটি উদাহরণ দিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। কাপ্তেন্ ষ্টান্স্‌বরি সাহেব দেখিয়াছেন, আমেরিকার উটা-নামক স্থানে কতকগুলি পেলিকান্ পক্ষী, বৃদ্ধ চলৎশক্তিবিহীন অন্ধ ভক্ষ্যাহরণে অপারগ আর একটি পেলিকান্ পক্ষীকে প্রত্যহ আহার যোগাইত। ব্লিথ্ সাহেব বলেন যে, তিনি যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন, তখন

দেখিয়াছেন কোন স্থানে কতকগুলি কাক একটি অন্ধ বৃদ্ধ কাককে আহার দিতেছে। গৃহপালিত কুক্কুরদিগের মধ্যেও এইরূপ দয়া ও স্নেহের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডারউইন্ সাহেব বলেন, "একটি বিড়াল ও একটি কুকুরের পরস্পর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। একদা ঐ বিড়ালটি পীড়িত হইয়া কিছুকাল চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়ে, তৎকালে কুকুরটি সর্ব্বদা ঐ বিড়ালের নিকট যাইয়া তাহার গাত্রলেহন করিত এবং তাহার প্রতি স্নেহমমতা প্রকাশ করিত।" গৃহপালিত কুকুরের প্রভুভক্তির অনেক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আছে। প্রভুকে কোন মনুষ্য কিংবা কোন জন্তু আক্রমণ করিলে, কুক্কুর তাহাকে যথাসাধ্য তাহার প্রতিফল দিতে ত্রুটি করে না। বানরদিগেরও দয়া ও স্নেহের নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা বিলাতের পশ্বালয়ের একটি গৃহে দুইটি বানর রক্ষিত হয়, একটি আমেরিকাদেশীয় ক্ষুদ্র বানর, অপরটি আফ্রিকার বৃহদাকার বানর। ইহাদিগের একজন রক্ষক নিযুক্ত ছিল। ক্ষুদ্র বানরটি রক্ষকের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। একদিন বৃহদাকার বানরটি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রক্ষকের গলদেশ সাংঘাতিকরূপে কামড়াইয়া ধরে। ক্ষুদ্র বানরটি ইহা দেখিয়া বৃহদাকার বানরকে এপ্রকার আঁচড়াইতে ও কামড়াইতে লাগিল যে, সে জ্বালায় অস্থির হইয়া রক্ষককে ছাড়িয়া দিল। কোন সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় ললনা লিখিয়াছেন, "আমার ইয়ারিকো-নাম্নী একটী কুক্কুর ছিল। যখন এক বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাহার প্রায় দশ বারটি শাবক হইয়াছিল। ইয়ারিকো শাবকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে বাস করিত। আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম ও তাহাকে আহার দিতাম।

এক দিন প্রাতঃকালে গিয়া দেখি একটা শৃগাল ইয়ারিকোর শাবকগুলি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ইয়ারিকো তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া শৃগালের সম্মুখে পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইল যেন সে শৃগালহস্তে আপনার জীবন হারাইবে, তথাপি প্রাণাধিক শাবকগুলিকে লইতে দিবে না। আমি তৎক্ষণাৎ আমার কুক্কুরকে ইঙ্গিত করিলাম। কুক্কুর মহাবেগে গিয়া শৃগালকে ঐ দুঃসাহসের উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া ইয়ারিকো ও তাহার শাবকগুলির প্রাণরক্ষা করিল। এই ঘটনার পরে দেখিলাম ইয়ারিকোর সহিত আমার কুক্কুরের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইয়াছে। ইয়ারিকো কুক্কুরের নিকট এই-উপকারসূত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ। এই সময় হইতে উভয়ে একসঙ্গে আহার করিত, এবং একসঙ্গে ভ্রমণ করিত। কিছুকাল পরে ইয়ারিকোর শাবকেরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা ঐ উপকারক কুক্কুরের বাসস্থানে দিবারাত্র পড়িয়া থাকিত। ইয়ারিকো ও আমার কুক্কুরের মধ্যে যে দৃঢ় সদ্ভাব, প্রীতি, ও ভালবাসা হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের ভাবব্যঞ্জক তরল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইত।” এই বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যে স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, ও প্রণয় নাই, একথা, বোধ হয়, আর কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। হেন্‌কক্-নামক কোন এক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, হঙ্গার্‌ফোর্ড্ নগরে একদা কোন ভদ্রলোক নিজভদ্রাসনের প্রাঙ্গণের মধ্যে শকট পরিচালনা করিতেছিলেন। অসাবধানতানিবন্ধন তাঁহার পালিত কুক্কুরটির পদের উপরিভাগ দিয়া শকটের চক্রনেমি চলিয়া যায়। তখন

তিনি কুক্কুরকে একস্থানে বন্ধন করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। কুক্কুরটি যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার এই যন্ত্রণা দেখিয়া একটি কাক তাহার নিকট আসিয়া করুণকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। এই কাকটি প্রত্যহ ঐ কুক্কুরকে ভক্ষণার্থ মাংসপিণ্ড ও অস্থিখণ্ড আনিয়া দিত। এদিকে ক্রমশঃ কুক্কুরটির মৃত্যুকাল আসন্ন হইতে লাগিল। তখন ঐ কাক আহারান্বেষণ ব্যতীত কিয়ৎক্ষণের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইত না। একদা সন্ধ্যার পর কাকের আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, ইত্যবসরে কুক্কুররক্ষক গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। কাক ইহার অব্যবহিত পরে আসিয়া দেখিল গৃহদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন সে দ্বারের নিম্নভূমি ঠোঁট দিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠোকরাইতে লাগিল এবং একটি বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময়ে রক্ষক আসিয়া উপস্থিত। সে এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এইসমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, নিম্নশ্রেণীস্থ জীবদিগের দয়া, মমত্ব, করুণা প্রভৃতি মানবমনের শ্রেষ্ঠ গুণসকল নিশ্চয়ই আছে।

সঙ্গদোষ।

আমাদের আত্মার উন্নতির যতপ্রকার বাধা আছে, তাহার মধ্যে সঙ্গদোষ অতি ভয়ানক। যাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, যৌবনকালে এবিষয়ে তাঁহাদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। যদি যুবকদিগের কর্ণকুহরে

অপবিত্র সঙ্গীদিগের স্বর একবার প্রবেশ করে, তাহা হইলে সাধুদিগের মুখবিনির্গত অমূল্য উপদেশের প্রতি তাহারা বধির হইয়া পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কিপ্রকার লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিব? তাহার উত্তর এই, যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া উপহাস করে, এবং সর্ব্বদা অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের সঙ্গ ত পরিত্যাগ করিবেই করিবে; যাহারা সাধুকর্ম্ম ও সাধু লোককে আদর না করে, যদিও তাহাদের চরিত্র কোনপ্রকার বাহ্য কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়, তথাপি তাহাদের সঙ্গেও থাকিবে না।

হে যুবন্, একবার ভাবিয়া দেখ, তাহাদের দ্বারা তোমার কত অনিষ্ট হইতেছে! সেই দুরাত্মাদিগের সহবাস জন্য কতপ্রকার গ্লানি সহ্য করিতেছ! হয়ত তাহারা তোমার আত্মাকে এপ্রকার অচেতন ও অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে যে, এখনি তুমি যেসকল উপদেশ পাঠ করিতেছ, তাহা তোমার অন্তরে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতেছে না—হয়ত একালপর্য্যন্ত তোমার যে ধর্ম্মশিক্ষা, তাহা বৃথা হইয়াছে! যদি এখন হইতে সেইসকল শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে না থাক, কেবল পাপের পথে ভ্রমণ কর, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তোমার আত্মা ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরে যাইতে থাকিবে। ধর্ম্মের ভাব রক্ষা করা এত কঠিন যে, কত লোকে সাধুসমাজে থাকিয়াও এক এক বার তাহা হইতে পতিত হয়; তবে অসাধুদিগের সহিত সহবাস করিতে কিপ্রকারে সাহস করিতেছ? যৌবনকাল অতি ভয়ানক কাল; তোমার প্রিয় সঙ্গীরা যখন ধর্ম্মের কথা লইয়া উপহাস করিবে, হয়ত তাহাদিগকে বারণ করিতে তোমার সাহস হইবে না এবং ক্রমে

ক্রমে হয়ত তোমারও ধর্ম্মেতে অনাদর হইয়া উঠিবে। দৃষ্টান্তের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন কর, তাহাদেরই অনুগামী হইবে। আমাদের চতুর্দ্দিকেই প্রলোভন। নানাপ্রকার উপদেশের মধ্যে থাকিয়াও ধর্ম্মকে রক্ষা করা কঠিন; আবার যখন পাপীরা পাপের পোষকতায় উচ্চৈঃস্বরে বাক্যবিন্যাস করিতে থাকে, তখন তাহাতে কর্ণপাত করিলে কি আর ভদ্রতা থাকে? আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, প্রথম বয়সে কত লোকের ধর্ম্মের প্রতি কেমন অনুরাগ ছিল; অসৎসঙ্গে লিপ্ত হইয়া পরে তাহারা সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে। কত লোকে আপনার অন্তরের পবিত্র ভাবসকল কেমন উন্নত করিয়াছিলেন, ক্রীড়াসক্ত যুবকদিগের সংসর্গে পতিত হইবামাত্র সেসকলই নির্জ্জীব হইল। এক সময়ে যেসকল অত্যাচার স্মরণ করিতেও ঘৃণা হইত, এখন প্রকাশ্যে সেইসকল পাপের আরম্ভ হইল।

সঙ্গদোষ কি ভয়ানক শত্রু! তাহা অজ্ঞাতসারে পান, ব্যভিচার, পরপীড়ন, মিথ্যাকলহে অল্পে অল্পে পদনিক্ষেপ করায়। অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, একবার এরূপ অপবিত্র সহবাস ভাললাগিলে, অনুতাপ এবং সংশোধনের আর পথ থাকে না। পূর্ব্বে যাহার মুখ হইতে কতপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ শুনা যাইত, এক্ষণে সেই আপনার আন্তরিক দুষ্টভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত কতপ্রকার কুতর্ক উপস্থিত করিতে থাকে।

গুরু নানক।

১৩৯১ শকে লাহোরান্তর্গত ভট্টিপ্রদেশের তলওয়ান্দি (১) নামক গ্রামে শিখ (২) জাতির আদিগুরু ও ধর্ম্মসংস্থাপক নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালু ভেদি। কালু ক্ষত্রিয়বর্গের ভেদি-নামধেয় কুলোদ্ভব। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পুত্রের নাম নানক ও কন্যার নাম নানছি। তাৎকালিক দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদির আত্মীয় দৌলত খাঁ লোদির শস্যাধ্যক্ষ জয়রাম-নামক এক ব্যক্তির সহিত নানছির বিবাহ হয়। ১৪১১ শকে নানকেরও বিবাহ হয়, এবং ক্রমে তাঁহার শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামে দুই পুত্র জন্মে। শ্রীচাঁদ তপস্যার্থ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মচাঁদ-নামে তাঁহার যে পুত্র ছিলেন, তিনিই উদাসিসম্প্রদায়ের সংস্থাপক। ধর্ম্মচাঁদের বংশ অধুনা নানকপুত্র নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মীদাস সংসারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বংশ বা বিশেষ কোন খ্যাতি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

নানক বাল্যকালেই ঈশ্বরারাধনায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। শুদ্ধ তাহা নহে, তাঁহার সেই-অনুরাগ-বশতঃ আবার অল্প বয়সেই সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে। তাঁহার ঔদা-

---

(১) এই গ্রামের আধুনিক নাম রায়পুর। ঐ গ্রাম বিপাশানদী-তীরে অবস্থিত।

(২) লাহোর অঞ্চলে মূর্দ্ধণ্য ষর স্থানে ক্ষ উচ্চারণ করে, অতএব তথায় শিষ্য শব্দের স্থানে শিক্ষ বলিয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষ শব্দের অর্থ অনুগত সেবক। সেই শিক্ষ শব্দের অপভ্রংশে শিখ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

সীন্য দেখিয়া কালু সর্ব্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এবং যাহাতে তাঁহার মন ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইয়া সংসারের প্রতি আসক্ত হয় তাহার নিমিত্ত কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বাণিজ্যের লাভ-জনিত আনন্দ উপভোগ করিলে নানকের মন বিষয়কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার পিতা একদা তাঁহার হস্তে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহাকে তদ্দ্বারা এক গ্রাম হইতে লবণ ক্রয় করিয়া তাহা গ্রামান্তরে লইয়া বিক্রয় করিতে কহিলেন। নানক তাঁহার প্রস্তাবে হৃষ্ট হইয়া মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিলেন, এবং বলসন্ধু-নামক জনৈক ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া আদিষ্টগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় উদাসীনের সাক্ষাৎ পাইয়া নানক তাঁহাদিগের সহিত কথোপ-কথন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তিন দিবস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার করিতে না পাইয়া এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মস্তকাবনতি প্রভৃতি দুই একটি সাধুসঙ্কেত ভিন্ন আর কোনরূপেই তাঁহার অভিলাষে সম্মতিপ্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া নানকের মন অনুকম্পায় দ্রবীভূত হইল; সুতরাং তিনি মনোবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সমভিব্যাহারী ভৃত্যকে বলিলেন, "লাভের নিমিত্ত পিতা আমাকে লবণ ক্রয় করিতে প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐহিক লাভ-মাত্রই অস্থায়ী ও অলাভমাত্র। এই দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের ক্লেশ বিমোচন করিলে যে লাভ হইবে, তাহা চিরস্থায়ী ও অক্ষয়; অতএব এইরূপ-লাভার্থে অর্থব্যয় করাই আমার ইচ্ছা"। তাঁহার অনুচর উত্তর করিল, "আপনার সংকল্প অতি মহৎ, উহা সাধন

করিতে বিলম্ব করিবেন না”। নানক তৎক্ষণাৎ সমুদায় অর্থ ক্ষুধাতুর উদাসীনদিগকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা উক্ত অর্থ দ্বারা অনাহারজনিত ক্লেশ দূরীকৃত করিয়া ঈশ্বরের একত্ব-বিষয়ে তাঁহার সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানক তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া পরদিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লাভ হইয়াছে”? নানক উত্তর করিলেন, “আমি সেই অর্থ দ্বারা দুঃস্থ উদাসীনদিগকে ভোজন করাইয়া অক্ষয় ফল লাভ করিয়াছি”। নানক যেরূপ ধন লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার প্রতি তাঁহার পিতার সম্পূর্ণ বিরাগ ভিন্ন কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; সুতরাং তিনি স্বীয় অর্থের অকারণ অপব্যয় দেখিয়া একবারে রাগান্ধ হইলেন এবং নানককে শুদ্ধ তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া প্রহার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। নানছি ভ্রাতার নিষ্কৃতির নিমিত্ত বিবিধ অনুনয়বিনয় দ্বারা পিতার ক্রোধশান্তির চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। যাহা হউক, যদি নানকের জীবনচরিতলেখকদিগের বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে এই একটী অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাঁহার খ্যাতি ও মাহাত্ম্য এরূপ দৃঢ়রূপে প্রচারিত হইয়াছিল যে, তাঁহার নীচাশয় পিতা আর কখনই তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে সাহস পান নাই। তাঁহারা বলেন, নানক বাল্যকালে গোচারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এক দিবস তিনি শ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখমণ্ডলে পতিত হওয়াতে এক ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ বিষধর আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত

হইল এবং স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া বিস্তারিত ফণা দ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিতে লাগিল। ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বোলার রায় নানকের নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী রাজ-পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন; তিনি নিঃশব্দে এই ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন, নানক অবশ্যই ভবিষ্যতে অসামান্যমাহাত্ম্যসম্পন্ন হইবেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, দুঃস্থ উদাসীনদিগের ক্লেশবিমোচন করায় নানক কালু-কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছেন, তখন তিনি অবিলম্বে কালুর গৃহে উপ-স্থিত হইয়া প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কালুকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করি-লেন, এবং যাহাতে কালু আর কখনই নানকের প্রতি হস্তো-ত্তোলন না করেন, তাঁহার প্রতি তদ্রূপ আদেশসকল বিধান করিলেন। শুদ্ধ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি আবার সর্ব্বজনসমক্ষে নানকের নিকট প্রণত হইয়া হৃদ্গত সমুদায় ভক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। যদিও এই ঘটনার পর কালু পুত্রের প্রতি সাদর ব্যবহার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অল্প উৎসুক ছিলেন না। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তিনি নানককে স্বীয় জামাতা জয়রামের কার্য্যে সহযোগিরূপে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। জয়রাম উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, নানক অগত্যা যাইয়া দৌলত খাঁ লোদির সুলতানপুরস্থ শস্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় জয়রামের উপদেশানু-সারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় থাকিয়া এরূপ

কোমল ও সদয় ভাবে সকলের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, অনতিকালমধ্যে সুলতানপুরস্থ সকলেই তাঁহার পরম মিত্র হইয়া উঠিল। তাঁহার হস্তদ্বয়ই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত না। তাঁহার হৃদয়-মন প্রতিনিয়তই ঈশ্বরের প্রতি সমাহিত থাকিত। এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি ধ্যানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে জনৈক প্রশান্তমূর্ত্তি মুসলমান ফকির তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "নানক! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? যদি অক্ষয় ধনের অধিকারী হইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এবম্বিধ ব্যবসায়সকল পরিত্যাগ কর।" ফকিরের এইরূপ বাক্যে নানক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র নানক দ্রুতপদে শস্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং তত্রত্য সমুদায় সামগ্রী দীনদরিদ্রদিগকে দান করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। কথিত আছে, তিনি দ্রুতবেগে গমন করিয়া একটি পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তিন দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

যৎকালে নানক সমুদায় সংসারচিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন দৌলত খাঁ লোদি জয়রামকে তাঁহার সম্পত্তিবিনাশ-নিমিত্ত দায়ী স্থির করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। কথিত আছে, নানক ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দৌলত খাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং জয়রামের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া আপন শিরে সমুদায় দোষভার গ্রহণ করিলেন।

তিনি কহিলেন, "যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া লোদি সাহেব আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছেন, যদি জয়রাম তাহার সূক্ষ্ম হিসাব প্রদান করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে যে দণ্ড বিহিত হয়, সকলই আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি।" দৌলত খাঁ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে জয়রামের হিসাবপত্রাদি পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। পরীক্ষায় জয়রামের নিকট লোদি সাহেবের কিছুমাত্র পাওনা না হইয়া, লোদি সাহেবেরই নিকট জয়রামের কিঞ্চিৎ পাওনা রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন, এবং জয়রাম নিষ্কৃতিলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন। শিখ-গ্রন্থকারগণ বলেন, এই সমুদায় অলৌকিক কার্য্য দ্বারা নানকের যশঃসৌরভ একবারে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নানক এই সময় হইতে কি আহারব্যবহার কি পরব্রহ্মের সার্ব্বক্ষণিক ধ্যানধারণা, সকল বিষয়েই যোগীদিগের কঠোর নিয়মসকল পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেই প্রায় বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইতেন। তিনি যেস্থানে যাইতেন, তথাকার সকল লোকেই তাঁহার ত্যাগস্বীকার, কঠোর তপস্যা, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সারবত্তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

নানকের দেশপর্য্যটন-সম্বন্ধে বিবিধ অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে। নানক হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা ও মুসলমানদিগের অজ্ঞতাকলুষিত ধর্ম্মের কিরূপ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং উভয় জাতির কোন্ কোন্ তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা ভাই গুরু নামক জনৈক পাঞ্জাবি গ্রন্থকারের জ্ঞানরত্নাবলি-নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে লিখিত আছে। কথিত

আছে, নানক দেশভ্রমণে বহির্গত হইলে মর্দ্দনা-নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বলসন্ধু তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নানকের যেসকল অলৌকিক ক্রিয়া বর্ণন করিয়াছিল, তাহাই প্রায় সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নানকের জীবনবৃত্ত-লেখকেরা তাঁহাকে অলৌকিক ক্রিয়াবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অলৌকিক ক্রিয়ামাত্রের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। যাহাদিগকে কোন অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে শুনিতেন, তাহাদিগকে পিশাচপরিচালিত বলিয়া তিনি উপহাস করিতেন। উল্লিখিত গ্রন্থকার বলেন, নানক এবং তাঁহার সমভিব্যাহারীদিগকে বঙ্গদেশে আসিয়া নানারূপ যাদুকরের হস্তে পতিত হইতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে যে, দেশপর্য্যটনকালে শিবনাভ-নামক স্থানের রাজা তাঁহাকে সন্ন্যাসচ্যুত করিয়া সংসারমায়ায় মুগ্ধ করিবার মানসে রাজভোগ্য আহার ও রাজপরিধেয় পরিধান করিতে দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না; বরং ঐসকল দেখিয়া সংসারের প্রতি তাঁহার অধিকতর বিরাগ জন্মিল। ঐ রাজাও তাঁহার নিকট ধর্ম্মবিষয়ে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। নানক ঐ রাজার ভবনে দুই বৎসর পাঁচ মাস কাল অবস্থিতি করিয়া আপন শিষ্যবর্গের জ্ঞানোদ্দীপনার্থে প্রাণসঙ্কলি-নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নানক ভারতবর্ষের সমুদায় প্রধান নগর ও তীর্থস্থান পর্য্যটন

এবং তথাকার সকল শ্রেণীস্থ লোকের নিকট ঈশ্বরের একত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব বিষয়ক তাঁহার প্রধান মতদ্বয় প্রচার করিয়া মক্কা ও মদিনায় গমন করেন। ঐ দুই স্থানে যাইয়া তিনি যেসকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ও সাধুদিগের সহিত তাঁহার যেসকল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাহা তদীয় জীবনচরিত-লেখকগণ বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নানক ঐ দেশে গমন করিয়া কোনও ব্যক্তির হৃদয়ে কিছুমাত্র বেদনা না দিয়াও আপন মত রক্ষা ও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সকলকেই বলিতেন যে, বিরোধ তাঁহার পরম শত্রু এবং মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মের ঐক্যসংস্থাপনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। আরবদেশ-পর্য্যটন-কালে সম্রাট্ বাবর শাহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি উক্ত সম্রাটের নিকট এরূপ দৃঢ়তা ও সুবক্তৃতার সহিত স্বীয় মত সমর্থন করেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট-পারিতোষিক-প্রদানের আদেশ করিলেন। ঐ আদেশ শুনিয়া নানক উত্তর করিলেন, "যিনি সকল লোকের পালনকর্ত্তা, তাঁহার প্রতিই আমার সম্পূর্ণ নির্ভর, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতেই সকলপ্রকার প্রসাদ ও সকলপ্রকার পারিতোষিক গ্রহণ করিবেন, অন্যের নিকট হইতে করিবেন না।"

নানক আরবদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ফকিরের বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণ বেশ ধারণ করিলেন এবং শিষ্যবৃন্দকে নানাপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাকে ফকিরের বেশ পরিত্যাগ ও শিষ্যদিগকে হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ ধর্ম্মমতসকল উপদেশ দিতে

দেখিয়া ইতস্ততঃ নানাপ্রকার নিন্দা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নানক সেইসকল নিন্দাবাদে কর্ণপাতও করিতেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত ভাই গুরুদাস বলি নামক গ্রন্থকার বলেন যে, নানক একদা বোতল-নামক স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ স্থানে কতিপয় যোগেশ্বর ছিলেন; তাঁহারা নানকের প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নানাপ্রকারে ভয়প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

উক্ত গ্রন্থকার বলেন, নানক বোতল হইতে মূলতানে গমন করেন। সেই সময়ে মূলতানে মুসলমান ধর্ম্মাধ্যক্ষ অনেক পির অবস্থিতি করিতেন। নানক তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া কহিলেন, "গঙ্গানদী যেমন প্রবাহিত হইয়া গিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমিও সেইরূপ আপনাদিগের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি"। নানক তাঁহাদিগের সহিত কিয়ৎকাল সহবাস করিয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে মূলতান হইতে কীর্ত্তিপুর গমন করিলেন এবং সেই স্থানেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ ঐরাবতীনদীতীরে সমাহিত হইয়াছিল। এই কারণে কীর্ত্তিপুর শিখদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। তথায় নানকের যে ধর্ম্মশালা আছে, শিখেরা সেখানে গমন করিয়া তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাংশ দর্শন করিয়া আইসেন।

শ্বেত পুষ্প।

করুণাময় পরমেশ্বর যে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে তাঁহার বিশ্বসংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়! তাঁহার প্রত্যেক নিয়ম, তাঁহার জগতের প্রতিপদার্থই, অহর্নিশ জীবজন্তুরাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন-কল্যাণোৎপাদন-বিষয়ে নিযুক্ত রহিয়াছে। দেশভেদে ঋতু-ভেদে তাঁহার স্নেহকরুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদিগের দুঃখ-হ্রাস ও সুখোন্নতিসাধন করিতেছে, আমাদিগের দুর্লক্ষ্য বিঘ্নরাশি বিদূরিত করিয়া অজ্ঞাতসারে শুভসমুৎপাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে। যে দেশে যে সময়ে যেসকল বস্তুর প্রয়োজন, তাঁহার অতুলন ঐশী শক্তির প্রভাবে সেই স্থানে সেই কালে তাহাই প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া জীবজন্তুগণের অভাব মোচন করিতেছে। যে সময়ে যেসকল বিঘ্নবিপত্তি নিরাকৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, সেই সময়ে সেই জাগ্রত জীবন্ত জগৎপতি করুণাময় ঈশ্বর অভাবনীয় কৌশলে তাহা বিদূরিত করিয়া দিয়া তাঁহার সৃষ্ট প্রাণিবর্গকে রক্ষা করিতেছেন। সুরভিশ্বেতপুষ্পসৃজন এবং তৎপ্রস্ফুটনকাল-অবধারণ বিষয়ে তাঁহার কৌশল ও করুণা আলোচনা করিলে প্রাগুক্ত সত্যটী সুস্পষ্টরূপে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুরাগ আপনা হইতেই উত্তেজিত হইয়া থাকে, ও তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সন্দর্শন করিবামাত্র আপনা হইতেই তাঁহার সন্নিধানে কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্ম-কালে কীটপতঙ্গাদির মৃতদেহ সহজেই বিকৃত এবং বর্ষাকালে

গ্রীষ্মের গলিত পত্রাদি ও বর্ষাঋতুজাত তৃণগুল্মাদি সহসা সটিত হইয়া জল ও স্থল উভয় স্থানেরই বায়ুকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলে। মনুষ্য যতই কেন সাবধান ও সতর্ক ভাবে অবস্থান করুক না, এই প্রাকৃতিক উৎপাত নিবারণ করা কোনক্রমেই তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, সেখানে যে সেই মহাজ্ঞান সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর অভাবনীয় সার্ব্বভৌমিক কৌশলে ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ হইতে সৃষ্টিভূষণ মনুষ্যগণকে পর্য্যন্ত বিপদরাশি হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন, সুরভি শ্বেতপুষ্পই তাহার একটী নিদর্শনস্থল।

বিশুদ্ধ বায়ুই আমাদের প্রাণধারণ ও স্বাস্থ্যসম্পাদন বিষয়ে যে একটী প্রধান প্রাকৃতিক উপায়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। জল বিষাক্ত হইলে যেমন সমুদায় জলজন্তু এককালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনি বায়ু দূষিত হইলে সমস্ত প্রাণীই মহাসঙ্কটে নিপতিত হইয়া থাকে, কোনরূপেই বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। বায়ুদুষ্টতা-জন্যই গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে বহুতর উৎকট ব্যাধি সমুদ্ভূত হইয়া জীবজন্তুগণকে উৎপীড়িত ও বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ুই আমাদিগের প্রকৃত প্রাণদ ও কল্যাণপ্রদ। যেখানে বিকৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহ নাই, সেই স্থানেই বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে। নদনদীসমুদ্রে এবং প্রান্তর ও গিরি-চূড়াতেই বিশুদ্ধ বায়ুস্রোত অহর্নিশ বহুপরিমাণে প্রবাহিত হইতেছে। সেই কারণেই জলপথে ভ্রমণ এবং প্রান্তর ও

পর্ব্বতশিখরে অবস্থান করিলে বহুবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে ও রোগজীর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বলদেহ রোগীকেও হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। গ্রাম নগর প্রভৃতি জনপদ-মধ্যে যেপরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ুর অপ্রতুল হয়, সেই পরিমাণেই সেই সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর ও রোগনিবাস হইয়া পড়ে। মনুষ্য যে উদাসীনভাবে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যের অনুরোধে নদ-নদীসমুদ্রে বা প্রান্তর ও পর্ব্বতশিখরে অবস্থান করিবে ইহা ত জগদীশ্বরের অভিমত নহে। মনুষ্য সামাজিক জীব, জন-সমাজের মধ্যগত হইয়া অক্ষত অব্যাহত শরীরে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি-সাধনপূর্ব্বক তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিবে এবং আপনাদের স্বাস্থ্যসম্পদবর্দ্ধন ও আত্মোন্নতিসম্পাদন করিবে এই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রৌদ্রজলের বাহুল্যহেতুই জন্তুবিকার ও উদ্ভিদ্বিকার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, শীতঋতুর প্রারম্ভ হইতেই তাহা মন্দীভূত হইতে থাকে। জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য পালনী শক্তি যে, অনিষ্টোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহার প্রতিবিধান করিতে থাকেন! গ্রীষ্মকালে যে মশক মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াছেন। একটু উদ্ভিদ্বিকার এক স্থানে নিপতিত হইলেই, সহস্র সহস্র মক্ষিকা তথায় উপস্থিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই অমনি তাহা উদরসাৎ করিয়া ফেলে, এক স্থানে একটি মৃতদেহ নিপতিত হইলেই অমনি সহস্র সহস্র কীটপতঙ্গাদি-দ্বারা তাহা বিরূপীকৃত হইয়া থাকে। মশক-মক্ষিকাদি-দ্বারা ভক্ষিত বা বিরূপীকৃত হইয়াও জন্তুবিকার ও উদ্ভিদ্বিকার কতকপরিমাণে অবশিষ্ট থাকিয়া বায়ুকে দূষিত

করিতে আরম্ভ করে। জলরৌদ্র-দ্বারা সেই দূষিত বায়ুরাশি শোধিত ও সংস্কৃত হইবার ঐশ্বরিক সুব্যবস্থা থাকিলেও, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে ঈশ্বরেরই নিয়মে গ্রামনগর অরণ্যপর্ব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে বিপুলপরিমাণে সুরভি শ্বেতপুষ্পসকল দিবারাত্র প্রস্ফুটিত হইয়া আপন আপন সৌরভরাশি বিস্তারপূর্ব্বক চতুষ্পার্শ্বে বিশুদ্ধ বায়ুর স্রোত বর্দ্ধিত করিতে থাকে। মনুষ্যের নয়ন মন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সুরভি শ্বেতপুষ্পের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জগদীশ্বর নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, সে তাহা দর্শন করিবামাত্রই আগ্রহের সহিত তাহা আহরণ ও তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না। ইহাদ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারে বিপুল মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সুরভি শ্বেতপুষ্পসকল বিশুদ্ধ বায়ু উদ্গীরণ করে, তাহার গন্ধলোলুপ হইয়া আঘ্রাণ লইলে বিশুদ্ধ বায়ু শরীরস্থ হইয়া শরীরের সুস্থতাসাধন এবং চিত্তের প্রফুল্লতাসম্পাদন করিয়া থাকে। এই কারণেই ঈশ্বরের অখণ্ড্য অনিবার্য্য নিয়মপ্রভাবে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শীতঋতুর আগমনকাল-পর্য্যন্ত জলস্থলে, গ্রামনগরে, অরণ্যপর্ব্বতে ক্রমাগতই সুরভি শ্বেতপুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীর কল্যাণ সম্পাদন করে।

ভারতভূমি গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এদেশে সামান্যতঃ গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত এই তিনটী ঋতুই প্রবলতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুতরাং সেই জন্যই এ প্রদেশে ফাল্গুন চৈত্র হইতে অধিকপরিমাণে সুরভি শ্বেত-পুষ্প সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, এবং ভাদ্র আশ্বিন অর্থাৎ বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া জলস্থল অরণ্যপর্ব্বত

আমোদিত করে। গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুতে ভারতবর্ষের জল-স্থলে যেখানে গমন করা যায়, সেইখানেই রাশি রাশি সুরভি শ্বেতপুষ্প নয়নপথে নিপতিত হইয়া থাকে। এই সময়ে নির্জ্জন অরণ্যে বা নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলে, মহাদ্রুম বা মহালতা সকলের বিকশিত পুষ্পের কমনীয় গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হয়। গ্রামপল্লী-মধ্যে প্রবেশ করিলে জাতীযূথী, মল্লিকামালতী, মাধবী-শেফালিকা, গন্ধরাজ-রজনীগন্ধা, কুন্দকামিনী, কেয়াকেতকী প্রভৃতি বহুবিধ শুভ্র কুসুমের সৌগন্ধ-আঘ্রাণে চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের শক্তি! এই সময়ে যেন তাঁহারই শাসনে শশব্যস্ত হইয়া ভূমিভেদপূর্ব্বক দোলন কস্তুর এবং ভূমিচম্পক প্রভৃতি নানাবিধ সুরভি শ্বেতপুষ্পসকল সবলে উত্থিত হইয়া সেই বিশ্বস্রষ্টার মহল্লক্ষ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়! স্রোতোবিহীন নদনদী তড়াগসরোবর বা দূষিত পুষ্ক-রিণী প্রভৃতি পঙ্কিল জলাশয়ের সন্নিধানে উপনীত হইলেও পঙ্কজ কুমুদকহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্পসমূহের সৌন্দর্য্যসৌরভে নয়নমন শীতল হইতে থাকে। যতদিন ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধিত না হয়, অর্থাৎ যতদিন জলবায়ু শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া না উঠে, ততদিন তাহারা পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধবিস্তার করে। শিশিরনিপাত-দ্বারা যখন আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় জলরাশি নির্ম্মলাকার ধারণ করে, অমনি তাহারা আপন আপন কৃত্য সমাপন করিয়া জলযবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হয়। ঈশ্বরের এই জাগ্রত জীবন্ত স্নেহ আলোচনা করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় না তাঁহার প্রেমে বিগ-লিত হইয়া যায়?

সুরভি শ্বেতপুষ্পসকলের এই প্রাণদ কল্যাণপ্রদ গুণরাশি আর্য্য ঋষিগণ অতি পুরাকাল হইতে অবগত হইয়া শ্বেত-পুষ্পের তরুলতাসকল বাসগৃহে, দেবালয়ে, ও সাধনস্থানে রোপণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের পালনী শক্তির প্রতিরূপ বিষ্ণুর পূজাবিষয়ে শ্বেতপুষ্পের প্রাধান্য ও ফলমাহাত্ম্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং শ্বেতপুষ্প-প্রসূ বৃক্ষ গুল্ম বল্লীর মূল কাণ্ড শাখা পত্র ও পুষ্পের রোগনাশক শক্তি প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আর্য্যচিকিৎসাশাস্ত্রেও তৎসমূহ ঔষধোপাদানরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে জনৈক ইউরোপীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন যে, "এদেশের নিবাসনিকেতন বা দেবালয়কে জীবন্ত ঔষধালয় বলিলেই হয়।"

আর্য্যজাতির স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে ইহাদিগের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সমন্বয় দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে এবং পুরাণতন্ত্রে যে যে দ্রব্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদির আরাধ্য দেবতাগণের স্নানের বা পূজার্চ্চনার পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত এবং নিতান্ত আহরণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈদ্যগ্রন্থে সেই-সকল পদার্থই বিশেষ-বিশেষ-রোগ-নাশক-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে আবার আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা এই যে, শিবপূজায় ব্যবহার্য্য পুষ্পাদির মূল কাণ্ড শাখা প্রভৃতি বহুপরিমাণেই বেদনানাশক, বিষঘ্ন, ও সঙ্কটরোগ-নিবারক; যথা ধুস্তূর, দ্রোণ, আকন্দ, বিল্ব ইত্যাদি। শক্তিপূজার স্নানীয় এবং অর্চ্চনীয় তরু লতা বল্কল পত্র এবং পুষ্পাদি ক্ষতরোগ ও স্ত্রীরোগের আরোগ্যবিষয়ে বিশেষ

ফলোপধায়ক; যথা জবা, করবীর, অপরাজিতা ইত্যাদি। এবং বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত সুগন্ধি পুষ্প প্রভৃতির মূল কাণ্ড শাখা পত্রাদি জ্বর উদরাময় ক্রিমি রক্তাতিসার প্রভৃতি দেশপ্রচলিত সাধারণ রোগরাজির মহৌষধ; যথা চম্পক, শেফালিকা, মালতী, মাধবী, জাতী, যূথী, কুরুচি, তুলসী ইত্যাদি। ঈদৃশ সুনিয়ম ও সুপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, গৃহস্থেরা, স্বাস্থ্যের অনুরোধে না হউক, ধর্ম্মের অনুরোধেও, আপন আপন গৃহ উদ্যান বা দেবালয়ে শিব শক্তি ও বিষ্ণুর পূজায় প্রশস্ত অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় নানা-রোগ-নাশক-কুসুম-তরুলতাসকল রোপণ করিয়া সাময়িক পীড়ার উপদ্রব হইতে অনায়াসে স্বল্প ব্যয়ে রক্ষা পাইবে এইজন্যই দূরদর্শী হিতচিকীর্ষু আর্য্য ঋষিগণ এই ব্যবস্থা অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ধর্ম্মভীরু আর্য্যনরনারীগণ বংশ-পরম্পরাক্রমে এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তদ্দৃষ্টেই, বোধ হয়, ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আর্য্য নিবাসনিকেতন ও দেবালয়কে জীবন্ত ঔষধালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। বিজাতীয় ভাব ভারতবাসীদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেও অনেকানেক গ্রাম নগর পল্লীর ধর্ম্মানুরক্ত আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে অনেকেরই গৃহ-উদ্যানে দেশীয় পুষ্পলতার নিতান্ত অসদ্ভাব হয় নাই। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, রোগনাশকশক্তিসম্পন্ন তরু লতা গুল্ম সকলের অসামান্য প্রাচুর্য্য দৃষ্টেই আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা মহর্ষিগণ আর্য্যচিকিৎসাশাস্ত্রে সুরাযোগে তৎসমূহের নির্য্যাসাদি রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিজাতীয় সভ্যতার সম্মোহিনী

শক্তির প্রভাবে, বিশেষ কষ্টকর হইলেও, আমাদিগের শরীর যেমন বিজাতীয় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইতেছে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও যেমন নিবাসনিকেতনসকলও ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জীভূত হইতেছে, রোগঘ্ন না হইলেও তেমনি উদ্যানাদিও বিজাতীয় বহুমূল্য নির্গন্ধ আপাতরম্য সাময়িক-সুচিত্র-পুষ্পপত্র-প্রসূ তরুগুল্মলতায় শোভিত হইতেছে! সর্ব্বভুক্ সভ্যতা আমাদিগের প্রকৃতিকে অজ্ঞাতসারে এমনই নূতনরূপে সংরচন করিতেছে যে, প্রাগুক্ত দেশীয় পুষ্পাদি প্রত্যক্ষ প্রাণদ কল্যাণপ্রদ হইলেও তাহাদের দেবদুর্লভ সৌগন্ধ অনেকেরই নাসারন্ধ্রে বিষতুল্য বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে! অনেকের গৃহ-উদ্যানে আর তাহারা এখন স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে না। কোথায় বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশপ্রেম উজ্জ্বল হইবে, কোথায় পিতৃপিতামহ-আবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আস্থা-অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, কোথায় স্বদেশের নির্দ্দোষ-আচাররীতিপদ্ধতি-সংরক্ষণের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইবে, না আমাদিগের হতভাগ্য বঙ্গদেশে তাহার ঠিক্ বিপরীত ফল ফলিতেছে! সভ্যতার সর্ব্বনাশক-শক্তি চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইয়া আমাদিগের স্বাস্থ্যসম্পদ জ্ঞানবিজ্ঞান সকলই গ্রাস করিতেছে! যে ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ জন্য আমরা উন্মত্ত, সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতচূড়ামণিগণ ভারতের যেসমস্ত বিষয়ের একান্ত অনুরাগী, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা তাহারও প্রতি বীতরাগ হইয়া আপনাদের লঘুচিত্ততার পরিচয় প্রদান করিতেছি!!

বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা।

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মূল। শিক্ষাপ্রণালী যদি অপকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যাহাতে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন হয়, শিক্ষা-কার্য্যের তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার কোন বিষয়ে শিক্ষাকার্য্যের ত্রুটি হইলে, জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে; অতএব শিক্ষাকার্য্যের ন্যায় গুরুতর কার্য্য জগতে আর নাই। রাজ্যের লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। যে রাজা এই কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নহেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট ও লোকসমীপে অপরাধী হয়েন।

আমাদিগের দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচুর মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাতে যেসকল ত্রুটি লক্ষিত হই-তেছে, তৎসমুদায়কে জাতীয় উন্নতির বিশেষ অন্তরায়স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেবল স্মরণশক্তির উন্নতিসাধনপক্ষেই বিশেষ অনুকূল, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতিসাধনের প্রতি তত অনুকূল নহে। প্রধান প্রধান বিদ্যা-লয়ের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে কোন প্রশ্ন করেন না, কেবল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া যান, ছাত্রেরা কেবল তাহা লিখিয়া লয়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কিরূপ পরিচালনা হইতে পারে, পাঠকবর্গ তাহা সহজে বুঝিতে পারেন।

ইংরাজি বিদ্যালয়ে এক্ষণে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাতে যে ছাত্রের যে বিষয়ে স্বাভাবিক-ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক-ক্ষমতা স্ফূর্ত্তি পায় না। এক্ষণে প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষার এইরূপ নিয়ম যে, প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শিতার চিহ্নস্বরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক পাইতে হইবে; কোন বিষয়ে সেই অঙ্কের ন্যূনতা হইলে, অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা থাকিলেও কাহাকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সকল বিষয়ে উল্লিখিত অঙ্কের সমষ্টি ধরিয়া ছাত্রের পারদর্শিত নিরূপিত হইবে; তাহাতে কোন ছাত্রের পাঠ্য কোন বিষয়ে স্বাভাবিক-অক্ষমতা থাকিলেও তাহার অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা দ্বারা তাহা সঁম্পূরিত হইত। কিন্তু এক্ষণে সেরূপ হয় না। এমন সকল ছাত্র দৃষ্ট হয় যাহাদিগের সাহিত্যবিষয়ে স্বাভাবিক-বুদ্ধি আছে, কিন্তু গণিতবিষয়ে সেরূপ স্বাভাবিক-বুদ্ধি দৃষ্ট হয় না। তাহারা বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও শেষোক্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা গণিতবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক প্রাপ্ত না হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা ভগ্নোদ্যম হয়, এবং সেই ভগ্নোদ্যম-নিবন্ধন তাহাদিগের ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ সাহিত্যবিৎ পণ্ডিত অথবা সুলেখক হইয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইত, সে বিশীর্ণ পুষ্পের ন্যায় হতশ্রী ও ম্লান হইয়া জগতে আপনার সৌরভ বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না!

এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি তত মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। ছাত্রেরা দিবা-

য়াত্র কেবল পুস্তকাধ্যয়নেই নিযুক্ত থাকে। আপনাদিগের শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে না, সুতরাং তাহারা শীঘ্র ক্ষীণ, রুগ্ন, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অনেক নব যুবককে চক্ষুর পীড়া ও শিরোভ্রমণরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দৃষ্ট হয়! যদি শারীরিক ক্ষীণতা ও রুগ্নতা বশতঃ তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়াই পড়িল, তবে কেবল গ্রন্থপাঠ করিয়া কি লাভ হইল? স্বাস্থ্যই সকল উন্নতি ও সকল ধর্ম্ম-সাধনের মূল।—কিন্তু তাহা বলিয়া, কেবল অঙ্গচালনা ও ব্যায়ামের প্রতিই মনোযোগী হইয়া অধ্যয়নাদি অবহেলা করা, যার পর নাই অনিষ্টোৎপাদক।

জাতীয় ভাবের অভাব বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর এক দোষ। আমাদিগের বিদ্যালয়সমূহে যেসকল পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইতেছে, যেসকল ভূগোলবিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে তাহাতে যে স্থানে সুমাত্রা, বালী, অথবা সুথতর উপদ্বীপের উল্লেখ আছে, সেখানে তাহা প্রাচীন হিন্দু-উপনিবেশ বলিয়া যদি উল্লিখিত হইত, তাহা হইলে ছাত্রেরা তাহা অধ্যয়ন করিবার সময় ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া কিপর্য্যন্ত না উৎসাহপ্রাপ্ত হইত! অন্যান্য বিষয়েও পাঠ্য গ্রন্থসকলে জাতীয় ভাবের অভাব বিলক্ষণরূপে পরিলক্ষিত হয়; তৎসমুদায় প্রায়ই বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ। এবম্বিধ পুস্তকসকলকে এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

অর্থকরী ও লোকোপকারিণী বিদ্যার অনুশীলনাভাব বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর একটী দোষ। এক্ষণে উকালতি ও ডাক্তারি

ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ঐসকল ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত লোকের চলা সুকঠিন। এক্ষণে অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন না করিলে আর উপায় নাই। এক্ষণে সন্তানেরা ভবিষ্যতে কিপ্রকারে উপজীবিকা আহরণ করিবে, এবিষয়ে বয়স্ক লোকের বিলক্ষণ উদ্বেগ ও আশঙ্কা জন্মিতেছে। রাজপুরুষগণ যদি স্থানে স্থানে শিল্পবিদ্যালয়সকল সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে দেশের মহোপকারসাধন হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কেবল রাজপুরুষেরাই মনোযোগী হইলে হইবে না। আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগেরও বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোষাধ্যক্ষ, সংসারের উপকারার্থই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ধনশালী করিয়াছেন।

যখন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা দেশীয় যুবকদিগের শারীরিক উন্নতিসাধন হইতেছে না, যখন তদ্দ্বারা তাহাদিগের কেবল স্মরণশক্তিরই উন্নতিসাধন হইতেছে, যখন ঐ-প্রণালী-নিবন্ধন যে ছাত্রের যে বিষয়ে যে স্বাভাবিক-ক্ষমতা আছে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, যখন অর্থকরী ও লোকোপকারিণী বিদ্যার শিক্ষাবিরহে লোকের ভবিষ্যতে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন শিক্ষাসম্বন্ধে দেশের অবস্থা অবশ্য অতি শোচনীয় বলিতে হইবে! এই শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশীয় লোকের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। এদেশের শিক্ষাপ্রণালীতে যে জাতীয় ভাবের অভাব আছে তন্মোচনার্থ দেশীয় ধনাঢ্য ও অন্যান্য লোক একত্রিত হইয়া একটী জাতীয় শিক্ষাসমাজ সংস্থাপন করুন। সেই সমাজ কৃতবিদ্যদিগকে দেশভাষায় উচ্চতর বিষয়ে ও জাতীয়ভাবে

গ্রন্থপ্রণয়নে উৎসাহপ্রদান এবং সেইসকল গ্রন্থে পরীক্ষাগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলে, বঙ্গসমাজে নবজীবনের সঞ্চার হয়!

কামস্কাট্‌কা দেশ।

মানচিত্রে সাইবিরিয়া-দেশ দেখিলে তৎক্ষণাৎ কামস্কাট্‌কার অদ্ভুত আকৃতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহা দেখিতে একটী হ্রস্ব মানববাহুর ন্যায়। উহা একটি উপ-দ্বীপ, এবং পর্ব্বত, নদনদী, কানন, ও জলপ্রপাতে পরিপূর্ণ। দেশটী দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু উহাতে অধিক লোকের বসতি নাই। এমন সুন্দর দেশে এত অল্প লোক থাকিবার কারণ এই যে, তন্নিবাসীরা পানদোষে লিপ্ত হইয়াছে, এবং রোগাতুর হইয়া অকালে কালসদনে নিপতিত হইতেছে। কামস্কাট্‌কাবাসীদিগের দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গবাসীরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। সুরার ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও লোকক্ষয়কারী পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।

যেখানে অল্প মনুষ্য বাস করে সেখানে অধিক পশুপক্ষী থাকে। কামস্কাট্‌কায় এইরূপ ঘটিয়াছে। কামস্কাট্‌কা দেশের জন্তুসকলের মধ্যে অর্গলী-নামক পার্ব্বতীয় মেষ সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। উহাদের শৃঙ্গ প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুতপ্রকারে বক্রী-ভূত। উহারা সামান্য মেষের ন্যায় নিরীহ ও নির্ব্বোধ নহে। বোধ হয়, উহাদের অপেক্ষা বলবান্ ও চটুল পশু আর নাই। উহারা অতি ভয়ানক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে এত শীঘ্র শীঘ্র আরোহণ করে যে, কোন বৃক কিম্বা ভল্লুক উহাদিগকে ধৃত করিতে সক্ষম হয় না।

কামস্কাট্‌কার ভল্লুকেরা প্রধানতঃ মৎস্য ও জাম ফল খাইয়া প্রাণধারণ করে। তাহারা মনুষ্যকে প্রায়ই আক্রমণ করে

না; কিন্তু মনুষ্য চর্ম্ম ও বসার জন্য তাহাদিগকে শিকার করে। উহাদের চর্ম্মে চোগা নির্ম্মিত হয় এবং উহাদের বসা দীপালোকের জন্য ব্যবহৃত হয়। কামস্কাট্কার অধিকাংশ ভল্লুক অতি কৃশ। স্থূলকায় ভল্লুকেরা বিনা আহারে সমস্ত শীতকাল গর্ত্তে নিদ্রা যায়। কৃশ ভল্লুকেরা ঐ কালে অধিকক্ষণ নিদ্রিত থাকিতে না পারিয়া আহারার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ঐসকল ভল্লুককে কুক্কুরেরা অত্যন্ত ভয় করে। কামস্কাট্কা দেশে কুক্কুরেরা গাড়ী টানে।

কামস্কাট্কাবাসীরা অতি উদার ও কৃতজ্ঞ জাতি। এক দরিদ্রপরিবার আর একটি দরিদ্রপরিবারকে আপনাদিগের আলয়ে ছয় সপ্তাহকাল রাখিয়া বিলক্ষণ আতিথেয়তা করে, এবং খাদ্যসামগ্রী প্রায় নিঃশেষিত হয় এমন সময়েও অতিথিদিগকে অনটনের অবস্থা স্পষ্টরূপে জানায় না। কামস্কাট্কাবাসীদিগের কৃতজ্ঞতার একটি উদাহরণ বিবৃত হইতেছে। একদা একজন পথিক এক দরিদ্র বালককে দেখিয়া তাহাকে পরিচিত মনে করিয়া বলিলেন, "আমি, বোধ হয়, পূর্ব্বে তোমাকে দেখিয়াছি।" বালক উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। আমি গত নিদাঘে আপনাকে নদীর উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া আনিয়াছি এবং তজ্জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া একখণ্ড চর্ম্ম এবং কতকগুলি চকমকি পাতর আমাকে দিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার জন্য এই চর্ম্মখানি আনিয়াছি।" পথিক বালকদত্ত উপহার লইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বালক ক্রন্দন করিতে করিতে যাইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি।

অদ্যাবধি পৃথিবীর নানা অসভ্য জাতির মধ্যে যে অত্যদ্ভুত রীতিনীতিসকল প্রচলিত রহিয়াছে তাহা শুনিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়! অসভ্যদিগের এইসকল রীতিনীতি ও অন্যান্য অদ্ভুত ভাব সাধারণের মধ্যে অবিদিত থাকাতে, আমরা তাহার কতকগুলি পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে নীতিবিষয়ে আশ্চর্য্য মতসকল প্রচলিত আছে। নিউজীলণ্ড্-নামক-দ্বীপবাসীরা সতীত্বকে একটি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে না। উত্তর-আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ান্‌দিগের মধ্যে দয়া করা অন্যায় কার্য্য এবং মানসিক শান্তি বাসনা করা অসুখের কারণ এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইহারা নম্রতা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না। নরমাংসাশী টৈরাডেল্‌ফিউগো-নামক-দ্বীপবাসিগণ দয়াবৃত্তিকে পাপ ও নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম্ম জ্ঞান করে। ইহারা মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ বিশ্বাস করে; কিন্তু বলিয়া থাকে যে, যদি তাহাদিগের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক জীবদ্দশায় অঙ্গে উল্‌কীর ছাপ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহাকে অতিশয় কষ্টে কালযাপন করিতে হয়। এস্‌কুইমো-নামক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। লঙ্কাদ্বীপনিবাসী বেড্ডা-নামক অসভ্যজাতি কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকে নীতিসম্মত ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করে। এবিপোন্-নামক অসভ্যজাতীয় লোকেরা আপনার নাম উচ্চারণ করাকে একটী পাপকর্ম্ম

মনে করে, এবং টেহিটি-নামক-দ্বীপবাসী অসভ্যেরা দুই বা ততোধিক জনে একত্র হইয়া ভোজন করাকে একটী নিতান্ত অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করে।

অসভ্য জাতিগণের কতকগুলি আচারব্যবহারের সহিত সভ্যজাতিগণের কতকগুলি আচারব্যবহারের অত্যাশ্চর্য্য বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। সভ্যজাতিগণের মধ্যে পিতাই গৃহের বা পরিবারের কর্ত্তা; কিন্তু টেহিটি-দ্বীপবাসিগণের মধ্যে পুত্রই প্রত্যেক গৃহের বা পরিবারের কর্ত্তা। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রায় জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার বিষয়ের অধিকারী হয়; কিন্তু নিউজীলণ্ড্-দ্বীপের অসভ্য অধিবাসিগণের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার বিষয়াধিকারী হয়। সভ্য জাতিগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে, প্রসবের পর প্রসূতি সন্তানকে লইয়া কিছু-কাল সূতিকাগারে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করিবে; কিন্তু কেরিব্-নামক অসভ্য জাতির মধ্যে, দক্ষিণ-আমেরিকার সুরিনামের এরেওয়াক্ জাতির মধ্যে, এবং চীনদেশের অন্তঃপাতী ইউনান্ প্রদেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে প্রসবের পর প্রসূতি সন্তানকে সূতিকাগারে রাখিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত হয়, আর নবপ্রসূত সন্তানের পিতা সূতিকাগারে গিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করে। অতিপূর্ব্বকালে এই প্রথা ইউরোপেরও নানা-স্থানে প্রচলিত ছিল এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য জাতির লোকেরা মৃত্যুকে স্বভাবতই ভয় করিয়া থাকে; কিন্তু আমেরিকার-অন্তঃপাতি-পেরাগুয়ে-নিবাসী ও টেরাডেল্ফিউগো-দ্বীপনিবাসী অসভ্য জাতিরা মৃত্যুকে একটী সামান্য ঘটনা জ্ঞান করে এবং প্রফুল্লবদনে ইচ্ছা করিয়া উহার সম্মুখে

উপনীত হয়। সভ্য জাতিগণ স্নেহ ও প্রেমের বাহ্য চিহ্ন-স্বরূপ চুম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু টেহিটি-ও-নিউজীলণ্ড্-দ্বীপ-বাসিগণ, আষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসিগণ, এবং পেপোয়ান্-নামক অসভ্য জাতি চুম্বনপ্রথা অজ্ঞাত। সভ্য জাতিগণের মধ্যে পিতা, মাতা, রাজা, ও অন্যান্য গুরুজন সম্মানযোগ্য, এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ বা কথোপকথন-কালে দণ্ডায়মান থাকাই সম্মানের চিহ্ন; কিন্তু পলিনেসিয়া-বাসী অসভ্যদিগের মধ্যে তৎকালে উপবিষ্ট থাকাই সম্মানের চিহ্ন। সভ্য জাতিগণের মধ্যে করতালি ও নানাপ্রকার বাক্য দ্বারাই প্রশংসা ও সাধুবাদ করিবার নিয়ম আছে; কিন্তু মেলিকুলো-নামক-স্থাননিবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে রাজ-হংসের ন্যায় বিকট শব্দ করিয়াই প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে হয়। সভ্য জাতিগণের মধ্যে দুই জন লোক আলাপ করিবার সময় সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই নিয়ম; কিন্তু বেটা-বুলা-নামক অসভ্য দেশে পশ্চাৎ ফিরিয়া কথোপকথন করা ভদ্রতা-ও-সম্মান-সূচক। সভ্যজাতীয় লোকদিগের মনে দুঃখ উপস্থিত হইলেই ক্রন্দন করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রন্দন দুঃখ-ও-শোক-প্রকাশক বলিয়া বিদিত আছে; কিন্তু সেণ্ড্উইচ্-নামক-দ্বীপসমূহ-নিবাসীদিগের মধ্যে ক্রন্দন সুখ-ও-আনন্দ-প্রকাশক। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির নাসিকা আকর্ষণ করা অপমানের চিহ্ন; কিন্তু অসভ্য জাতি এস্কুইমোদিগের মধ্যে নাসিকা আকর্ষণ করা পরম আদর ও সম্মানের চিহ্ন। সভ্য জাতিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি মৃত শরীরের সমাধি করে, আর কোন কোন জাতি তাহা দাহ করে; কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকানিবাসী অসভ্যেরা

মৃত শরীর বৃক্ষে লম্বমান করিয়া রাখিয়া আইসে, এবং কোন কোন অসভ্য জাতি তাহা নদীতে বা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়। সামুদ্রিক ডায়াকদিগের রাজার মৃত্যু হইলে তাহার যুদ্ধ-নৌকায় তাহার মৃত শরীর এবং তাহার প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি রাখিয়া ঐ নৌকা নদী বা সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কতকগুলি অসভ্য জাতি মৃত শরীর হিংস্র জন্তু-দিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়, আর কতকগুলি অসভ্যজাতীয় লোকেরা তাহা পাক করিয়া ভক্ষণ করে। যাবাদেশীয় বট্ট-নামক অসভ্যজাতীয়েরা বৃদ্ধ পিতামাতাকে পাক করিয়া আহার করে। ব্রেজিল্-নিবাসী অসভ্যেরা মৃত শরীর পান করে। মৃত শরীর পান করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রথমে মৃত শরীরের সমাধি করে, তাহার অন্যূন একমাসকাল পরে উহা পুনরায় উঠাইয়া আনিয়া কিছু-কাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অস্থিমাংসসহিত উহা পেষণ করে এবং উহা পেষিত হইয়া যে ভস্ম হয় তাহা কেকিসরাই নামক মদ্যে মিশ্রিত করিয়া পান করে। উহাদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, যাহার মৃত শরীর এইরূপে পান করা যায়, তাহার গুণসমূহ পানকারিব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয়।

সমুদ্র।

ভূমণ্ডলে যেসমস্ত বিস্তৃত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ের মধ্যে সমুদ্রের তুল্য আর কিছুই নাই। প্রায় পৃথিবীর তিন ভাগ সমুদ্রদ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। কোন সাগরের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার বহুদূর বিস্তৃত অগাধ জলরাশির আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে যেপ্রকার

উচ্চতর ভাবের আবির্ভাব হয়, পৃথিবীর আর কোন পদার্থ নিরীক্ষণ করিলে মনেতে সেপ্রকার ভাবের উদয় হয় না। এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া অপ্রতিবন্ধকে যেমন সাগরের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রামনগর পর্ব্বতকানন প্রভৃতি আর কিছুই সেরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। সমুদ্র যেমন ঘোরতর প্রশস্ত তেমনি মহাগভীর, সমুদ্রের যে অপরিমেয় গভীরতার প্রবাদ শ্রবণ করা যায় তাহা নিতান্তই অসঙ্গত বোধ হয় না। এক্ষণে পরিমাণদ্বারা সমুদ্রের এক এক স্থানের যে গভীরতা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে করিয়া গভীর সাগরগর্ভকে সহসা অতলস্পর্শ বলিয়াই বোধ হইতে পারে। পোতপরিচালক নাবিকগণ বিবিধ উপায় দ্বারা পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক এক স্থানে তিন চারি সহস্র হস্ত পরিমিত শৃঙ্খল জলমগ্ন করিলেও সমুদ্রতল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

করুণাকর জগদীশ্বরের মহিমাপ্রভাবে সমুদ্রজলের কখনও হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উহা চিরদিনই সমভাবে স্থিতি করে। ইহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, দিবাকর স্বীয় কর দ্বারা প্রতিনিয়তই সমুদ্র হইতে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐরূপ নিত্যব্যয় দ্বারা যদি সাগরজলের যথার্থই ক্ষয় হইত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীর অনেক নদ হ্রদ ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইত; এবং প্রতি বর্ষে নদী নির্ঝর ও প্রস্রবণ প্রভৃতির প্রবাহদ্বারা সমুদ্রমধ্যে যে জলরাশি পতিত হয়, যদি তদ্দ্বারা ক্রমে সমুদ্রের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলেও এ পৃথিবীর জনপদসমস্ত এতদিনে জলমগ্ন হইয়া যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের করুণাগুণে কোনরূপেই সাগরজলের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না এবং সংসারের কোন দুর্ঘটনাও ঘটে

না; সূর্য্যকিরণদ্বারা প্রতিবর্ষে সমুদ্র হইতে যেপরিমাণে জলক্ষয় হয়, সমুদায় নদনদী স্বীয় প্রবাহ দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করে মাত্র, সুতরাং সাগরজল চিরদিনই সমভাবে থাকে।

পৃথিবীর উপরিদেশস্থ শুষ্ক ভূমির ভাগ যেমন নানাপ্রকার খাতনিখাত ও গিরিগহ্বর প্রভৃতি দ্বারা বন্ধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সাগরতলস্থ জলমগ্ন ভূমিসকলও সেইপ্রকার উন্নত ও অবনত স্থান দ্বারা অসমান হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর স্থলভাগে যেমন পর্ব্বত ও গিরিকন্দর এবং খাত উপত্যকা প্রভৃতি নানাবিধ উচ্চ নীচ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্রগর্ভমধ্যেও অবিকল সেইরূপ বহুপ্রকার উন্নত ও অবনত স্থান বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন, স্থলভাগে যেমন নানাজাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সাগরমধ্যেও সেইরূপ নানাজাতীয় বৃক্ষ তৃণ ও লতাগুল্মাদি উৎপন্ন হয় এবং তাহারা অসংখ্যপ্রকার জীবের জীবিকা ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সমুদ্রমধ্যে এতপ্রকার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জীব জন্মগ্রহণ করে যে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। যে সমুদ্র মধ্যে অতিকায় তিমি জন্মগ্রহণ করিয়া সুখেতে জীবনযাপন করিতেছে, সেই সাগরগর্ভেই অতি ক্ষুদ্র প্রবালকীট উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং উহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় শক্তিঅনুসারে জগদীশ্বরের আজ্ঞা বহনপূর্ব্বক জগতের কার্য্য করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। জগদীশ্বরের মহিমার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়! তিনি যে কি উদ্দেশে কোন্ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানগোচর করাই কঠিন! সাগরস্থ অতি ক্ষুদ্র প্রবালকীটপুঞ্জ একত্রিত হইয়া যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে, সহস্র সহস্র মহাবল মাতঙ্গদল একত্রিত

হইয়াও কোটি কল্পে সে ব্যাপার সাধন করিতে সক্ষম হয় না! যে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুদ্রতর প্রবালকীট দ্বারা প্রশস্ত দ্বীপসকল উৎপন্ন হইবার বিষয় সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে জগদীশ্বরের কৌশল কিপর্য্যন্ত বিস্ময়জনক! যেসমস্ত প্রশস্ত প্রশস্ত রমণীয় উপদ্বীপে বহুসংখ্যক প্রাণী বাস করিয়া সুখেতে জীবনযাপন করিতেছে এবং যেসকল শস্যশালী দ্বীপ-পুঞ্জ হইতে আমরা নানাজাতীয় সুখদ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া অশেষবিধ আনন্দ ভোগ করিতেছি, বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহিমাবলে যৎসামান্য প্রবালকীট দ্বারা তাহার অনেক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্থলভাগের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে আমরা জগদীশ্বরের যেপ্রকার মহিমার সাক্ষী সন্দর্শন করি, জলমধ্যেও অসংখ্য পদার্থ অনবরত তাঁহার সেইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করে। সমুদ্রগর্ব্ভস্থ যেসমস্ত পর্ব্বতসম স্তূপাকার মৃত্তিকারাশি ক্রমেতে উন্নত হইয়া জল-ভেদপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করে, তাহারাই আমাদিগের নিকট দ্বীপ ও উপদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হয়; সুতরাং দ্বীপোপরিস্থ সমস্থলকে একপ্রকার সাগরগর্ভস্থ পর্ব্বতের শিখরদেশ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

সমুদ্রজলের ক্ষারত্বগুণও এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার! উহা মনে করিতে হইলে স্পন্দরহিত ও হতচেতন হইতে হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, সমুদ্রসলিল অতিশয় লব-ণাক্ত; কিন্তু কিরূপে যে সমুদ্রজল এপ্রকার লবণমিশ্রিত হইল তাহা এপর্য্যন্ত কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নদনদীর স্রোত দ্বারা খনিজ

লবণ ধৌত হইয়া সমুদ্রে পতিত হওয়াতেই উহার জল এপ্রকার লবণাক্ত হয়, এবং কোন কোন ব্যক্তি এপ্রকারও অনুমান করিয়া থাকেন যে সাগরগর্ভস্থ শৈলজ লবণ দ্রবীভূত হওয়াতেও উহার জল লবণাক্ত হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক, সমুদ্রসলিল লবণাক্ত হওয়াতে সংসারের বিশেষ কল্যাণসাধন হইতেছে। সমুদ্রজল, সতত লবণাক্ত থাকাতে, বিকৃত ও দূষিত না হইয়া চিরকালই সমভাবে স্থিতি করে। বিশেষতঃ, লবণশূন্য শুদ্ধ জল কোন ছিদ্রময় পদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে যত অবিলম্বে বিকারপ্রাপ্ত করিতে পারে, লবণাক্ত জল কখনই তত শীঘ্র করিতে পারে না। এই নিমিত্ত লবণাক্ত সিন্ধুসলিলে বৃক্ষলতাদির বীজ পতিত হইলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না, সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া ক্রমে কোন দ্বীপ কি উপদ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বৃক্ষাদি উৎপাদন করে। উক্তপ্রকারেই অনেকানেক তৃণশূন্য সুবিস্তীর্ণ দ্বীপ ক্রমে জীবজন্তুর বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাগরের শোভা অতিশয় মনোহারিণী! যে ব্যক্তি সুদূরপ্রসারিত সমুদ্রজলের নীলোজ্জ্বল বর্ণের শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সাগরকে কতদূর পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন! সুনির্ম্মল সাগরজল হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া দেখিলে তাহার কোনপ্রকার বর্ণই প্রকাশ পায় না, অথচ সেই বর্ণহীন নির্ম্মল সলিলসমষ্টি দ্বারা সাগরের এতাদৃশ মনোহর শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কতদূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা কি বলিব! শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের সহিত সুপ্রশস্তসমুদ্রশোভার কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে,

জগদীশ্বর আকাশমণ্ডলকে যেপ্রকার নক্ষত্ররূপ উজ্জ্বল হীরকখণ্ড দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, বারিপথোপজীবী সমুদ্রযাত্রীদিগের নেত্রসুখসাধনার্থ সমুদ্রজলেও সেইরূপ একপ্রকার উজ্জ্বল পদার্থ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন! যাঁহারা সচরাচর সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই দেখিতে পান যে রজনীযোগে সাগরজলে নক্ষত্রমালার ন্যায় একপ্রকার উজ্জ্বল পদার্থ ইতস্ততঃ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তত্ত্বানুসন্ধায়ি পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, খদ্যোতের ন্যায় একপ্রকার জলীয় কীট হইতে উক্তপ্রকার আলোকের উৎপত্তি হয়। নাবিকগণ ঐসমস্ত কীটকে সিন্ধুখদ্যোত বলিয়া উক্ত করে। ঐ কীটপুঞ্জ দ্বারা কখন কখন সাগরমধ্যে এপ্রকার আলোকের উৎপত্তি হয় যে, তদ্দ্বারা তমসাচ্ছন্ন রজনীকালেও বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। উক্ত কীটোৎপন্ন আলোকের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে এপ্রকার বোধ হয় যে, তারাগণের সহিত আকাশমণ্ডল যেন ভূতলে আসিয়া পতিত হইয়াছে। বাস্তবিক, সামান্য জলীয় কীট হইতে এপ্রকার অদ্ভুতালোকময় উজ্জ্বল শোভা উৎপন্ন হওয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা মনে ধারণ করা যায় না!

সাগরের সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর যে আমাদিগকে কত সুখ বিতরণ করিতেছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। সমুদ্র না থাকিলে যেমন জীবনের জীবনস্বরূপ বৃষ্টির সৃষ্টি হইত না এবং বৃষ্টির অভাবে যেমন বহুপ্রকার শস্যাদিও অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারিত না, সমুদ্রের অভাব হইলে যেমন পৃথিবীর মধ্যে নদনদীরও অভাব হইত এবং সুতরাং নানাস্থানে বহুসংখ্যক প্রাণীও জলাভাবে প্রাণত্যাগ

করিত, সেইরূপ সাগরাভাবে পৃথিবীর আরও সহস্রপ্রকার কল্যাণের পথে বাধা উপস্থিত হইত। বাণিজ্যদ্বারা যে পৃথিবীর অনেক উন্নতি সিদ্ধ হইতেছে এবং বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্য যে অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতেছে ও সংসারমধ্যে বাণিজ্যকার্য্য প্রচলিত থাকাতে যে মনুষ্যের বহু-কষ্টনিবারণ ও বহুপ্রকার সুখবর্দ্ধন হইতেছে, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য। অপিচ, বারিপথে পোতপরিচালন দ্বারা এক দেশের উৎপন্ন বস্তু দেশান্তরে উপস্থিত করিয়া যেমন উৎকৃষ্ট-রূপে বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, স্থলপথে শকটাদি দ্বারা যে কোনক্রমে সেপ্রকার করা সাধ্য হয় না, ইহাও সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু জগদীশ্বর পৃথিবীতে সমুদ্র ও নদনদীর সৃষ্টি না করিলে কিপ্রকার করিয়াই বা পোতপরিচালন করা যাইত, এবং কি উপায় দ্বারাই বা সুন্দররূপে বাণিজ্যকার্য্যনির্ব্বাহ হইত? বোধ হয়, অতি দূর দেশে বাণিজ্য করা মনুষ্যের একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত এবং দূরব্যবহিত এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের কোনপ্রকার সম্বন্ধ থাকাও কঠিন হইত। সুতরাং মনুষ্য কোনপ্রকারেই আর এক্ষণকার মত এক স্থানে বাস করিয়া সকল স্থানের রীতিনীতি অবগত হইয়া অশেষ বিষয়ে প্রবীন হইতে পারিত না, এবং অক্লেশে অতি দূর দেশে গমন করিয়াও সৃষ্টির বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইত না।

পৃথিবীর মধ্যে সাগরের সৃষ্টি হওয়াতে যেমন বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের সুবিধা হইয়াছে, সেইরূপ উহাদ্বারা মনুষ্যের বহুপ্রকারব্যাধিনিবারণ ও স্বাস্থ্যসাধন হইতেছে। বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম, এবং মনুষ্যাদি জীবজন্তুর দ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু

সততই বিকারপ্রাপ্ত হয়; সমুদ্র সেই বায়ুর বিকৃতাবস্থার প্রতীকারসাধন করিয়া থাকে। সমুদ্র বায়ু হইতে তাহার কোন কোন রূঢ়াংশ শোষণ করিয়া লইয়া স্বীয় গর্ভে সঞ্চিত করিয়া রাখে, এবং যখন মনুষ্যাদি জীবজন্তুর নিশ্বাসক্রিয়া দ্বারা বাহ্য বায়ু দূষিত হয় তখন সমুদ্র স্বীয় গর্ভ হইতে পূর্ব্বশোষিত বায়ুর বিশুদ্ধ ভাগ উৎক্ষেপ করিয়া ভূবায়ুর দোষ সংশোধন করে, সুতরাং কোনরূপেই ভূবায়ু আর বিকৃত থাকিতে পায় না। পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র বিদ্যমান থাকাতে ভূবায়ুর উষ্ণতা সততই সমভাবে থাকে। কোন কারণ বশতঃ ঐ বায়ু যখন এরূপ উষ্ণ হয় যে তাহা সেবন করিলে জীবজন্তুর পীড়া জন্মিতে পারে, সমুদ্রজল তখন তাহার সমতা-সাধন করিতে আরম্ভ করে, এবং ভূবায়ু সমধিক উষ্ণ হইলেও সমুদ্রোত্থিত শীতল বায়ু দ্বারা উহার সেই উষ্ণতা নিবারিত হয়। সমুদ্র বায়ুশোধনের এক প্রবল কারণ; সমুদ্র না থকিলে পৃথিবীর বায়ু প্রাণিবর্গের পক্ষে বিষম অনিষ্টদায়ক হইয়া উঠিত। মনুষ্য অনেকানেক উৎকট রোগে পীড়িত হইলে সমুদ্রবায়ুসেবনদ্বারা অনায়াসে আরোগ্যলাভ করে। কোন কোন রোগের পক্ষে সমুদ্রবায়ু মহৌষধস্বরূপ। যাঁহারা দীর্ঘ-কাল রোগভোগ করিয়া সমুদ্রগমনপূর্ব্বক অচিরে আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন যে সাগর আমাদিগের কত কল্যাণের কারণ। জগদীশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমুদ্র রোগীর রোগনিবারণ ও ভোগীর ভোগসাধন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা কেবল সেই বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে!

মেরুজ্যোতিঃ।

এই বিশ্বরাজ্যের যে স্থানে যে বিষয়ের প্রয়োজন, পরমেশ্বর সেই স্থানে তাহা মুক্তহস্তে প্রদান করিতেছেন। যিনি এই রাজ্যের রাজা, তাঁহার নিকট বিদ্বান্ ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, সাধু ও অসাধু, মনুষ্য ও কীট, বনস্পতি ও তৃণ, মণি ও পাষাণ, সমুদ্র ও কূপ, নগর ও পল্লী, সমুদায়ই সমানরূপ প্রিয়; সুতরাং তিনি যাহাকে যে বিষয়ে অভাবগ্রস্ত দেখেন, তাহাকে তাহাই প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী এরূপ বিশুদ্ধজ্ঞানানুমোদিত ও পক্ষপাতশূন্য যে, যিনি এই বিশাল রাজ্যের অন্ততঃ দুই চারি স্থলে তাহার প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি কোন মতেই আপনাকে তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

আমাদিগের রাজরাজেশ্বর যে তাঁহার প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া অবিরত উপযুক্ত বস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাহা, এই জগতের যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর, সর্ব্বত্রই উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইবে। যদি কোন স্থানে তাহা দেখিতে না পাও, তবে নিশ্চিত জানিবে যে, সেই স্থানে তাহা দেখিতে দেখিতে তাহাকে এতদূর পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছ যে এক্ষণে আর তাহার দর্শনকে দর্শনই মনে করিতেছ না। যাহা হউক, যদি পুরাতন স্থানসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ বিশেষ নূতন স্থানে তাঁহার প্রজাদিগের প্রয়োজনসাধনোপযোগী কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দ ও অভয় লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহারও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। সমস্ত

জগতের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের বাসস্থান এই পৃথিবীতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে জীবের কতপ্রকার অভাব যে কত আশ্চর্য্যভাবে পরিপূরিত হইতে দেখা যায়, তাহা গণনা করা কাহার সাধ্য! এই প্রবন্ধে আমরা একটি অসাধারণ স্থানের একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; সেই বিষয়টির প্রতি মনঃসমাধান করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, যে স্থানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যে বিষয়ের প্রয়োজন, সেই স্থানেই মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর অত্যাশ্চর্য্যশক্তিযোগে তাহার বিধান করিতেছেন।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত দেশদ্বয়ে মধ্যদেশসমুদায়ের ন্যায় প্রত্যহ সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় না, সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীরা আমাদিগের ন্যায় প্রতিদিন বা প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার দিবা আর একবার রাত্রি ভোগ করিতেও পায় না। পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু উভয়েরই নিকটবর্ত্তি স্থানসমুদায়ের এইরূপ দিবারাত্র-ঘটিত অবস্থা অবগত হইলে মধ্যদেশের সকল ব্যক্তিরই মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, যে স্থানে যখন দিবালোক বিদ্যমান থাকে, তখন সেখানকার মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি জীবগণ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে ও নিদ্রা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যখন যে স্থানে অবিচ্ছিন্নভাবে রাত্রি বিরাজ করিতে থাকে, তখন তথাকার অধিবাসী জীবেরা কিপ্রকারে ছয়মাসকাল অতিবাহিত করে? তাহারা কি তখন এদেশের শীতকালিক সর্প ও কুম্ভীরাদির ন্যায় ক্রমাগতই অনাহারে নিদ্রিত থাকে, না কখন নিদ্রা যায় ও কখন প্রদীপালোক-দ্বারা স্ব স্ব

কার্য্য সাধন করে? আমাদিগকে চিন্তা করিয়া এইসমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে না। স্বয়ং ঈশ্বরই এই-সকল প্রশ্নের জীবন্ত সদুত্তর প্রদান করিতেছেন। ছয়মাস-কাল সূর্য্যালোকের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব হইলে তাঁহার প্রজাদিগের ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিবে, এমন কি তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে, ইহা স্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়া তিনি ঐসকল স্থানের নিমিত্ত সূর্য্যালোকসদৃশ একপ্রকার বিশেষ জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন যে-মেরু-সন্নিহিত দেশে পূর্ব্বোক্তরূপ ষাণ্মাসিক রাত্রির তমোজাল বিস্তৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকে, তখন সেই দেশের উপরিস্থ আকাশে তিনি একপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত রাখিয়া তত্রত্য জীবগণের আলোকাভাবজনিত সমুদায় কষ্ট বিদূরিত করেন। সেই অসামান্য জ্যোতিই সাধারণতঃ মেরুজ্যোতিঃ শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। আমরা যেমন প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ বা দ্বাদশ ঘণ্টা করিয়া সূর্য্যালোক ভোগ করিতে পাই, সেইরূপ উক্তদেশস্থ মনুষ্য ও পশুপক্ষীরাও তাহাদিগের ষাণ্মাসিক রাত্রিকালে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সাত আট ঘণ্টা করিয়া উক্ত মেরুজ্যোতির সাহায্যে স্ব স্ব সমুদায় কার্য্য সাধন করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগকে ক্রমাগত নিদ্রা যাইতেও হয় না, বা কার্য্য করিবার নিমিত্ত মনুষ্যকে সকল সময়ে প্রদীপ জ্বালিতেও হয় না।

সেই মেরুজ্যোতিঃ যে কিরূপ পদার্থ, বোধ হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। যখন মেরুসন্নিহিত দেশে উক্ত জ্যোতিঃ উদিত হয়, তখন দূরদেশস্থিত ব্যক্তিরাও কখন কখন তাহা অবলোকন করিতে পান

কখন কখন একই মেরুজ্যোতিঃ মস্কাউ, ওয়ার্সা, রোম্, ও কাডিস্ নগর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর্ উত্তরপ্রদেশে যে মেরুজ্যোতিঃ উদিত হইয়াছিল, তাহা লণ্ডন্ নগর হইতে এইরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। অপরাহ্ণ সাত ঘটিকার সময়ে দিঙ্মণ্ডলের নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক জ্যোতির্ম্ময় ধনু দৃষ্ট হইল। বোধ হইল যেন আলোকময় ধূমরাশি ঐ ধনুর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্তাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যেই ঐ ধনু দিক্পরিবর্ত্তন করিয়া উর্দ্ধাধোভাব ধারণ করিল, এবং প্রায় রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে উহা আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিগভিমুখে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে ঐ ধনু স্থানে স্থানে ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং নগরের কোন স্থানে গৃহদাহ হইলে তদুপরিস্থিত আকাশ যেমন রক্তাভ হয়, সেইরূপ লোহিতবর্ণ আলোকশিখাসকল উহার দক্ষিণপশ্চিম প্রান্ত হইতে মধ্যাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য অস্তমিত হইবার পর দিঙ্মণ্ডল যেরূপ আলোকিত থাকে, ঐ জ্যোতির্ম্ময় ধনু দ্বারা কতিপয় ঘণ্টা সমুদায় দৃশ্যমান আকাশই সেইরূপ আলোকিত হইয়াছিল।

১৮৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে লাপ্লাণ্ড্ দেশের বসিকপ্-নামক স্থানে যে মেরুজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা দর্শকগণকর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বসিকপের উত্তরভাগস্থ আকাশে সচরাচর যে কুজ্ঝটিকারাশি বিস্তৃত থাকে, তাহা অপরাহ্ণ ৪ ও ৮ ঘটিকার মধ্যে প্রথমতঃ সুবর্ণালোক-দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উঠিল, তাহার পর ঐ আলোক

স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া অনত্যুজ্জ্বল পীতবর্ণ ধনুর আকার ধারণ করিল। অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যে ঐ ধনু স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহার খণ্ডসকল হইতে অসংখ্য আলোকরশ্মি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঐ রশ্মিজাল পর্য্যায়-ক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হওয়ায় তাহাদিগের জ্যোতিঃ একবার অধিক, একবার অল্প হইতে লাগিল। পরে ঐসকল রশ্মির অধোভাগ অধিকতর উজ্জ্বলতাসম্পন্ন হইয়া অনেকাংশে বিস্তৃত ধনুর আকার ধারণ করিল।

অতঃপর ঐ জ্যোতির্ম্ময় ধনু তির্য্যগ্‌গতিতে আকাশের ঊর্দ্ধা-ভিমুখে উত্থিত হইতে লাগিল। তির্য্যগ্‌গতি-নিবন্ধন উহার গাত্রে ক্রমশই অধিকতর ও উজ্জ্বলতর তরঙ্গমালা উৎপন্ন হইতে লাগিল। ফলতঃ, এই সময়ে উক্ত মেরুজ্যোতিঃ অতি মনো-হর জ্যোতির্ম্ময় তরঙ্গমালারূপেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে উহার জ্যোতিঃ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের ন্যায় বিলক্ষণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিরণজাল তীক্ষ্ণভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল, সর্পের ব্যাবর্ত্তনের ন্যায় উহার তরঙ্গমালা ক্রমাগতই পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, এবং উহার অধোভাগ লোহিত, মধ্যভাগ হরিৎ, ও অবশিষ্ট ভাগ উজ্জ্বল পীতবর্ণে শোভা পাইতে লাগিল। পরিশেষে উহার সমুদায় জ্যোতিঃ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত এবং মনোহর বর্ণসকল তিরোহিত হইতে লাগিল।

এইরূপ মেরুজ্যোতির তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য ফ্রান্স্-দেশ হইতে একদা কতিপয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উত্তরদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ২০০ দিবসের মধ্যে ১৫০ বার ঐ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেসকল স্থান হইতে উহা অবলোকন করিয়াছিলেন তৎসমুদায় প্রকৃত

মেরুদেশ হইতে অনেকদূর দক্ষিণে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহারা যখন ২০০ দিবসের মধ্যে ১৫০ বার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন প্রকৃত মেরুদেশে যে উহা প্রত্যহই অন্ততঃ একবার করিয়া উদিত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা অনুমানদ্বারা সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, উক্ত দেশে ষাণ্মাসিক রাত্রিকালে ঐ জ্যোতিঃ প্রত্যেক ১৪ বা ১৫ ঘণ্টা অন্তরে উদিত হয় বটে, কিন্তু সকল সময়েই তুল্যরূপ আলোকপ্রদ হয় না।

মেরুজ্যোতির যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হইতে সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে ঐ জ্যোতিঃ কোন গ্রহ, উপগ্রহ, বা নক্ষত্র বিশেষ হইতে প্রসূত হয় না। যদি গ্রহাদি হইতেই উহা উৎপন্ন না হইল, তবে উহা যে কিরূপে মেরুদেশের ষাণ্মাসিক রজনীকালে আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সূর্য্যের ন্যায় কার্য্য করে, ইহা জানিবার নিমিত্ত, বোধ হয়, সকল হৃদয়েই ব্যগ্রতা উপস্থিত হইতে পারে। বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা ঐ জ্যোতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা তৎসমুদায়ের সারোদ্ধার করিয়া এস্থলে প্রকাশ করিতেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন যে, উক্ত জ্যোতিঃ সর্ব্বতোভাবে তড়িদুৎপন্ন; কিন্তু কোথাকার তড়িৎ কিরূপে প্রেরিত হইয়া গিয়া ঐ দেশে ওরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ করে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের কল্যাণবিধানার্থ ঈশ্বর যেসকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নিত্য সাধন করিতেছেন, তাহার সম্যক্ তথ্য অবগত হওয়া কাহার সাধ্য? তিনি কৃপা করিয়া যখন আমাদিগকে যে ব্যাপারের

যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি প্রদান করেন, আমরা তখন তাহা অপেক্ষা একবিন্দুও অধিক বুঝিতে পারি না।

জীব ও উদ্ভিদের সহিত দিবারাত্রের সম্বন্ধ।

পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেরই দুইপ্রকার অবস্থা আছে, একটি জাগ্রদবস্থা আর একটি সুপ্তাবস্থা। যেসময় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমুদায় তেজস্বী থাকিয়া জীবগণ পরিশ্রম করে সেই সময়ের অবস্থাকে উহাদের জাগ্রদবস্থা, এবং যেসময় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকল দুর্ব্বল হওয়াতে উহারা নিদ্রিত হয় সেই সময়ের অবস্থাকে উহাদের সুপ্তাবস্থা বলা যায়। এক্ষণে এই দুই অবস্থার সহিত জড়রাজ্যের কার্য্যগত কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

আমরা দেখিতেছি পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে যে দিবারাত্র উপস্থিত হইতেছে, ঐ দুই অবস্থার সহিত তাহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। জীবজন্তু যতক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া পরিশ্রম করিতে পারে সেই-সময়ানুসারে দিবামান, এবং যতক্ষণ উহাদের বিশ্রামজনিত তৃপ্তিসুখ লাভ করা আবশ্যক তদনুসারে রাত্রিমান স্থাপিত হইয়াছে। পরিশ্রম ও বিশ্রামের সহিত দিবা ও রাত্রির সময়গত এইরূপ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়াতেই, জীবজন্তুসকল সুস্থশরীরে কালযাপন করিতেছে। জীবজন্তুর যেমন এক সময় কার্য্যের ও আর এক সময় বিশ্রামের নিমিত্ত আবশ্যক, উদ্ভিজ্জাতিও সেই নিয়মে আবদ্ধ আছে। দিবা-

ভাগে উদ্ভিজ্জের একরূপ ভাব এবং রাত্রিকালে উহার বিপরীত আর একপ্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দিবার আলোক ও উত্তাপ এবং রাত্রির ছায়া ও শীতলতা নিয়মিত না হইলে উদ্ভিজ্জের যথেষ্ট হানি জন্মে। যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ উহার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় এবং যতক্ষণ রজনীর নীহারবিন্দু ও ছায়া উহাকে সজীব করিবার নিমিত্ত অপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সময়ের অণুমাত্র ন্যূনাতিরেক হইলে এই রাজ্যে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, ঈশ্বর জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি-অনুসারে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে একমাত্র তাঁহারই যে শুভাভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর কোন সংশয়ই নাই।

জীবজন্তুর পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, বিশ্রামও সেইরূপ। ইহার সহিত দিবারাত্রের কেমন এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে! কএকদণ্ড পরিশ্রমের নিমিত্ত আলোকের প্রয়োজন হয়, এবং কএকদণ্ড বিশ্রামের জন্য আলোকের অভাবও আবশ্যক হইয়া থাকে। আলোক ও উহার অভাবের যে একটি কালনির্দ্দেশ আছে, তাহা অতিশয় নিয়মিত। একপদও তাহা অগ্রপশ্চাৎ হইবার নহে। কালগত এই নিয়মটি জড়রাজ্যে কেমন অদ্ভুতরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে! দেখ, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী মেরুদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিনিয়ত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী ঐ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিক একবার পরিভ্রমণ করিলে একটি দিবা ও একটি রাত্রি হয়। ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। এই দিবারাত্রের পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ড। আমরা এক সময়ে

সূর্য্যের আলোক ও আর এক সময়ে রজনীর ছায়া যে লাভ করিতেছি, এই আহ্নিক গতিই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই ভ্রমণক্রিয়াটি এইরূপ নিয়মের অধীন যে, যেপরিমাণে ভ্রমণ করিলে পৃথিবীতে যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না, এবং যতক্ষণ এই দুইয়ের অভাব উপযোগী হয় তাহারও কিছুমাত্র ন্যূনাতিরেক উপস্থিত হয় না। জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের সহিত এই ভ্রমণ-ক্রিয়ার যে কোন একটি বিশেষ কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে তাহাও নহে; অথচ যতটুকু ভ্রমণ করিলে দিবার ব্যবস্থা এবং যতটুকু ভ্রমণ করিলে রাত্রির ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, তাহারও কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতেছে না। যখন জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের সহিত দিবা-রাত্রের এইরূপ সম্বন্ধ কোনরূপ ভৌতিক ক্রিয়ার অধীন নহে, তখন সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলেরই নিমিত্ত যে এই-প্রকার নিয়ম করিয়াছেন, তিনি যে এই পৃথিবীকে জীবজন্তুর বাসের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কি আর কোন সংশয় থাকে?

যদি বর্ত্তমান নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। মনে কর, যদি দিবামান ও রাত্রিমান বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইত। আমরা দিবসের মধ্যে হয় ত একবার বিশ্রাম করিতাম এবং রাত্রির মধ্যেও হয় ত আমা-দিগকে পরিশ্রম করিতে হইত। আর যদি দিবামান ও রাত্রি-মান বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত, তাহা হইলেও আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি স্বতন্ত্র নিয়ম করিতে হইত

কিন্তু বর্ত্তমানে দিবারাত্রের যে পরিমাণ আছে তাহা আমাদের দৈহিক অভাবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিজ্জ-রাজ্যেও সময়গত এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কতক-গুলি পুষ্প নিয়মিত সময়ে বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে মুকুলিত হইবেই হইবে। কোনপ্রকার পুষ্প প্রাতঃকালে ছয়টার সময় কোনটি সাতটার সময় প্রস্ফুটিত হয়, এবং কোনটা অপরাহ্ণ ছয়টা ও কোনটা সাতটার সময় মুকুলিত হয়। সূর্য্যকিরণ যে ইহাদের বিকাশের কারণ তাহাও নহে। একটি অন্ধকারময় গৃহে ঐ ঐ জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে, সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত না হইলেও উহাদের পুষ্প নিয়মিত সময়ে বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে মুকুলিত হইয়াছে।

ক্ষুধা।

ক্ষুধা আমাদিগের পরম বন্ধু। ইহা জীবনের পাবক, পরিশ্রমের উদ্দীপক, এবং মনুষ্যের প্রায় সমস্ত মহৎ কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক। এই ক্ষুধা প্রধান-পরিচালক-শক্তিস্বরূপে আমাদিগের শরীরযন্ত্রকে সতত পরিচালনা করিতেছে। এই ক্ষুধাই শ্রমোপজীবি লোকসকলকে একত্রিত করিয়া অনতিক্রমণীয় পর্ব্বত ও নিবিড় কাননের মধ্য দিয়া অতি সুগম পথ, পারাপারগমননিমিত্ত অতি-সুকৌশল-সম্পন্ন সুদৃঢ় সেতু, ত্বরিত গমনাগমনের নিমিত্ত আশ্চর্য্য লৌহবর্ত্ম, এবং বাসনিমিত্ত মনোহর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। ক্ষুধা নাবিকস্বরূপ হইয়া দুষ্পার ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্য দিয়া অর্ণবপোতসকল দেশ-

দেশান্তরে চালনা করিতেছে। ক্ষুধা তন্তুবায়ের তন্ত্রে, কৃষকের হলে, কুলালের চক্রে, এবং সমস্ত শিল্পকরের যন্ত্রে সততই উপবিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষুধা সকলকেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মকরণে সতত তাড়না করিতেছে,—ক্ষুধাই এই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-কর্ম্ম ও সভ্যতার উন্নতিসাধন করিতেছে। যদি এই ক্ষুধা না থাকিত বা অন্ন অজস্র প্রাপ্য ও অনায়াসলভ্য হইত, তাহা হইলে কোথায় বা অপূর্ব্ব সুসজ্জিত মনোহর অট্টালিকা ও সুকৌশল-সম্পন্ন সুদৃশ্য বস্ত্র, এবং কোথায় বা বাষ্পীয় পোত ও শকট এবং আশ্চর্য্য ঘটিকাযন্ত্র থাকিত! পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও শিল্পকর্ম্ম একবারেই বিলুপ্ত হইত! মনুষ্য স্বভাবতঃ শ্রমপরা-ঙ্মুখ, সহজে পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিলে কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না; শুদ্ধ ক্ষুধাই তাহার মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে তাড়না করিয়া পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করে। কি ধনী, কি কৃষি, কি শ্রমোপজীবী, সকলেই অগ্রে ক্ষুধাকে পরি-তৃপ্ত করিবার জন্যই পরিশ্রম করে; সেই পরিশ্রমলব্ধ ফলে অগ্রে ক্ষুধার পরিতোষ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তদ্দ্বারা লোকে অপরের পরিশ্রম ক্রয় করে।

এক ভাবে বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি আমাদের যেরূপ পরম বন্ধু, অপর ভাবে সেই প্রবৃত্তিই আমাদিগের ভয়ঙ্কর শত্রুস্বরূপ; যেহেতু, এই ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হইলে, ইহা প্রবল অগ্নির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও সকল মহত্ব এককালে পরিগ্রাস করিয়া পরিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। ক্ষুধা যেরূপ আমাদিগের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে মহৎ মহৎ কর্ম্ম-করণে তাড়না করে, সেইরূপ ইহা আবার উহাদিগকে যে কত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে তাহার সীমা করা

যায় না। কত শত ব্যক্তি এই ক্ষুধার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ-সংহার ও সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছে, কত শত ভগ্নপোতস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোক ক্ষুধাতে উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীদিগের মাংসে ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণবধ করিয়াছে, এবং এমত শ্রবণ করা গিয়াছে যে, কত শত ক্ষুধানলোন্মত্তা মাতা স্বীয় শিশুর মাংসে জঠরানল শীতল করিতে বাধ্য হইয়াছে!

ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি।

ত্রিংশৎ বৎসর হইল, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুআচারব্যবহার, ও হিন্দুগ্রন্থের প্রতি এদেশীয় কৃতবিদ্য লোকের বিদ্বেষভাব ছিল। তাঁহাদিগের চক্ষে এ দেশের ধর্ম্ম, রীতিনীতি, ও গ্রন্থসকল অতি হীন বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদিগের আর্য্য পিতৃপুরুষেরা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলই মন্দ, তাঁহারা এরূপ বোধ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে স্রোত ফিরিয়াছে এরূপ প্রতীতি হইতেছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুআচারব্যবহার, ও হিন্দুগ্রন্থের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে, লোকে অত্যন্ত উৎসাহ ও সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এইরূপ পরিবর্ত্তন চলিতেছে বিদেশীয়েরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন। ইংরাজী ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর্ মাসে লণ্ডন্ মহানগরে প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের যে মহাসভা হয়, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূলর্ সভাপতিস্বরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন, "যে জাতি আপনাদিগের প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত, ও প্রাচীন সাহিত্য লইয়া

গৌরব করে না, সে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জার্ম্মেণি দেশ যখন রাজ্য-সম্বন্ধে অনুন্নতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তখন তাহা তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল এবং পুরাকাল আলোচনা করিয়া ভাবিকালসম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ হইতেছে।”

যদি কোন দেশ অতীত মহিমা লইয়া গৌরব করিতে পারে, তাহা ভারতবর্ষ। যে দেশ রামায়ণ ও মহাভারতকে জন্ম দিয়াছে, সে দেশ কি সাহিত্যবিষয়ে গৌরব করিতে পারে না? রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল মধুর উচ্চভাব উচ্চ-বর্ণনাবিশিষ্ট হিতোপদেশপরিপূর্ণ বীররসপ্রধান কাব্য পৃথি-বীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি আপনার গ্রন্থসম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী উক্ত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ সার্থক হইবে। “যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো সরিতশ্চ মহীতলে। তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি” “যাবৎ গিরি ও নদী পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ রামায়ণকথা লোকে প্রচা-রিত থাকিবে”। ভারতবর্ষে বাল্মীকি ত অত্যন্ত আদরপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ইউরোপখণ্ডেও এক্ষণে তাঁহার আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। মহাভারত নর্ম্মদাতীরস্থ কবীরবটের ন্যায় বিশাল। উক্ত বটবৃক্ষের শাখাসকল মৃত্তিকাতে পুনরায় মূলস্থাপন করিয়া যেমন প্রত্যেকে এক একটী বৃক্ষে পরিণত হইয়া কুঞ্জের অভ্যন্তরে কুঞ্জ বিনির্ম্মাণ করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের গল্পের ভিতর গল্প দৃষ্ট হয়। যেমন বহুকুঞ্জ-নিকুঞ্জকারী উল্লিখিত বটদ্রুমের সেইসকল কুঞ্জনিকুঞ্জে ভ্রমণ

করিলে শরীর শীতল হয়, তেমনি অমৃতসমান মহাভারতের গল্পের ভিতর গল্প পাঠ করিলে প্রাণমন শীতল হয়।) এইসকল বিশাল গ্রন্থের প্রণেতাদিগের সহিত অন্য জাতির গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের তুলনা করিলে, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রবামনস্বরূপ জ্ঞান হয়। যে ভারতবর্ষ বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, ভাস্করা-চার্য্যকে জন্ম দিয়াছে, তাহা কি জ্যোতিষশাস্ত্রে নৈপুণ্যবিষয়ে গৌরব করিতে পারে না? আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন, "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি" "পৃথিবী সচল কিন্তু স্থিরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে"। বিবেচনা করিয়া দেখ, কোপর্ণিকসের কত-দিন পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট এইকথা বলিয়া গিয়াছেন! ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎতয়া প্রক্ষিপ্যতে তৎতয়া ধার্য্যতে" "পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে; যাহা তাহা হইতে উপরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা পুনরায় সে ধারণ করে।" ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ভাস্করাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণের বিষয়ও অবগত ছিলেন। দশগুণোত্তরপ্রণালী, যাহা সকল গণিত-শাস্ত্রের মূল, তাহা, ইউরোপীয়েরা বলেন, আরবদিগের নিকট হইতে তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আরবেরা তাঁহা-দিগের গ্রন্থে বলে যে তাহারা উহা "হোকমা অল্ হিন্দু" অর্থাৎ ভারতবর্ষের জ্ঞানীদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। যে ভারত-বর্ষ কপিল, কণাদ, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতিকে জন্ম দিয়াছে, সে ভারতবর্ষ দর্শনবিষয়ে ব্যুৎপত্তিজন্য কি গৌরব করিতে পারে না? গ্রীকদর্শন ভারতবর্ষীয় দর্শনের প্রতিবিম্বমাত্র এবং জার্ম্মেন্‌দর্শন প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বমাত্র। পিথ্যাগোর্য্যাস্, পিরো, ওনেসিক্রিটস্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা যে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষীয়দিগের পুরাণ ও কর্ম্মকাণ্ড অতি হেয় পদার্থ; কিন্তু লণ্ডন্‌নগরস্থ প্রূশিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজদূত বিখ্যাত সিবালিয়র্ বুন্সেন্ মহোদয় ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তাঁহাদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও পুরাণরূপ খণি হইতে গভীরতম তত্ত্বসকল উদ্ধৃত হইতে পারে।" চিকিৎসাবিদ্যা ইউরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু আরবেরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছিল ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এমন কি, হরীতকী ত্রিফলা প্রভৃতি ভৈষজ্য দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত আরব গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলচিকিৎসার বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে একবারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন না তাহা ঋগ্বেদের এক মন্ত্র হইতে জানা যাইতেছে। "অপ্স্বন্তরমমৃতং অপ্সু ভেষজং" "জলেই অমৃত, জলেই ঔষধ।" তাঁহারা 'হোমিওপ্যাথি' অর্থাৎ সমে-সম-বিধায়ক চিকিৎসাপ্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবগত ছিলেন তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—"বিষস্য বিষমৌষধং" এই বাক্য তাহার প্রমাণ প্রদান করিতেছে; আমরা এই বাক্যটী একটি ইংরাজি হোমিওপেথি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে কেবল বিদ্বান্‌ই ছিলেন এমত নহে, তাঁহারা পরম সাহসিক যোদ্ধা ও নাবিকও ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহাদিগের অসামান্য সাহসবিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত গ্রীক প্রভৃতি ভিন্নদেশীয়দিগের গ্রন্থও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অনেক দেশও জয় করিয়াছিলেন। রঘুবংশে উল্লেখ আছে যে, রঘু রাজা পারস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য তুরস্ক (তুর্কেস্তান,) বাহ্লীক (বাল্‌খ্‌), ভুখ্‌খারা (বোখারা) প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। এক সময়ে ভারতবর্ষের অর্ণবপোতসকল নানা দেশে গমন করিত। এ বিষয়ে আমরা এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বলিতে অভিলাষ করি। সুমাত্রা, যাবা, বালী, সকোট্রা (সুখতর) প্রভৃতি উপদ্বীপ হিন্দু-উপনিবেশ। বালীতে এখনও সহমরণাদি সামাজিক প্রথা, রামায়ণমহাভারতাদি কাব্য, এমন কি, সংস্কৃত ছন্দ পর্য্যন্ত, প্রচলিত আছে। এক্ষণে যেমন ইংলণ্ডের লোকেরা সকল দেশে ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় ভারতবর্ষের লোকেরা সমস্ত এশিয়াখণ্ডে, এমন কি, ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত, অধিকতর সফলপ্রযত্নতার সহিত ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহলের মহাবংশ-নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গরাজকুমার বিজয় সিংহ পিতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে পঞ্চশত সহচর সঙ্গে লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। অর্ণবপোত জলে মগ্ন হওয়াতে তাঁহারা সিংহল-উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথাকার আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের বংশাবলী ঐ দ্বীপে ইংরাজাধিকারপর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। তাঁহার বংশীয় উপাধি "সিংহ" হইতে ঐ দ্বীপের বর্ত্তমান নাম সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি যখন সমুদ্রতরঙ্গদ্বারা সিংহলের উপকূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন উপকূলের তাম্রবর্ণ বালুকার উপর তাঁহার হস্ত স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি ঐ দ্বীপের অন্যতর নাম "তাম্রপাণি" হইল। এই

"তাম্রপাণি" শব্দ হইতে রোমকদিগের "ট্যাপ্রোবেন্" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সিংহলের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর্ ইমর্সন্ টেনেণ্ট্ স্বপ্রণীত সিংহলবিবরণে ঐ উপদ্বীপের বাঙ্গালি-বিজেতাদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ান্-নামক চীনদেশীয় পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক একটি বন্দর ও হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালী নাবিকদিগের অর্ণবপোতারোহণের একটি প্রধান স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে কেবল এশিয়াখণ্ডের সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন এমন নহে, তাঁহারা আফ্রিকা, ইউরোপ, এমন কি, আমেরিকা পর্য্যন্ত, গমনাগমন করিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপ্তেন্ স্পীক্, যিনি নীলনদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রমণের প্রাত্যহিক বিবরণে লিখিয়াছেন যে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত কালীনদী, যাহার সহিত এশিয়াটিক্ রিসার্চ্চ্ গ্রন্থে কর্ণেল্ উইল্‌ফোর্ড্ সাহেব নীলনদীর একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তিস্থানের যেরূপ বিবরণ উল্লিখিত পুরাণে আছে তাহার সহিত নীলনদীর উৎপত্তিস্থানের বিলক্ষণ একতা আছে। প্রাচীন মিশরদেশের ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম্মের যেরূপ ঐক্য তাহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, মিশর-দেশে হিন্দুজাতির গমনাগমন ছিল। উল্লিখিত ঐক্য এরূপ নিকটতর যে নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় যেসকল সিপাহী এতদ্দেশ হইতে মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা তথাকার প্রাচীন মন্দিরের দেবদেবীসকল আপনাদিগের দেশের দেব-দেবী মনে করিয়া তাহাদিগকে পূজা করিয়াছিল। নোনস্-

নামক মিশরদেশজাত গ্রীক্ কবি বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দুপোতসকল মিশরে ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। এখনও গুর্জ্জরপ্রদেশের হিন্দুবণিকেরা আফ্রিকার পূর্ব্বভাগে সংস্থিত জাঞ্জিবার্ প্রভৃতি নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়া থাকে। রোমক প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্তবেত্তা প্লিনি বলেন যে, খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের ষাইট বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু নাবিকের জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে তাহারা জার্ম্মেণির উপকূলে আসিয়া উঠে। তাহারা তথা হইতে সেই দেশের এক জন রাজা কর্ত্তৃক গল্ অর্থাৎ ফ্রান্সের মিটেলস্-নামক রোমান্ শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে রোম মহানগরে প্রেরণ করেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা! এইসকল পরম উদ্যমশীল সাহসী হিন্দুনাবিক জার্ম্মেন্ সাগরে কিপ্রকারে উপনীত হইয়াছিল? ইহারা কি উত্তমাশা অন্তরীপ এবং আট্লাণ্টিক মহাসাগর দিয়া অথবা ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসমুদ্র, ও উত্তর মহাসমুদ্র দিয়া তথায় উপনীত হইয়াছিল? যাহা হউক, ইহারা কলম্বস্ অথবা বাস্কোডি-গামাকে জিতিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নরওয়ে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, এক সময়ে ইউরোপে রুদ্রের উপাসনা প্রচলিত ছিল। রট্লেণ্ড, রটার্ডেম্, র‍্যাটিস্বন্ প্রভৃতি নগরের নাম তাহার প্রমাণস্বরূপ। স্কট্লণ্ডের হাইলেণ্ড্ প্রদেশ যখন অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তথায় ব্যাল্ট্যান্-নামক এক ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। যাহারা ঐ ক্রিয়া করিত,

তাহারা একটি অগ্নিকুণ্ড করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির উপর নবনীত ও গোধূম প্রভৃতি শস্য নিক্ষেপপূর্ব্বক "আমাকে অশ্ব দেও, আমাকে ধন দেও" ইত্যাদিরূপ প্রার্থনা করিত। এই ক্রিয়া অবিকল ঋগ্বেদোক্ত হোম। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, ঋগ্বেদের ধর্ম্ম তথায় এক সময়ে প্রচলিত ছিল। প্রায় সাত বৎসর হইল ম্যাক্‌মিলন্স্ ম্যাগ্যাজীন্ নামক ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রিকায় "পিরুদেশের আর্য্যগণ" এই শিরস্ক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়; সেই প্রস্তাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী পিরুদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অনরেবল্ পীবেল্স নামক ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ দেশের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধ্য-আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে তথায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের গমনাগমন ছিল। সম্প্রতি একটী চীন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কতকগুলি বৌদ্ধ প্রচারক আমেরিকায় গমন করিয়াছিল।

হে পাঠকবর্গ! ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমা আলোচনা করিতে বিলক্ষণ সুখ আছে বটে, কিন্তু কোন্ কালে আমরা ঘৃত ভক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্বদা হস্ত আঘ্রাণ করিলে কি হইবে? এক্ষণে কাজ চাই। ইংরাজ বণিকেরা স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে এক টুপি ও এক বেত্রদণ্ডমাত্র লইয়া আইসে এবং এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করে, আর আমরা ভারতের ঔরসজাত সন্তান হইয়াও তাহাদিগের কার্য্য দর্শনপূর্ব্বক কেবল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকি, কি দুঃখের বিষয়!!

আন্দামানদ্বীপবাসিগণের বৃত্তান্ত।

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে আন্দামান-নামক কতিপয় দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যে আবৃত। তথাকার অধিবাসীরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য, এই-জন্য এতদিন তাহারা সভ্যসমাজে সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে পোর্ট ব্লেয়ার্ নামক দ্বীপটী অপরাধীদিগের নির্ব্বাসনভূমিরূপে নির্দিষ্ট আছে। উহা আন্দামান দ্বীপের ঠিক্ দক্ষিণাংশে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রে আন্দামানদ্বীপবাসী-দিগের রীতিচরিত্র কিয়দংশে অবগত হওয়া যায়। সাধা-রণতঃ ঐ অসভ্য জাতির নাম আন্দামানী। উহাদের বাহ্য আকার অতি কদর্য্য ও ভীষণ, দেখিলে কোন আগন্তুক লোকের নিশ্চয়ই ঘৃণা ও ভয় উপস্থিত হয়। উহারা এক সময়ে নরমাংসাশী রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তন্নিবন্ধন কেহই সাহস করিয়া ঐ দ্বীপে পদার্পণ করিত না; অধিক কি, সামুদ্রিক নাবিকেরাও ঐ স্থানটী দূরে রাখিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু আন্দামানবাসীরা যে নরমাংসাশী নয় এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। উহাদের বাসগৃহ যৎ-সমান্য কুটীরমাত্র। উহা তালপত্রে প্রস্তুত হয়। ঐ পর্ণকুটীরের চতুর্দ্দিকে ভক্ষ্য পশুপক্ষী ও মৎস্যের অস্থি এবং শম্বুকসকল স্তূপাকার থাকে। যখন ঐ সমস্তের পূতিগন্ধ অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন উহারা বাসগৃহ স্থানান্ত-রিত করে।

আন্দামানীরা কিছু খর্ব্বাকার, কিন্তু প্রায় সর্ব্বদাই উলঙ্গ থাকে; কখন কখন বা বৃক্ষের বল্কল লইয়া মস্তক,

গ্রীবা, ও কটিদেশ বন্ধন করে। ইহারা স্বয়ং দিগম্বর এই জন্য অন্যজাতীয় কোন ব্যক্তির পরিচ্ছদ দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা ও হাস্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের স্ত্রীজাতি উলঙ্গ থাকে না। তাহাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। তাহারা বৃক্ষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বল্কল পরিধান করে। ঐ বল্কলের সূত্রসকল আজানুলম্বমান হইয়া চন্দ্রাতপের ঝাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের অলঙ্কারের মধ্যে গলদেশে অস্থিমাল্য ও পৃষ্ঠে লম্বিত বল্কল। এইজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই রক্তবর্ণ এবং ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকা লৌহখনি হইতে উদ্ধৃত, উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়। আন্দামানবাসীরা উহা বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা করিয়া থাকে। উহাদের মস্তক সততই মুণ্ডিত, কিন্তু মস্তকের মধ্যভাগ হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত রেখাকার কতকগুলি কেশ রক্ষিত হয়। তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড কিংবা ভগ্ন কাচ উহাদের কেশ-চ্ছেদন করিবার অস্ত্র। পুরুষেরা শ্মশ্রুবিহীন; এমন কি, ভ্রূযুগলেও কেশ রক্ষা করে না। আন্দামান দ্বীপে এত অধিক দংশমশকের উপদ্রব যে কেশবিহীন না হইলে ঐসমস্ত কীট সতত মনুষ্যশরীরে গিয়া বাস করে। আন্দামানীদিগের সর্ব্বশরীরে বিচিত্র উল্কী। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই উহারা সর্ব্বাঙ্গ উল্কী-দ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকে। এই উল্কী-গ্রহণের প্রক্রিয়া অতি নিষ্ঠুর। তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড কিংবা ভগ্ন কাচ দ্বারা গাত্রের ত্বক্ প্রায় এক বুরুল বিদ্ধ করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই দেহের অপূর্ব্ব শ্রীসাধন হইয়া থাকে; কিন্তু উহারা ব্রহ্মদেশীয়দিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে না। উল্কী-

গ্রহণ-কালে উহাদের দেহ হইতে অধিকপরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়, কিন্তু উহারা ঐ রক্তপাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত হইলে পর উহাদের বিবাহে অধিকার জন্মে। কিন্তু যতদিন না প্রতিপালনে সক্ষম হয়, ততদিন উহারা বিবাহ করে না। উহাদের মধ্যে অধিবেদন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের নিয়ম ও প্রণালী অতি সামান্য।

বিবাহিতা স্ত্রী ভর্ত্তৃগৃহে উপস্থিত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ঐসমস্ত গার্হস্থ্য কার্য্য শ্রমসাধ্য হইলেও তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে। পর্ণকুটীর-নির্ম্মাণ ও গৃহের অবান্তর সমস্ত কার্য্য তাহাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। তাহারা শম্বুকাদি জলজন্তু সংগ্রহ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া প্রতিদিবসই সমুদ্রতীরে গমন করে। পরে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সংগৃহীত শম্বুক এবং মৃগয়ালব্ধ বন্য পশুমাংস রন্ধন করিয়া থাকে। কামিনীগণ প্রসবান্তে শিশু-সন্তানকে প্রথমতঃ শীতল জলে স্নান করাইয়া পরে অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত করে। এই নিয়ম তাহাদের মধ্যে অতিশয় আদৃত, কারণ শীতোত্তাপাদিসহিষ্ণুতা যৌবনে অতিমাত্র বলাধানের কারণ হয় ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস। তাহাদের পুত্রবাৎসল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। স্ত্রীলোকেরা শিশুকে পৃষ্ঠে লইয়া এতদ্দেশীয় নাগপুরের পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় সতত বিচরণ করে। আন্দামানীদিগের মধ্যে নামকরণপ্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা বংশের এক ব্যক্তির নাম ধরিয়া পুত্রকন্যার নাম রাখে। তাহাদের বালকবালিকারা জলে ও জঙ্গলে সর্ব্বদা

বিচরণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রায়ই অকালমৃত্যু সহ্য করিতে হয়; এমন কি, আন্দামানীদিগের মধ্যে দুই বা তিনটির অধিক সন্তান কাহারও জীবত থাকে না। ফলতঃ উহাদের মধ্যে কেহই সুস্থ ও দীর্ঘজীবী নহে। অনেকেই ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। উহাদের দেশ অত্যন্ত জঙ্গলময়, উহারা নিরবচ্ছিন্ন তথায় বাস করিয়া ভয়ানক জ্বরে সতত আক্রান্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও সামুদ্রিক তীব্র বায়ু উহাদিগের শরীর ত্বরায় জীর্ণশীর্ণ করিয়া ফেলে। বর্ষাকালে জ্বর ও উদরের পীড়া অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু উৎকট পীড়ার সময়েও আন্দামানীরা কদাচ কোনরূপ ঔষধ সেবন করে না। তাহারা কেবল রক্তবর্ণ মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করাকেই প্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করে, সুতরাং অকালমৃত্যু তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিচরণ করিয়া থাকে। এই-অকালমৃত্যু-জন্য তাহাদিগের সংখ্যাও বিরল। মৃত্যুর পর আন্দামানবাসীরা মৃত দেহ মৃত্তিকামধ্যে সমাধি করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়গণ মৃত দেহ পত্রাবৃত করিয়া বৃক্ষত্বকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া বন্ধন করে। পরে একহস্তপ্রমাণ গর্ত্ত খননপূর্ব্বক শবকে উপবেশন করাইয়া পূর্ব্বাস্যে রক্ষা করে। অনন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা ঐ দেহ প্রোথিত করিয়া তদুপরি বারিপূর্ণ একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, প্রেতাত্মা রজনীতে ঐ জল পান করিয়া পিপাসাশান্তি করিয়া থাকে। আন্দামানীদের মধ্যে যদি কোন মণ্ডলাধিপতির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তাহার সমাধির উপর পুষ্পমালা ও প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপন করা হয় এবং তাহার দেহ সমাধি করি-

বার অগ্রে সকলে সমবেত হইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। আন্দামানবাসীরা শ্মশানস্থানে বাস করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, কারণ ইহারা প্রেতযোনিকে অত্যন্ত ভয় করে। কিন্তু কোন ভিন্নজাতীয় লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তাহার প্রেতযোনিকেও ইহারা ভয় করে না। এই অসভ্য জাতি ধর্ম্মশূন্য নহে। ইহারা প্রতিপদের দিন চন্দ্রকলা দর্শন করিয়া তাহাকে আবাহনপূর্ব্বক নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

আন্দামানদ্বীপে শস্যোৎপাদনের রীতি নাই। অধিবাসী-দিগের মৃগয়ালব্ধ গণ্ডার, সমুদ্রের মৎস্য, কূর্ম্ম, ও শম্বুকাদি জীব, এবং ফলমূল প্রধান উপজীবিকা। বন্য জন্তুর মধ্যে বরাহমাংসকে তাহারা অতিশয় প্রীতিপ্রদ বোধ করে। শীত-কালই মৃগয়ার প্রশস্ত কাল। তাহারা মৃগয়াকালে ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। শুক্ল পক্ষে মৎস্যকচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু-সকল অধিকপরিমাণে ধৃত হয়; কিন্তু আন্দামালীরা তৎসমুদায় শুষ্ক বা লবণমিশ্রিত করিয়া রাখে না, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। এই জাতি সন্তরণে বিলক্ষণ পটু। ইহারা জাল বা টাঁটা দ্বারা মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং সমুদ্রোপরি বিচ-রণ করিবার নিমিত্ত শালতী বা ডোঙ্গা ব্যবহার করে। মৎস্য ধরিবার প্রণালীও ইহাদের অতি সহজ। ইহারা শালতী বা ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া লৌহফলকযুক্ত টাঁটা লক্ষ্যের উপর নিক্ষেপ করে। পরে লক্ষ্য বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ লৌহফলক বংশদণ্ড হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, কিন্তু লৌহফলকের সহিত একটী সুদীর্ঘ সূত্র সংযুক্ত থাকাতে বিদ্ধ মৎস্য সহজেই গৃহীত হয়। ইহারা এই কার্য্যে এমনি সুদক্ষ যে ইহাদিগের লক্ষ্য

প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত মধুক্রম ভগ্ন করিবার কালে এই অসভ্যদিগের বিশেষ কৌশল দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগের প্রাণ নষ্ট করে না। প্রথমতঃ সকলে একপ্রকার উদ্ভিজ্জ চর্ব্বণ করে। পরে তাহার রস মুখ-মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফুৎকারদ্বারা মক্ষিকাদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ উদ্ভিদ্-রসের মাদকতা-শক্তি আছে। মধু-মক্ষিকাগণ তৎপ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া উড়িয়া যায়। ইত্যবসরে ঐজাতীয়েরা সহজে মধুক্রমভঙ্গ ও মধুসংগ্রহ করে। উহারা কি পশুমাংস, কি মৎস্য, কি ফলমূল, সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কিংবা পাক করিয়া ভোজন করে। অপক্ক বা অগ্নিসংস্কারব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার করে না।

আন্দামানবাসীরা অতিশয় সুচতুর। তাহাদিগের স্মরণ-শক্তি বিলক্ষণ আছে। ভিন্নদেশবাসীরা তাহাদিগকে যে নামে আহ্বান করিয়া থাকে তাহারা তাহা কিছুতেই বিস্মৃত হয় না। বহু দিবসের পর যদি কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। শত্রুর সহিত সম্মিলন হইলেও এই রীতি অনুসৃত হয়।

নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদিগের অতিশয় আদরণীয়। তাহাদের ভাষা অতি গ্রাম্য ও অসভ্য। শব্দের স্বল্পতা-নিবন্ধন ঐ ভাষা বিদেশীয় ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ, ভাষার মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকায় তাহাদিগের গণনীয় বস্তুর সংখ্যা কোনরূপেই বুঝা যায় না। ঐ ভাষা তাহাদিগের স্বজাতীয়ের মধ্যেও আবার এত বিভিন্ন যে পূর্ব্ব-আন্দামানবাসীরা দক্ষিণ-আন্দামানের কথা বুঝিতে পারে না। লেখা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাহারা অঙ্ক

ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়, এবং লিপিদ্বারা ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্যের লেখা দর্শনে হাস্য করিয়া থাকে।

ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি।

ঈশ্বর এই জগতের কোন্ স্থানে কি উপায়ে কি কার্য্য সাধন করিতেছেন তাহা আমাদিগের মধ্যে যিনি যেপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেইপরিমাণে তিনি সুখী, সেইপরিমাণে তিনি জ্ঞানী, এবং সেইপরিমাণে তিনি জীবিত। যিনি জগতের নিত্য কার্য্যের মধ্যে তাঁহার ভাব ও হস্তচালনার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনের মূল্য অতি অল্প, তাঁহার জীবন ফলতঃ একটি অন্ধবেগবিশিষ্ট যন্ত্রবৎ।

বোধ হয় আমাদিগের মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সমুদ্র ও নদীতে নূতন নূতন দ্বীপসমুদায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ জলের উপরিভাগ হইতে এত উচ্চ হইয়া উঠে যে জল পরে যতদূর স্ফীত হউক না কেন, কোনমতেই তাহাদিগের উপরিভাগ সিক্ত করিতে পারে না। শুদ্ধ দ্বীপাদিরই যে এইরূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি হইতেছে এমত নহে, প্রত্যুত পর্ব্বত, সমভূমি, গুহা, ও নদীতল প্রভৃতি সমুদায় স্থানই উদ্ভিদাদির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়া বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কি উপায়ে ও কি নিয়মে ঈশ্বর এই বিশাল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এমন লোক নাই যাঁহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে যুগপৎ প্লাবিত না হয়!

এক উপায় দ্বারা সহস্র ব্যাপার সাধন করা ঈশ্বরের কার্য্যের একটি বিশেষ ও প্রধান রীতি। পৃথিবীর ভূভাগ যে উন্নত হইতেছে, সূর্য্যের তাপ, জল ও বায়ুর গুরুত্ব, এবং পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ প্রভৃতি কয়েকটি নৈসর্গিক ব্যাপার তাহার উপায়। এই কয়েকটি দৃশ্যতঃ সামান্য উপায়কে অস্ত্রস্বরূপ করিয়া ঈশ্বর কত স্থানে যে কতপ্রকার নির্ম্মাণ ও পতন সংসাধন করিতেছেন তাহা নির্দ্দেশ করা কাহার সাধ্য? ভূভাগের অন্যান্যস্থানাপেক্ষা সমুদ্র ও নদীর গর্ভস্থ দ্বীপ ও চরের উন্নতি অধিকতর দ্রুতবেগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, তাহার তথ্যালোচনাই, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা সহজ; অতএব আমরা অন্যান্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দ্বীপাদির বৃদ্ধি লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাহা হইলে, প্রস্তাবিত বিষয়টির সমুদায় অংশই আমাদিগের নিকট পরিস্কৃত রূপ ধারণ করিবে।

জলের স্রোত যে স্থান দিয়া মন্দ মন্দ ভাবে গমন করে, সেই স্থানে যে তদানীত বালুকা ও কঙ্করাদি আপন আপন গুরুত্ব বশতঃ অধস্থ হইয়া ক্রমে জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত রাশি হইয়া পড়ে, ইহা না বলিলেও সহজে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু কিছুদিন অন্তে ঐ মৃত্তিকারাশি কিপ্রকারে জলের উপরিতম ভাগ হইতেও উচ্চতর হইয়া উঠিয়া মনুষ্য, ইতর প্রাণী, ও বৃক্ষগুল্মাদির আবাসভূমি হইয়া উঠে তাহাই—সেই রহস্যজনক ব্যাপারই, আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। বালুকাদি সংগৃহীত হইয়া যে মৃত্তিকারাশি প্রস্তুত হয়, ভাটা বা বর্ষাঋতুর অন্তর্ধান বশতঃ জলের উপরিভাগ যখন তাহার নিম্নভাগে অবতরণ করে, তখন তাহার শিখর-

দেশ হইতে জলকণাসকল সূর্য্যতাপে বাষ্পীভূত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে জলকণাসকল যতই ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে, মৃত্তিকার আভ্যন্তরিক ছিদ্রসকল ততই শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে। এ দিকে নিম্নস্থ জলীয়াংশসকল বহিঃস্থ বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ঐসকল শূন্যগর্ভ ছিদ্র পূর্ণ করিতে থাকে। বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়া নিম্নস্থ জল যে কিরূপে ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহা সামান্য পিচ্‌কারীর কার্য্যকারিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। একটি পাত্রস্থ জলের মধ্যে পিচ্‌কারীর অগ্রভাগ নিমগ্ন করিয়া যদি তাহার শলাকাটি টানিয়া উপরে উঠান যায়, তাহা হইলে পিচ্‌কারীর মধ্যে জল উঠিয়া সমুদায় শূন্য স্থান পূর্ণ করে। পিচ্‌কারীর চতুর্দ্দিক্‌স্থ জল, উপরিস্থ বায়ু দ্বারা পিষ্ট হয় বলিয়াই, ঊর্দ্ধে উঠিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শূন্য স্থান পূর্ণ করে। দ্বীপাদির বহিঃস্থ জলরাশিও ঐরূপে বাহ্য বায়ু দ্বারা পিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং তাহাতেই তাহাদিগের উপরিভাগস্থ ছিদ্রসকল নিয়ত সূর্য্যতাপে শূন্যগর্ভ হইয়াও পূর্ণগর্ভ হইতে থাকে। দ্বীপাদির সমুদায় আয়তন মধ্যে যে এইরূপে বহিঃস্থ জলের সার্ব্বক্ষণিক আগমন হইতে থাকে, ইহাই তাহাদিগের বৃদ্ধির এক প্রধান উপায়। কারণ, জল যখন বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন তাহার সহিত যেসমুদায় পদার্থ মিশ্রিত ছিল তৎসমুদায় পৃথক্ হইয়া পড়ে, এবং, বায়ু অপেক্ষা তাহাদিগের ভার অধিক বলিয়া, নিম্নেই থাকিয়া যায়। ঐসকল পদার্থ দ্বীপাদির শিখরদেশস্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এইনিমিত্ত দ্বীপাদির কলেবর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জলের গুরুত্বও দ্বীপাদির উন্নতিবিষয়ে বিস্তর পোষকতা করে। যদি কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন শিথিলাণু বস্তুকে জলের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে জল আপন গুরুত্ব বশতঃ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যে কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়া তুলে, ইহা, বোধ হয়, সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেইরূপ, জোয়ার বা বর্ষার সময়ে দ্বীপাদি যখন চতুর্দ্দিকৃস্থ জলের মধ্যে নিমগ্নপ্রায় হয়, তখন জল তাহাদিগের অভ্যন্তরে বেগে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ঊর্দ্ধাধোভাবে কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়া উঠায়। জোয়ার বা বর্ষার অবসানে জল যখন অধোমুখ হইয়া নিম্নগামী হয়, তখন দ্বীপাদিও অনেকপরিমাণে শুষ্কতাপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগের স্ফীতির সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। কারণ, তাহাদিগের অভ্যন্তরভাগের সহিত জলস্থ বিবিধ পদার্থ মিলিত হওয়ায়, তাহাদের আয়তনের যে দৃঢ়তর বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা জলের বহির্গমনে কোনমতেই ক্ষয় হইতে পারে না। অপরন্তু, জলপ্রবেশবশতঃ স্ফীত হইবার সময় মৃত্তিকার দানাসকল যেরূপ পরস্পরাবলম্বনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, জলের অপসরণ বশতঃ কিরূপে তাহারা অন্যভাব ধারণ করিবে? সুতরাং জোয়ার বা বর্ষার সময় দ্বীপাদি যতদূর স্ফীত হয়, তাহার অবসানে আপন গুরুত্ব নিবন্ধন কুঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু ঠিক্ ততদূর হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক জোয়ার বা বর্ষা দ্বারা দ্বীপাদির অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি সংসাধিত হয়।

দ্বীপাদির মৃত্তিকা প্রথমতঃ এরূপ বালুকাময় থাকে যে, তাহাতে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে না, জীবগণ বাস করিতে

পারে না, ঐ দ্বীপাদিকে তখন একপ্রকার মরুভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, তিনি যেমন পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দ্বীপাদির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দেন, তেমনি বালুকার সহিত বিবিধজাতীয় পদার্থ আনিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহাকে অল্প কালের মধ্যেই সুদৃঢ় মৃত্তিকায় পরিণত করেন! এইরূপে নূতন দ্বীপ কিছুদিনের মধ্যেই তাহার বাহ্যপরিহিত কর্কশ মরুবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিদ্বর্ণ-তৃণলতা-ও-প্রাণিপুঞ্জ-শোভিত মনোহর বেশ ধারণ করিয়া পিতার জয়ঘোষণা করিতে থাকে।

যেসকল উপায় দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগের প্রস্তাবিত ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগই বিশেষ কার্য্যকর। পৃথিবী যে প্রতিনিয়ত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা কি প্রাচীন পণ্ডিতগণ, কি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয়। এই সার্ব্বক্ষণিক আবর্ত্তন হইতে দ্বীপাদির কলেবর যে কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একটী সামান্য দৃষ্টান্তের প্রতি মনঃসমাধান করা কর্ত্তব্য। যখন কোন শকট দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, তখন তাহার চক্রগুলির পরিধিতে কর্দ্দমাদি যাহা কিছু সংলগ্ন হয়, তাহা সবেগে তাহা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। যে নিয়মে শকটচক্রসংলগ্ন কর্দ্দমাদি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই নিয়মেই পৃথিবীর সার্ব্বক্ষণিক-আবর্ত্তন-নিবন্ধন দ্বীপাদির শিথিলাণু মৃত্তিকারাশি অধিকতর শ্লথিতবন্ধন হইয়া ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকে। শুদ্ধ যে মৃত্তিকারাশিই স্ফীত হইতে থাকে এমত নহে, উক্ত-বেগ-বশতঃ নিম্ন জলকণাসকল কৈশিক পন্থাসমুদায় অব-

লম্বনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বয়েরও পোষকতা করিতে থাকে। অপরন্তু, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা মধ্যভাগে উহার আবর্ত্তনবেগকে অধিকতর প্রবল করিয়া দিয়া ঈশ্বর একটী অসাধারণ মঙ্গল সাধন করিতেছেন! ঐ বেগ এবং সূর্য্যতেজের প্রবলতা নিবন্ধন প্রান্তদ্বয় অপেক্ষা পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ সাগরাদিতেই অধিকসংখ্যক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের বাসস্থানের প্রাশস্ত্য সম্পাদন করিতেছে। প্রান্তদ্বয়ে অধিক দ্বীপ নির্ম্মিত হইলে, ভীষণতম শীতের দৌরাত্ম্যে তাহা উদ্ভিদ্ ও প্রাণী মাত্রের বাসোপযোগী হইতে পারিবে না, এই কারণেই, বোধ হয়, তাঁহার এতদ্বিষয়ে এইরূপ বিধান হইয়াছে।

দ্বীপাদির যেরূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি, সেইরূপ আবার বাহ্যোন্নতিও হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে উদ্ভিদ্ ও জীবশরীর গলিত হইয়া মৃত্তিকারূপ ধারণপূর্ব্বক দ্বীপাদির উপরিভাগে অবস্থিতি করে এবং বায়ুসহযোগে স্থানান্তরের পদার্থকণাসমুদয় আসিয়া তাহাদিগের উপরিভাগে পতিত হয়, ইহাতেই অল্পে অল্পে তাহাদের বাহ্যোন্নতিও সাধিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর যেসকল উপায়ে নূতন নূতন দ্বীপ ও চর নির্ম্মাণ করিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণিপুঞ্জের নব নব বাসস্থান প্রস্তুত করিতেছেন, তদ্দ্বারা পুরাতন ভূভাগের উপরিতম প্রদেশ অল্পে অল্পে সমুন্নত ও দৃঢ় করিয়া বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু জগতের সমুদায় ভৌতিক বৃদ্ধিরই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন; এইহেতু দ্বীপই হউক আর পুরাতন ভূভাগই হউক, কিছুই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যাহা অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত উন্নত হয়

নাই, তাহা প্রতিনিয়তই কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং যাহা সীমাস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা আর উন্নত না হইয়া গলিত বা স্খলিতাণু হইতেছে। সমভূমি হইতে যে নূতন পর্ব্বতাদি উত্থিত হইতেছে, পুরাতন অট্টালিকাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি উন্নত হওয়ায় তৎসমুদায় যে প্রোথিত হইয়া পড়িতেছে, পর্ব্বতশিখর যে সময়ে সময়ে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, এবং নদীতল প্রভৃতি নিম্ন স্থানও যে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, এইসমুদায়ই এক বৃদ্ধিব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত। এইসমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে কে না জ্ঞান, শক্তি, ও প্রেমের আকর ঈশ্বরের হস্তাঙ্গুলির নিদর্শন দেখিতে পান ?

মিতাহার।

মনুষ্য যেপ্রকার আহার করে, তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ হয়। মদ্যমাংসাদি পানভোজন করিলে, পশুবৃত্তিসকলই যে বিশেষ প্রবল হইয়া থাকে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তাহার সহস্র সহস্র জীবিত দৃষ্টান্ত আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব প্রাণান্তেও মাদকদ্রব্য কিংবা তাদৃশ অনিষ্টকর পদার্থসকল পানভোজন করিবে না। যাহাতে আসুরিক ভাব বৃদ্ধি পায়, রাক্ষসবৃত্তি প্রবল হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল অতিমাত্র উত্তেজিত হয়, শোণিতরাশি উত্তপ্ত হয়, মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকলকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, কদাচ তাহা স্পর্শও করিবে না।

পরিমিতরূপে পানভোজন করিবে। কদাচ লোভপরতন্ত্র হইয়া অতিভোজন করিবে না। অতিভোজন করিলে বল-

বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা শরীর রুগ্ন হয়, পরমায়ু হ্রাস হয়, চিত্ত অবসন্ন হয়, লোকসমাজে ঔদরিক বলিয়া নিন্দিত হইতে হয়।

পরিমিতরূপে শুদ্ধান্ন অর্থাৎ ফলমূলশস্যাদি ভোজন করিলে, শরীরের বলাধান হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, চিত্ত প্রসন্ন থাকে, মস্তিষ্কের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, সংক্রামক পীড়ায় সহসা শরীর আক্রান্ত হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শুদ্ধান্ন ভোজন করিবে। কদাচ অশ্রদ্ধা বা অনভিরুচির সহিত পানভোজন করিবে না; তদ্দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয়, ও ভোজনে তৃপ্তিলাভ হয় না।

উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, অন্যকেও ভোজনপানাবশিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিবে না। উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে প্রথমেই ঘৃণা ও অতৃপ্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ভোজনে অতৃপ্তি হইলে রোগোৎপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের ভোজনপানাবশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিলে সংক্রামক পীড়াদি উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ পুনঃ ভোজন করিবে না, তাহাতে আহারেচ্ছাই প্রবল হইয়া, ক্রমে ঔদরিক হইয়া পড়িতে হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও বলবৃদ্ধির জন্যই ভোজনপানের প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বলিয়াই কেবল আহারচিন্তাতে বা আহারায়োজনে কিংবা ভোজ্যদ্রব্যের দোষগুণজল্পনাতেই কদাচ কালক্ষেপ করিবে না। তাহাতে মনুষ্যের কেবল পানভোজনলালসাই অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া, তাহাকে জ্ঞানানুশীলন ও পরমার্থচিন্তা হইতে বিচ্যুত করে। আহারবিষয়ে বিশেষরূপে সংযমী হইবে। মনুষ্য ত পশুপক্ষী নহে যে দিবানিশি

কেবল আহার আহার করিয়াই ভ্রাম্যমান হইবে! তাহার মন ও আত্মার ক্ষুৎপিপাসানিবারণই প্রধান কার্য্য; সেই ক্ষুধার অন্ন, সেই তৃষ্ণার জল, সংগ্রহ করাই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কালাতিপাত করিবে। সামান্য অন্নের লোভলালসায় কদাচ বিক্ষিপ্তমনা হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না।

আহারকালে চিত্তের স্থৈর্য্য-ও-তুষ্টিসম্পাদন জন্য মাঙ্গল্য বস্তু সন্দর্শন করিবে। আর্দ্রপদে প্রহৃষ্টহৃদয়ে কোমল আসনে সুখোপবিষ্ট হইবে। ওষ্ঠ-ও-কণ্ঠশোষ-নিবারণ জন্য এবং রসনাকে খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃত স্বাদগ্রহে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ভোজনাগ্রে মুহুর্ম্মুহুঃ জলগ্রহণ করিয়া মুখবিবর প্রক্ষালন ও আর্দ্র করিবে; ইহাই আচমনক্রিয়া বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। কদাচ আহারকালে হৃদয়ে দুশ্চিন্তা, ভয়, ও ক্রোধকে স্থানদান করিবে না, এবং বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। এইসকল উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এইসমস্ত উপদেশ, এবং এতদনুরূপ যেসকল রীতিপদ্ধতি আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আর্য্য ঋষিদিগের সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শনসকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়!

ভোজনকালে হাস্যপরিহাস ও বাক্যালাপে প্রমত্ত হইলে ভোজ্যদ্রব্য, গলাধঃকরণসময়ে বিমার্গগতিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা অসামান্য কষ্ট, এমন কি, সময়বিশেষে প্রাণ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। দুশ্চিন্তা, ভয়, ও ক্রোধের সহিত পানভোজন করিলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং পানভোজনজনিত উপকার বা তৃপ্তিলাভ হয় না। সুতরাং

অজীর্ণতানিবন্ধন নানা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তৃষ্ণার সময় আহার করিলে গুল্ম এবং ক্ষুধার সময় জলপান করিলে জলোদর রোগ জন্মিতে পারে। হস্তপদপ্রক্ষালন ও আচমন-পূর্ব্বক যে পানভোজন করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে, স্বাস্থ্যবর্দ্ধন এবং চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনই তৎসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা সেইসকলের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাগুক্ত নিয়মপালনকে কুসংস্কারমধ্যে পরি-গণিত করিয়া থাকি!

লোকে পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্য্যে—আহারবিহারে—উন্মত্ত হইয়া জীবনকাল বিফলে অতিবাহিত করে। ভোগস্পৃহাকে সংযত করিয়া জ্ঞানস্পৃহা ও ধর্ম্মস্পৃহাকেই প্রদীপ্ত করিতে যত্নশীল হইবে। মন ও আত্মার অলঙ্কারসকল যাহাতে পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন হয় তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে। মন ও আত্মারই পোষণের জন্য শরীর, শরীরের জন্য মন ও আত্মা নয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া পানভোজনবিষয়ে সংযমী হইবে। কদাচ আহারাদির ব্যভিচারদোষে সংলিপ্ত হইবে না।

মনুষ্যের পরমায়ু।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীতি হইবে যে, সচ-রাচর মনুষ্য যতদিন জীবনধারণ করিয়া থাকে, মনুষ্যের আয়ু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেমন কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবদিগের আয়ুর কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ফ্রান্স্‌দেশীয় সুবিখ্যাত প্রাণি-

তত্ত্ববিদ্ বর্ফোঁর মতে এক শত বৎসর মনুষ্যের আয়ুর নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক কাল। আমাদিগের দেশেও "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতি প্রচলিত আছে। ক্লারিজ-নামক ইংলণ্ডীয় কোন জলচিকিৎসক বলেন যে, যে সময়ের মধ্যে এই পৃথিবীর কোন জীব পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সেই সময়ের আটগুণ সময় জীবিত থাকিতে দেখা যায়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দুই শত বৎসর মনুষ্যের আয়ুর স্বাভাবিক সময়; কারণ, সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে মনুষ্য পঞ্চবিংশতি বৎসরে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের বিবেচনায় ক্লারিজ্ সাহেবের মত অনেকপরিমাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক ব্যক্তি পূর্ণ দুই শত বৎসর না হউক এক শত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক কাল জীবিত ছিল। পিত্রাক্ জার্তেন্ নামক হঙ্গেরিদেশীয় একজন কৃষক এক শত পঁচাশি বৎসর জীবিত ছিল। সে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করে এবং ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়। লুইজা ফ্রাঙ্কো নাম্নী দক্ষিণ-আমেরিকানিবাসিনী এক কাফ্রী স্ত্রী এক শত পঁচাত্তর বৎসর জীবিত ছিল। হেন্‌রি জেন্‌কিন্স্-নামক এক জন দরিদ্র ব্যবসায়ী ইংরাজ এক শত উনসত্তর বৎসর জীবিত ছিল। টমাস্ পার্ নামক এক জন ভদ্র ইংরাজ এক শত বায়ান্ন বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, টমাস্ পার্ তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হয়েন। তিনি তথায় নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণতাদোষে রোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর কতকগুলি সুদক্ষ চিকিৎ-

সক তাঁহার মৃত শরীর পরীক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন যে, টমাস্ পারের শরীরস্থ ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড, এবং খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবার যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় ছিল, এবং যদ্যপি পার্ রাজবাটীতে অপরিমিতরূপে গুরুপাক দ্রব্যসকল ভক্ষণ না করিতেন তাহা হইলে তিনি আরও অনেক বৎসর জীবিত থাকিতে পারিতেন। কাউণ্টেস্ ডেস্মণ্ড্ নাম্নী ইংলণ্ডীয় এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রী একশত পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি এক শত চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যহ দুই তিন ক্রোশ ভ্রমণ করিতে পারিতেন, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুপারি বৃক্ষে অনায়াসে আরোহণ করিতে পারিতেন। এক সুপারি বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াই তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হয়েন। গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গেলেন্ এক শত চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কোন কোন ইংরাজ পরিব্রাজক তাঁহাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আরব দেশে দুইশত বৎসর বয়স্ক মনুষ্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও ইউরোপে এবং আমেরিকায় অনেক ব্যক্তিকে একশত বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিতে দেখা যায়। যখন দেখা যাইতেছে যে অনেক লোক একশত বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুযায়ি কার্য্য করা ব্যতীত কোন অলৌকিক কিংবা অস্বাভাবিক উপায়ে এরূপ দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন না, তখন আমরা প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বফোঁর মত কিংবা আমাদিগের দেশে প্রচলিত 'শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ' এই শ্রুতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

ইহা কোনক্রমেই অপ্রাকৃতিক কিংবা অসম্ভব নহে যে, যদি কোন ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত-নিয়মানুসারে লালিত পালিত হয় ও চলে, তাহা হইলে সে অন্যূন দুইশত বৎসর অথবা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যায়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকিতে পারে। মনুষ্য যদি শরীররক্ষার সমস্ত নিয়ম জানিতে ও সেইসমুদায়-নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে সে রোগশূন্য হইয়া তাহার আয়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল এই পৃথিবীতে অনায়াসে জীবিত থাকিতে পারে।

জগদীশ্বর আমাদিগের পার্থিব জীবনের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেক মনুষ্যের সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের মঙ্গলই উদ্দেশ্য। তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা আমাদিগের অনন্ত মঙ্গলের জন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, আমাদিগের অমঙ্গলের পথ আমরাই উদ্ঘাটন করিতেছি!

জীবনের সাফল্য।

সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইবার প্রবলা আশা মনুষ্যমাত্রে-রই মনে বিরাজ করিতেছে। জীবনের অল্পতা জন্য মহা আক্ষেপ না করিয়া থাকে, পৃথিবীমধ্যে প্রায় এরূপ মনুষ্যই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, যে প্রিয় জীবনের পলার্দ্ধমাত্রের ন্যূনতা কোনক্রমেই মনুষ্যের সহ্য হয়

না, অনেকে সেই জীবনের অধিকাংশ কালকে স্বহস্তে ধ্বংস করিয়াও কিছুমাত্র ক্ষোভপ্রাপ্ত হয়েন না! কোন কোন ব্যক্তির জীবনকে যদি বিংশতি অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে তাহাদিগের সমস্ত আয়ুর ঊনবিংশতি ভাগ নিরর্থক গত হইয়াছে।

নিদ্রায় ও আলস্যে কালক্ষেপ করিলে সে কালের কিছু-মাত্র সার্থকতা হয় না। কুকর্ম্ম ও কদর্য্যালাপদ্বারা কালক্ষেপ করা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। এ জীবন আমাদিগের নিত্য তীর্থযাত্রার পথস্বরূপ, অতএব সেই সুরম্য সরণিকে পুণ্যকর্ম্মরূপ রত্নশ্রেণীতে শোভিত না করিয়া কুকর্ম্মরূপ অস্পৃশ্য পঙ্ক দ্বারা মলিন করা কখনই বুদ্ধিচৈতন্যবিশিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি কুকর্ম্মে ও আলস্যে সময় নিরর্থক নষ্ট করিয়া দীর্ঘ জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুলিত হয়, তাহার তুল্য হাস্যাস্পদ আর সংসারমধ্যে কে আছে? প্রত্যেক কুসুমলতা উচ্ছিন্ন করিয়া কুসুমকাননের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা যেমন অসঙ্গত, উল্লিখিত ইচ্ছাও সেইপ্রকার অকিঞ্চিৎকর।

পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সর্ব্বসুখকর মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতিপালন করিবার জন্য আমাদিগকে অবনিমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব যে কাল তাঁহার অনুজ্ঞানুগতকার্য্য-সাধনে গত হয়, তাহাই আমাদিগের যথার্থ জীবন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বৎসর যেমন বসন্তাদি ঋতুতে বিভক্ত, পরমেশ্বর আমাদিগের জীবনকে সেইরূপ বাল্য-যৌবনাদি অবস্থা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং উহার প্রত্যেক অবস্থারই পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। উহার মধ্যে কোন অবস্থা বিফলে গত হইলে কোনপ্রকারেই অন্তে তাহার ফলভাগী হইবার উপায় হয় না। বর্ষার পূর্ব্বে ধান্যাদি রোপণ না করিলে যেমন হেমন্তাদি ঋতুতে কখনই তদুৎপন্ন শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইপ্রকার বাল্যাদি কালে উপযুক্তমত-যত্ন-ও-শ্রম-সহকারে বিদ্যাধনাদি উপার্জ্জন না করিলে, বৃদ্ধাবস্থায় কোন-প্রকারেই তদুৎপন্ন সুখ উপভোগ করা সাধ্য হয় না। দ্রুত-গামী বায়ুর ন্যায় কাল প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে, এবং আমাদিগের জীবনের যে কাল গত হইতেছে, সে কাল জন্মের মত আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে; অতএব সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া প্রতিক্ষণই সেই পরম পুরুষের শুভাভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া জীবনের সার্থকতা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বহিতকর্ত্তা বিশ্ববান্ধবের এমত আশ্চর্য্য কৌশল নহে যে, কোনমতে অতি যৎকিঞ্চিৎ কালও আমাদিগের বৃথা গত হইতে পারে। আমরা যত্ন করিলে সকল কালেই আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জীবনকে সফল করিতে পারি। জনসমাজে বাস করিয়া দরিদ্রের দুঃখ মোচন করা, অজ্ঞকে উপদেশ প্রদান করা, বিপন্ন ব্যক্তির সন্তাপ হরণ করা, উপ-যুক্ত ব্যক্তির যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করা, ক্রোধনের ক্রোধা-নল নির্ব্বাণ করা, এবং দ্বেষি ব্যক্তিকে শান্ত করা প্রভৃতি যেমন মনুষ্যের নিত্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ বিরল স্থানে বাস করিলেও মনুষ্য বহুবিধ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধন করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিতে পারে। নির্জ্জনবাস আত্মানুসন্ধান করিবার একমাত্র উপযুক্ত উপায়। জনশূন্য বিরল স্থানে

অবস্থিতি করিয়া আমারা যেপ্রকার স্বীয় স্বীয় পূর্ব্বচরিত্র স্মরণপূর্ব্বক তাহার দোষাদোষ নির্দ্দেশ করিতে পারি, সে-প্রকার আর কোন সময়েই করিবার সামর্থ্য হয় না; কিন্তু গতানুস্মরণ ও পরিণামদর্শন প্রভৃতি নির্জ্জনবাসের যতপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, অনন্তব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা আদিকারণের মহিমা চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুখকর।

যদিও মনুষ্যজাতির এরূপ প্রকৃতি নহে যে, সর্ব্বদা এক-প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অথবা অবিশ্রান্ত কার্য্য করিয়া কোনমতে সুখভোগ ও শরীরধারণ করিতে সক্ষম হয়, তথাপি কুক্রিয়াবলম্বন ও বৃথা কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কার্য্যের প্রকারভেদ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। জগদীশ্বর মনু-ষ্যকে এত সৎকার্য্য-সাধনের অধিকারী করিয়াছেন যে, মনুষ্য যদি প্রতিদণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ সৎক্রিয়া সংসাধনপূর্ব্বক আপনার চিরায়ু নিঃশেষ করে, তথাপি তাহার শেষ হয় না। গ্রন্থা-ধ্যয়ন যেমন একটী সৎক্রিয়া, শারীরিক ব্যায়াম সেইরূপ একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করা যাদৃশ কর্ত্তব্য, নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া জগদীশ্বরের বিচিত্র রচনা সন্দর্শন করা তেমনি সদনুষ্ঠান। পিতাকে ভক্তি করা যেমন উচিত, পুত্রকে স্নেহ করা তদ্রূপ বিধেয়। দীন ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখ মোচন করা যেপ্রকার উচিত, পরিমিতরূপে পানভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া স্বীয় শরীর রক্ষা করা সেইপ্রকার সাধু কার্য্য। সংসারমধ্যে যে এমন কতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন সৎকর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য; অতএব বিবিধব্যাপারসাধনের

সুখভোগ করিবার জন্যও কস্মিন্‌কালে অসৎক্রিয়া অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা হয় না।

অনবরত-কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে আমোদপ্রমোদদ্বারা শ্রান্তি দূর করা মনুষ্যজাতির নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু বিশ্রামকালে অনর্থক ও অলীক কার্য্যে আমোদিত হইয়া কালহরণ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। সংসারমধ্যে এতপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ আছে যে, আমরা অনায়াসে তদবলম্বনদ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া সুখী হইতে পারি, অথচ তাহাতে করিয়া আমাদিগের জীবনেরও সাফল্য হইতে পারে। অশ্লীল ও অনুচ্চার্য্য পরিহাসবাক্যের প্রসঙ্গ দ্বারা স্বীয় রসনাকে দূষিত ও স্বভাবকে কলুষিত করিয়া অনেকে আমোদিত হয়েন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কখনও উক্ত কর্ম্মকে বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের যোগ্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। তাসপাশকাদি ক্রীড়া দ্বারা কালহরণ করাও সর্ব্বদাই জনসমাজে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উক্তপ্রকার সামান্য কার্য্যে সময় নষ্ট করাও মনুষ্যসদৃশ মহৎ জীবকে শোভা পায় না।

বিশ্রামকালে কাব্যরসের অনুশীলন ও সদ্বিদ্যাশালী সাধু মিত্রের সদালাপ উপভোগাপেক্ষা কি শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত প্রভৃতি বর্ণবিভেদ আলোচনাপূর্ব্বক সামান্য ক্রীড়া অবলম্বন করা অধিক বিনোদকর? সংসারমধ্যে যতপ্রকার সুখের ব্যাপার বর্ত্তমান আছে, বোধ হয়, মনোমত মিত্রের মুখবিগলিত সুধাসম মিষ্টালাপের তুল্য আর কিছুই নাই। প্রিয় বন্ধুর সহিত মিষ্টালাপ করিবার সময় হৃৎপদ্ম যেপ্রকার বিকসিত হয়, সেপ্রকার আর কিছুতেই হয় না। অতএব

বিশ্রামকালে আমরা সুবিজ্ঞ বন্ধুর সহিত সদালাপ করিয়া অনায়াসে সময়ের সার্থকতা করিতে পারি।

সুশ্রাব্য সঙ্গীতের আলাপও একপ্রকার উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ আমোদ। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সুস্বর এক ব্যক্তি যদি মধুর স্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে অপরাপর দশ ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে সুখী হইতে পারেন। অতএব যৎকালে কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া আমোদপ্রমোদে কালক্ষেপ করিতে বাসনা হয়, তখন সুললিত সঙ্গীতশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনের সাফল্য করা সাতিশয় সুখদায়ক। সঙ্গীতের সুধাময়-রস-ভোগের তুল্য নির্দ্দোষ আমোদ অতি দুর্লভ। সঙ্গীতের সম্মোহনী শক্তি দ্বারা শ্রোতা ও গাতা উভয়েই অপার সুখ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এস্থলে মনোমধ্যে এই বিষম আক্ষেপ উপস্থিত হইতেছে যে, এমন মধুময় সঙ্গীতরস মধ্যে মধ্যে পাপময় পঙ্কিল স্থানে পতিত হইয়া দূষিত ও সাধুদিগের অগ্রাহ্য হইয়া থাকে! কিন্তু যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রার্থনীয় পীযূষ পান করিয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা যে উহাকে অস্পৃশ্য কুৎসিত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

প্রসারিত প্রান্তর, সুনির্ম্মল নদীর তীর, ও সুচারু-কুসুমলতা-পরিপূরিত পুষ্পকানন প্রভৃতি রমণীয় স্থানে বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়াও উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা যায়। জনসমাজের মধ্যে অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিয়া তদবসানে যিনি কখনও উল্লিখিতরূপ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন উক্তপ্রকার নিভৃত

স্থানে ভ্রমণদ্বারা মনোমধ্যে কিপর্য্যন্ত আনন্দের উদয় হয় এবং কতই বা শরীরের শ্রান্তি দূরে গমন করে! সংসারমধ্যে এপ্রকার শতসহস্র নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট আমোদের বিষয় বিদ্যমান আছে; তাহা অবলম্বন করিয়া লোক অনায়াসে কর্ম্মশ্রম দূর করিয়া সুখী হইতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে আমোদ-প্রমোদের জন্য পলার্দ্ধমাত্রও বৃথা ক্ষেপণ করিতে হয় না। সে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারেই সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হয়, এবং তাহারই জীবন প্রকৃত জীবন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মানবজীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি।

বয়সের পরিবর্ত্তন, সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, বন্ধুতার পরিবর্ত্তন, পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কথা নাই।

বাল্যকাল কেবলই ক্রীড়ার কাল। বালক সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্রীড়া করে। ক্রীড়া, কেবলই ক্রীড়া, সে ক্রীড়ার আর অন্ত নাই। তাহাকে জগৎ কেবল একটী বৃহৎ ক্রীড়ালয় বলিয়াই প্রতীত হয়। সমস্ত জীবন কেবল ক্রীড়াতেই অতি-বাহিত হইবে তাহার এইরূপ বোধ হয়। বালকের অভিনব দৃষ্টিতে সকল বস্তু ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভনরূপে প্রতীত হয়, সমস্ত জগৎ অতীব মনোহর বলিয়া জ্ঞান হয়। যৌবনের প্রারম্ভে কি উদ্যম, কি ভরসা, কি আশা! ঐ সময়ে, কতই বিদ্যা উপার্জ্জন করিব, কতই ধন লাভ করিব, এইরূপ

আশার উদ্রেক হয়। সেসকল কেবল আশা বলিয়া প্রতীত হয় না, নিশ্চিত বলিয়াই জ্ঞান হয়। কিন্তু যতই আমাদিগের বয়সের আধিক্য হইতে থাকে, ততই আমাদিগের আশাতরু-সকল একে একে ছিন্নমূল হইতে থাকে, ততই সংসারের শীতলতা আমাদিগের মনকে আশ্রয় করে। যৌবনকালে সকল বস্তু যেরূপ মনোহর বলিয়া বোধ হইত, বার্দ্ধক্যে আর সেরূপ বোধ হয় না। বার্দ্ধক্যে আশা ও উদ্যমের হ্রাস হয়; বৃদ্ধ মনুষ্য নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া কালযাপন করে। যৌবনের প্রারম্ভে সকল মনুষ্যকেই সাধু বলিয়া বোধ হয়, মন সকলকে আন্তরিক বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু যখন আমরা দেখি সরলভাবে সমর্পিত চিত্তকে লোকে আপনার হস্তে পাইয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে নির্যাতন করে, যখন বন্ধুতাতে আমরা আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হই, তখন বার্দ্ধক্যে স্বভাবতঃ মনুষ্যের প্রতি সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংশয়ই আবার দুঃখের কারণ হয়। কোন কবি কহিয়াছেন, "প্রেমিক, উন্মত্ত, ও কবি এই তিন জন কল্পনাঘন ব্যক্তি, অর্থাৎ তাহারা কল্পনাতে পরিপূর্ণ।" এই তালিকাতে আমি বালককে সংযোগ করিতে চাই, বালকও কল্পনাঘন ব্যক্তি। সে কল্পনার বিস্তীর্ণ রাজ্যে সর্ব্বদাই সঞ্চরণ করিতেছে। যতই আমাদিগের বয়সের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কল্পনার প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে, ততই যুক্তিবৃত্তির প্রবলতা হইতে থাকে। যুক্তিবৃত্তি পরিশেষে এমন প্রবল হইয়া উঠে যে, যুক্তির তুষারময় ক্রোড়ে প্রীতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আমাদিগের সাংসারিক অবস্থার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন

হইতেছে। যে সুখ আমরা উপভোগ করি, ঠিক্ সেইপ্রকার সুখটি আর আগমন করে না। যে দুঃখ আমরা ভোগ করি, ঠিক্ সেইপ্রকার দুঃখটি আর আগমন করে না। আমাদিগের সাংসারিক অবস্থা সূর্য্যাস্তকালীন আকাশের বর্ণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়। যখন আমরা দুঃখের অবস্থায় থাকি, তখন বোধ হয় যে এ দুঃখের আর শেষ হইবে না; কিন্তু হঠাৎ আমরা একবারে আশার অতীত সুখ প্রাপ্ত হই। যখন আমরা সুখের অবস্থায় থাকি, তখন মনে হয় যে এই সুখের আর শেষ হইবে না; কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ এমনি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় যে বোধ হয় সে বিপদ আর আমরা অতিক্রম করিতে পারিব না। কিন্তু তাহাও আবার আমরা অতিক্রম করিয়া উঠি। বিপদের সময়ে পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত হইয়া মনের যেরূপ অবসাদ উপস্থিত হয়, বোধ হয় মনের সেরূপ অবসাদভাব কখনই তিরোহিত হইবেক না। কিন্তু মানবমনের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতাগুণ-নিবন্ধন তাহাও তিরোহিত হয়।

পৃথিবীতে বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সেই এক কাষ্ঠাসনের উপর আমরা যে কএক জন বসিতাম, যাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখশ্রী এক্ষণে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় স্মরণ হইতেছে, যাঁহাদিগের সঙ্গে এরূপ গাঢ় বন্ধুতা ছিল যে তাহার বর্ণনা করা যায় না, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ পরলোকে গমন করিয়াছেন, কেহ দেশান্তরে গমন করিয়াছেন আর ফিরিয়া আইসেন নাই, এবং কেহ কেহ বা এমন শীতলচিত্ত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগের নিকট হইতে এক্ষণে বন্ধুতার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা-

কারণ-বশতঃ বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়। মতপরির্ত্তন-নিবন্ধন বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়, সাংসারিক অবস্থার প্রভেদ-নিবন্ধন বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়, অনেকদিন পর্য্যন্ত দূরে অবস্থিতি-নিবন্ধন বন্ধুতার পরিবর্ত্তন হয়।

পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন, কেবলই পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা কোথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইব? কোথায় গিয়া আমরা মনের আরাম ও প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হইব? সেই ধ্রুব সত্য অচল সনাতন পুরুষই একমাত্র প্রাণারাম পদার্থ, একমাত্র প্রকৃত শান্তির নিকেতন।

১২৮২ শকে অর্থাৎ ১২৬৭ সালে পশ্চিমপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে দানসংগ্রহার্থ আদিব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

উত্তরপশ্চিমে দারুণ মৃত্যু যেপ্রকার নির্দ্দয়রূপে এক্ষণে শাসন করিতেছে—চিতাগ্নির সহিত শোকানল দাবানলের ন্যায় যেপ্রকার অহর্নিশ প্রজ্বলিত হইতেছে, আমাদের কিঞ্চিৎ দানে তাহার উপশম হইবে! যে স্থানে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রিয় ভূমি। সেই প্রদেশই আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আকরস্থান আমাদের ঋষিরা সরস্বতীনদীর তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখ হইতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই জীবন্ত মহাবাক্য বিনির্গত হইয়াছে; তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্ত্তন করিতেছি। আহা! সেখান

কার লোকেরা এক্ষণে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে! সেই-দাবানল-নির্ব্বাণের নিমিত্ত, আমাদের যাহার যে ক্ষমতা, যৎকিঞ্চিৎ বারিদানে যেন ত্রুটি না হয়। সেই ভারতভূমির প্রধান স্থান,—সেখানকার সকলে শোকেতে, দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে জর্জ্জরিত হইতেছে! তাহাদের এই দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা কি ব্যাকুল হইব না? আমরা কোন্ প্রাণে তাহাদের এই দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এপর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে! মৃতকল্পা মাতার উষ্ণ নিশ্বাস এখানপর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের সমুদায় শরীর দগ্ধ করিয়া দিতেছে! এস আমরা সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া সেই দুঃখ নিবারণ করি। ইহাতে আমরা কেবল আমাদের ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিব এমন নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিতারও কার্য্য করা হইবে। এই এক স্থলে বসিয়াই আমাদের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধন হইবে। সকলে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন কর। প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত কর। যে প্রীতি সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির ভাব ধারণ করিবে, তাহা কি এই সঙ্কীর্ণ ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত হইবে না? সেই পশ্চিমবাসিগণ, যাহাদের সঙ্গে আমাদের এমন নিকট সম্বন্ধ, যাহাদের দেশ হইতে—যেমন হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছে—আমরা সেই গঙ্গার ন্যায় পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছি; ভাষাতে, জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, সমুদায় সংসারের কার্য্যেতে, যাহাদের সঙ্গে আমাদের একতা, তাহাদের সঙ্গে সমদুঃখী হওয়া কি কঠিন? তাহাদের দুঃখদাবানলে কিঞ্চিৎ বারি দিতে কি আমাদের কষ্টবোধ

হইবে? তাহাদের দুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্যকৌতুকে দিনযাপন করিব? তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমরা কি অন্নের স্বাদ পাই?

যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত তোমাদিগকে অজস্র অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন, তাঁহার অমৃত পুত্রদিগের দুঃখশান্তির নিমিত্ত তাহার কতক অর্পণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহার সকল আপনার জন্যই রাখিও না। তোমার ভ্রাতৃগণের দুঃখ একবারে বিস্মৃত হইও না। এই কি ভুলিবার সময়? তোমার ভ্রাতৃ-ভগিনীরা আহার না পাইয়া কেহ অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, কেহ প্রাণত্যাগ করিতেছে; এখন কি ভুলবার সময়? এখন কি এ কথা বলিবার সময়, "আমি বারম্বার দিয়াছি, আর দিতে পারি না?" এ কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে? আমরা যতবার দান করিব, শত শত লোক ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

আমরা এই সমাজে আসিয়া প্রীতির সহিত যে নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তাহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা কোন মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমাদের প্রীতির ধন আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আমাদের অকিঞ্চিৎকর বস্তুসকল দিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতেছি, ভ্রাতৃগণের দুঃখশান্তি করিতেছি! যিনি ক্ষুধার জন্য অন্ন দিতেছেন, তৃষ্ণার জন্য পানীয় দিতেছেন, তাঁহার অন্নপান তাঁহার অমৃত পুত্রসকলের দুঃখনিবারণের জন্য আমরা তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি! দেখিও, যেন আমাদের

সাধ্যের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। এস আমরা মুক্তহস্তে পিতার চরণে সকলই সমর্পণ করি—ভ্রাতৃবর্গের দুঃখশান্তি করি—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য একত্র সংসাধন করি।

একবার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দ্দিকে দুঃখদাবানল জ্বলিতেছে! তোমার দয়াবৃত্তি কি হৃদয়ে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতেছে না, "তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছ? কত কত লোক স্তব্ধ শূন্য গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা একটী লোক নাই যে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে! তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ?" সাধু দয়াবৃত্তি কি আমাদিগকে বারম্বার এইপ্রকার আঘাত করিতেছে না? দেখ আমাদের দেশের কিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে! পশ্চিমে যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, হরিদ্বর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না! আমাদের এমন ভারতবর্ষ আরব্যদেশের মরুভূমি-তুল্য জলশূন্য মরুভূমি হইয়া গেল—ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর আহার দিতে পারে না—এ কি সামান্য শোচনীয় বিষয়! চক্ষে না দেখিলেই কি আমাদের দয়ার উদয় হইবে না? এইসকল দেখিলে কি আমরা ক্ষণকালের জন্য সুস্থ থাকিতে পারিতাম? আমাদের ভ্রাতৃগণের হৃদয়বিদারণ দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহাদের রক্তশূন্য অস্থিসার দেহ দেখিয়া, কি আমাদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা ভূমির উপর মৃতশরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই-মৃতদেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ে কি শোণিত থাকিত? না আমাদের নিঃশ্বাস আর বহন হইত? জীবন্ত

মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগালশকুনীর সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতল হইয়া যাইত না?

আমরা এই দুঃখের প্রতি মনোযোগ করিতেছি না, আমাদের দুঃখের সময় কে দেখিবে? পশ্চিমদেশ হইতে যদি পূর্ব্বদেশে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়া আইসে, তখন আমাদের কি হইবে? তখন আর বলিতে পারিবে না, "পৃথিবী নির্দ্দয়, আমাদের প্রতি কেহই ফিরিয়া দেখে না।" সম্পত্তিবিপত্তি এখানে অহর্নিশ পরিভ্রমণ করিতেছে। আজ আমার সম্পত্তি, আমার ভ্রাতার বিপত্তি; কল্য ভ্রাতার সম্পত্তি, আমার বিপত্তি। আগামী বৎসরে যদি আমাদের এইপ্রকার দুর্দ্দশা হয়, তখন পশ্চিমবাসীরা মনে করিবে, "আমাদের দুঃখের সময় ইহারা একবারও ফিরিয়া চায় নাই।" আর আমাদের এপ্রকার কৃপণতার পরিবর্ত্তে যদি সেই সময়ে তাহারা আমাদের প্রতি সাধু ব্যবহার করে, তখন আমাদের আপনাদের প্রতি কত লজ্জা ও ঘৃণা হইবে!

ঈশ্বরের ধর্ম্মসেতু দেখ। তিনি আমাদিগকে কিপ্রকারে রক্ষা করিতেছেন! যদি পশ্চিমবাসীরা আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্য এ দেশে পঙ্গপালের মত আসিয়া আমাদের সকলকে আক্রমণ করে, তবে আমাদের কি দশা হয়? তাহারা আসিয়া যদি আমাদের নিকট হইতে ধনধান্য সকলই কাড়িয়া লয়, তবে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যেসকল লোক হাহাকার করিতেছে, তাহারা ক্ষিপ্তের ন্যায় বঙ্গদেশের উপরে পড়িয়া যদি ধান্যশস্যসকল হরণ করে, তবে কি হয়? তাহা

হয় না কেন? কেন না ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মসেতু ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন! তাহারা বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট হইতে একমুষ্টি তণ্ডুলও গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলে তবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে।

দেখ ধর্ম্ম কি বলে, দয়া কি বলে, কৃতজ্ঞতা কি বলে; সকলই বলিতেছে, "তোমরা ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ কর।" আমরা যৎকিঞ্চিৎ দিব বই নয়; আমরা যদি সর্ব্বস্ব প্রদান করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইতে পারে! আমাদের মধ্যে ধনেতে, মানেতে, সকলেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমাদের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরের পূজার নিমিত্ত প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রেয়স্কামেতে আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমাদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যশ, মান, খ্যাতিপ্রতিপত্তির যে দান, তাহা প্রকৃত দান নহে। অনেকে অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অনেকে নামের জন্য দেয়, অনেকে না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে সাহায্য করে; আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক, প্রীতির সহিত, ঈশ্বরের কার্য্য জানিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সকলই সমর্পণ করিতেছি! আমাদের দানে যদি এক বেলার জন্য এক জনেরও ক্ষুধাশান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমাদের সাধু ইচ্ছাই সর্ব্বস্ব। এস আমরা সকলে এমন দৃষ্টান্ত দেখাই যে, আর সহস্র লোকে তাহার অনুগামী হয়। কৃপণতা ও ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার মঙ্গলভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তাঁহার বৃষ্টি

আসিয়া কেমন সমুদয় পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে! সেই বৃষ্টি এক বৎসর আইসে নাই বলিয়া, দেখ, কি হইয়াছে! যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমাদের দয়া গিয়া কি তথায় এক বৎসরেরও কার্য্য করিতে পারিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু, মেঘ হইতেও অপদার্থ? এই মেঘ যাঁহার কার্য্য করিতেছে, আমরা কি তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিব? যাঁহার বায়ুতে আমরা নিশ্বাস লইতেছি, যাঁহার সূর্য্যকিরণে রক্ষিত হইতেছি, যাঁহার বৃষ্টিতে অপর্য্যাপ্ত অন্নপান পাইতেছি, তাঁহার কার্য্য কি সমুদয় যত্নের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিব না? আমাদের প্রতি তাঁহার অজস্র দান; আমরা যথাসাধ্য তাঁহাকে দান করিয়া তাহার অল্প মাত্রাও পরিশোধ করিতে পারি,এ অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি আছে!

যদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ। এই বিষয়ে ইংরাজেরা, দেখ, কত সাহায্য করিতেছে! দুই তিন বৎসর হইল, সেই পশ্চিমের লোকেরা তাহাদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল,—তাহাদের বাসগৃহ জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সে শোণিত এখনও শীতল হয় নাই। কি মহত্ব! তাহারা সেসমস্ত ভুলিয়া গিয়া সেইসকল লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে! তাহারা অসৎকে সদ্ভাবদ্বারা পরাজয় করিতেছে, শত্রুতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে! তাহাদের তুলনায় আমাদের কি হীনতাই প্রকাশ পায়! আমাদের মধ্যে ধনী, মানী, উচ্চপদস্থ লোকেরা অন্নক্লিষ্টদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলে তাহাদের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়; কিন্তু তাঁহারা আমোদকোলাহলেই মত্ত—পরদুঃখে কিঞ্চিন্মাত্রও

কাতর নহে! বিদেশীয়েরা নিঃস্বার্থ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের দুঃসময়ের বন্ধু হইয়াছে, আর আমরা তাহাদের দুঃখে দৃক্‌পাতও করিতেছি না!

ঈশ্বরের প্রিয়পুত্রদিগের সাহায্যার্থ আমরা এইস্থানে সমবেত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা সকলে দীনদরিদ্র—ধনী মানী আমাদের মধ্যে অতি অল্প। তবে, ঈশ্বর ধনসম্পত্তি দেখেন না; তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন। তিনি আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মূল্য বিবেচনা করেন। ঈশ্বরের নিকট ধনী মানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্র ভাব দেখেন; যে আপনি দুই দিবস উপবাস করিয়া এক জন ক্ষুধার্ত্তকে একবেলার অন্ন দেয়, তিনি তাহার উদার ভাব দেখেন। নিঃস্বার্থ সাধুর হৃদয়েই তিনি বিমল আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। এস সকলে মিলিয়া আমরা নিঃস্বার্থভাবে দান করি, হৃদয়কে প্রীতি ও মঙ্গলভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণহস্তে সকলই সমর্পণ করি! আমাদের যেন কোন নীচ হীন লক্ষ্য না থাকে, আমাদের সাধ্যের যেন ত্রুটি না হয়! মুক্তহস্তে, প্রশস্তহৃদয়ে, যে যাহা পারি, তাহা তাঁহার চরণে অর্পণ করি!

ক্ষীরতরু।

আমেরিকাখণ্ডে এক অদ্ভুত বৃক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। উহার ত্বকে অস্ত্রাঘাত করিলে একপ্রকার দুগ্ধবৎ নির্যাস নির্গত হয় বলিয়া, লোকে উহাকে ক্ষীরতরু কহিয়া থাকে।

উক্ত বৃক্ষ দেখিতে অতি প্রকাণ্ড। উহার কাষ্ঠ অতিদৃঢ় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী; তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গঠন প্রস্তুত হইতে পারে। উহার ফল অতি সুখাদ্য এবং সুস্বাদ, দেখিতে আতার মত, এবং তাহার মধ্য হইতে অধিক সরস শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ বৃক্ষের অন্তর্গত দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। বল্কলের উপর কিঞ্চিৎ অস্ত্রাঘাত করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে। উহার আস্বাদ গোদুগ্ধের স্বাদ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে; কেবল উহা ইতর দুগ্ধ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, নচেৎ আর সর্ব্বাংশেই সমান। যে বনে ঐ দুগ্ধবৃক্ষ আছে, লিবেন্স্ নামক এক জন সাহেব ঐ বনে গমন করিয়া ঐ উদ্ভিজ্জদুগ্ধ চার সহিত পান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ দুগ্ধেতে আর গোদুগ্ধেতে আস্বাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই; এবং তিনি ঐ দুগ্ধ দ্বারা স্বদেশীয় দুই একপ্রকার গব্যদ্রব্যও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ দুগ্ধ দ্বারা একপ্রকার সিরিস প্রস্তুত হয়। লিবেন্স্ সাহেব সেই সিরিস কোন কোন কার্য্যে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা ইতর সিরিস অপেক্ষা অনেক শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী। কি অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপার! তৃণপর্ণাহারী গোমহিষাদি পশুর শরীর হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, বিশ্বপাতা আমাদিগের প্রতিপালনের জন্য উদ্ভিজ্জশরীরেও সেই দুগ্ধ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন!

রঙ্গভূমি।

নট মানবপ্রকৃতির আদর্শ; উহার কাপট্য বা আত্ম-

গোপন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সে একবার রাজাধিরাজ, পরক্ষণেই আবার চীরধারী দরিদ্র ; একবার আনন্দের উৎসঙ্গে ক্রীড়া করিয়া সকলকে হাসাইয়া গেল, আবার দুঃখের ক্রীড়নক হইয়া সকলকে কাঁদাইতে লাগিল। ফলতঃ, নটেরা যাহা কিছু ভাবে এবং যাহা কিছু করে, সমস্তই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও শিক্ষার আয়ত্ত। আমরা নিজের অবস্থার প্রতিবিম্ব উহাদিগের মধ্যে দেখি।

রঙ্গভূমি জনসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ ; ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এই যে, উহা আমাদের অনুকরণ করে, এবং আমরাও উহার অনুকরণ করি। রঙ্গভূমির নিকট আমরা কত আদর্শ-চরিত্র সাধুর জন্য ঋণী। রাম একটি ধীর ও উদার নায়ক : তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়, গুরুজনে গৌরব, মিত্রস্নেহ, দীনে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, বীরত্ব, অধ্যবসায়, ও সরলতা প্রভৃতি বিস্তর সদ্‌গুণ আছে। এইরূপ নায়কের অভিনয়ক্রিয়া অকৃতাত্মাকেও জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে। জানকী পতিপ্রাণা ; তিনি সজলনয়নে অশোকবনে বসিয়া আছেন ; তাঁহার বস্ত্র মলিন ও মুখ অত্যন্ত দীন, কিন্তু হৃদয় ভর্তৃপ্রভাবস্মরণে অতিশয় ওজস্বী। তাঁহার সম্মুখে রাক্ষসরাজ রাবণ,—সে মণিরত্নের প্রলোভন দেখাইতেছে, পৃথিবীসাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইবার অনুরোধ করিতেছে ; কিন্তু জানকী পাতিব্রত্যধর্ম্মে রক্ষিতা, তিনি রাবণকে তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করিয়া অবনতমুখে অগ্নিময় বাক্যে কহিতেছেন, "পামর! আমি তোর রাজৈশ্বর্য্য কিছুই চাহি না, আমার স্বামী রাম আমার প্রাণারাম, আমি তাঁহার সহিত বনবাসের কষ্ট সহিব এবং বনের সামান্য ফলমূলে

তৃপ্তিলাভ করিব।" রঙ্গস্থলে জানকীর ন্যায় পতিব্রতার সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাসে কাহার কোমল হৃদয় না স্ফীত হয়? পবিত্রতা ও ধর্ম্মের দিকে কাহার মন না আকৃষ্ট হয়?

কখন্ কাঁদিতে হইবে, কখন্ হাসিতে হইবে, কখন্ প্রীতি করিতে হইবে, এবং কখনই বা ঘৃণা করিতে হইবে, রঙ্গভূমি এইসমস্ত আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ইহা যে কেবল আমাদের আচারব্যবহার সংস্কৃত করে তাহা নহে, প্রত্যুত আমরা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতিশিক্ষা পাই; ইহা মানবজীবনের একটী প্রকৃত ও বিশদ চিত্র। যে মন পাষাণবৎ কঠিন, তাহার দুর্ভেদ্য উপাদান কোমল করিয়া তাহাতে আমোদ ও উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেমন নীতির বীজ বপন করিয়া দেয়! ইহা দুষ্প্রবৃত্তিসকল নিয়মিত করে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণার অধীন করিয়া রাখে, এবং সুশীলকে প্রশংসা করিতে অবসর দেয়। ইহা অতীত কালকে জীবন্তভাবে স্মৃতিপথে আনিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা পূর্ব্বতন ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মকার্য্য, ঋজুতা, নিস্পৃহতা, দাম্পত্যপ্রণয়, আতিথেয়তা, আচারব্যবহার, পরিচ্ছদ, কৃষি, ও বাণিজ্য এইসমস্ত স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। যখন ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিরা সরস্বতীতীরে সমস্বরে সামগান করিতেন, যখন বীতরাগ ব্রাহ্মণেরা তরুতলে বেদীগ্রহণপূর্ব্বক শীতোত্তাপ সহ্য করিয়া অহোরাত্র মুকুলিতনেত্রে ব্রহ্মধ্যান করিতেন, যখন বার্দ্ধক্যের বিকাশই গৃহবাসপরিত্যাগের কারণ ছিল, যখন লোকে সত্যরক্ষার্থ স্বদেহ ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া অন্যের দাসত্বে নিযুক্ত হইত, যখন পিতৃমর্য্যাদাপালনার্থ মনুষ্য ও পশুবৎ স্বশোণিতে দেবতার তৃপ্তিসাধন করিত, যখন লোকে

সরলতাকেই জীবন ও কপটতা মহাপাপ বলিয়া জানিত, ইহা সেই কালকে স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়।

পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিরা যাহাতে আত্মোন্নতি হয় এইরূপ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা কাব্যশাস্ত্রকে দৃশ্য ও শ্রব্য এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইত। এক সময়ে নাট্যাচার্য্য মহর্ষি ভরত রঙ্গভূমির যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে প্রধান প্রধান রাজসভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উৎকৃষ্টের নাটকের অভিনয় হইত। কবিগণ উৎসাহিত হইয়া নানারসোদ্দীপক নাটকাদি প্রণয়ন করিতেন। ঐসমস্ত গ্রন্থে তাৎকালিক জনসমাজের নানারূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃতভাষার উন্নতি এবং কবিত্বের যথেষ্টই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, রঙ্গভূমির আমোদ এতদ্দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহা যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত হইবেন!

এক্ষণে বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্র নট। যাহাদিগের বুদ্ধি বিকাসোন্মুখী হইয়া জ্ঞানের উচ্চ অংশ গ্রহণ করিবে, যাহাদিগের সুকোমল মুখশ্রী আত্মীয়স্বজনের মনে ভাবি শুভাশার সঞ্চার করিতেছে, যাহাদিগের বিচারশক্তি সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র, তাহারা বিদ্যানুশীলন তুচ্ছ করিয়া নাটক কণ্ঠস্থ করিতেছে! সাভিনিবেশ অভ্যাস কোমলপ্রকৃতি বালকদিগের স্বভাবপরিবর্ত্তের মূল; বিশেষতঃ এখনকার অধিকাংশ নাটকই কুরুচিকৃত, সেইসমস্ত নাটক পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিয়া বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইতেছে। বলিতে কি?

যেসমস্ত মনে প্রাচীন কবিদিগের রসপ্রসবিনী রচনা এবং ভাবোদ্দীপক জীবন্ত বাক্যসকল প্রবেশ করিয়া কখন মানব-প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে, কখন বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ দেখাইবে, কখন পৌরুষের বীজভূত বীরভাব উদ্দীপন করিবে, কখন সংসারভারহর শান্তি, কখন প্রীতিকর ভক্তি রোপণ করিবে, এবং কখন বা বিষয়ের নশ্বর ভাব বুঝাইয়া বৈরাগ্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবে, সেইসমস্ত মনই বর্ত্তমান অধিকাংশ নাটকের দোষে কলুষিত হইতেছে, ধর্ম্মনীতির দুরতিক্রমনীয় শাসন হইতে স্খলিত হইতেছে, এবং চিরাভ্যস্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতেছে।

এক্ষণকার নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার! ইহা একটি বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতেও পরিহার্য্য, তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য্য হইতেছে!

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীলোকদিগকে যাত্রা-উৎসবাদি দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ, যে বিষয়ে কেবল আমোদই লক্ষ্য, কি ধর্ম্ম কি নীতি কি জনসমাজ কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহাতে যোগ দিলে তরলমতি স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনিষ্টসম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষণে অনেক স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় যুবক রঙ্গভূমিতে আপনাদিগের স্ত্রী পাঠাইয়া দেন!

বঙ্গকামিনীগণ! তোমরা কোন্ প্রত্যাশায় রঙ্গস্থলে যাও? যদি প্রাচীন ভারতের কোন উৎকৃষ্ট ছবি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি নাট্যোক্ত পাত্রের একবিধ ভাব দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি বৈচিত্র্যে ভাবের পুষ্টি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহাও সেখানে নাই; যদি

এসমস্ত দেখিবার মানস হয় তবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়া দেখ, অনন্ত রত্নজ্যোতিঃ তোমাদিগকে চমকিত করিবে!

যুধিষ্ঠির।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তিনি যৌবরাজ্যে স্থাপিত হইয়া প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ ধৃতি, সহিষ্ণুতা, স্থিরতা, ঋজুতা, এবং অনুকম্পার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল। অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই যুধিষ্ঠির স্বকীয় বিনয়, সদাচার, শৌর্য্য, বীর্য্যাদি প্রকাশ এবং প্রজাদিগের অনুরঞ্জন দ্বারা স্বপিতা পাণ্ডুরাজার কীর্ত্তি অন্তর্হিত করিলেন। প্রকৃতিরঞ্জনদ্বারা তাঁহার যুবরাজ নাম সার্থক হইল। তিনি প্রজাদিগের অভাবমোচন, অত্যাচারনিবারণ, শিক্ষাদান, এবং সংরক্ষণ দ্বারা কিরূপে প্রজারঞ্জন করিতে হয়, তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনে সন্তুষ্ট পুরবাসিগণ এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল যে, 'বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতাহেতু রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন নাই, অতএব তিনি এক্ষণে নৃপতি হইতে পারেন না। শান্তনুতনয় ভীষ্মদেব পূর্ব্বে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনি কখনও অধুনা রাজ্যগ্রহণ করিবেন না। অতএব আমরা তরুণবয়স্ক সমরকুশল ধর্ম্মজ্ঞ

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং অনুকম্পাশীল পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে রাজা বলিয়া অভিষেক করিব। যুধিষ্ঠিরই ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মানের সহিত বিবিধ-ভোগ-বিশিষ্ট করিবেন।'

যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণের এইরূপ জল্পনা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইল, এবং পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতাকে বলিল, "হে পিতঃ, পৌরগণ আপনাকে এবং ভীষ্মকে অনাদর করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যদি পাণ্ডুর রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কখনই রাজ্যভোগ করিতে পাইব না। অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এই-বাক্য-শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বৎস, পাণ্ডু ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাদিগের অনুরাগভাজন ছিল। পাণ্ডু আমাকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতিদিগকে যথেষ্ট সন্মান ও ভক্তি করিত। তাহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও গুণবান্, ধার্ম্মিক, এবং প্রজানুরঞ্জক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পাণ্ডু অমাত্য, সৈন্য, ও ভৃত্যগণের সতত ভরণপোষণ করিত। ইহারা পাণ্ডুকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছে, এক্ষণে অবশ্যই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত ও পক্ষপাতী হইবে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আর যুধিষ্ঠিরের কোন দোষের লেশমাত্র নাই; অতএব কিপ্রকারে আমরা যুধিষ্ঠিরকে তাহার পৈতামহ রাজ্য হইতে চ্যুত করিব? যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টচেষ্টা করিলেই পৌরগণ আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইবে।" তখন দুর্য্যোধন কহিল, "আমি প্রজাদিগকে অস্মৎপক্ষে আনিতে চেষ্টা

করিব। আপনি পাণ্ডবদিগকে শীঘ্র হস্তিনাপুর হইতে বারণাবত নগরে * প্রেরণ করিবার উপায় চিন্তা করুন।”

তদনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সাহায্যে প্রজাবৃন্দকে অর্থ-মানপ্রদানদ্বারা বশীভূত করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রও এক-দিন সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে রমণীয় বারণাবত নগর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে বলিলেন। পাণ্ডবগণ ধৃত-রাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বারণাবতে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতার সহিত গুরুজন-দিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারণাবতে একবৎসর বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এদিকে নৃশংস দুর্য্যোধন পুরো-চন-নামক এক জন যবনকে বারণাবতে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের বাসার্থ এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিল। পাণ্ডবেরা এই-সমস্ত বৃত্তান্ত বিদুরের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সমীপে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বিদুরের উপদেশানুসারে জতুগৃহমধ্যে এক সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে ভীমসেন জতুগৃহে অগ্নিদানপূর্ব্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সুরঙ্গ দ্বারা পলায়ন করিলেন। সুরঙ্গপথে আসিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন যে বিদুর তাঁহাদিগের জন্য একখানি নৌকা সজ্জিত

* বর্ত্তমান আল্লাহাবাদ।

করিয়া রাখিয়াছেন। সেই নৌকাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা গঙ্গাপার হইলেন, এবং পরপারস্থিত মহাবনে কিয়দ্দিন বাস করিয়া একচক্রানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচার হইল, এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলে বহু বিলাপ করিয়া তাহাদিগের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ওদিকে পাণ্ডবেরা একচক্রানগরে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থলে ভীমকর্ত্তৃক বকাসুরবধ সাধিত হয়। তৎপরে মাতার আজ্ঞানুসারে পঞ্চভ্রাতা মিলিত হইয়া ভ্রমবশতঃ প্রদত্ত দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। ক্রমে দ্রৌপদীবিবাহ-বৃত্তান্ত হস্তিনাপুরে সকলে জানিতে পারিল। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদিকে আনয়নার্থ বিদুরকে পাঞ্চালরাজ্যে পাঠাইলেন, এবং যথাকালে পাণ্ডবেরা কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পৌরগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, ‘‘যিনি আমাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন ও আমাদের হিতসাধন করিতেন, যিনি আমাদিগের প্রিয়, সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির অদ্য পুনর্ব্বার আসিতেছেন! বোধ হইতেছে যেন প্রজাবৎসল পাণ্ডুদেবই আমাদিগের প্রিয়সাধন করিতে বন হইতে আগমন করিতেছেন। যদি আমাদিগের দানজন্য, হোমজন্য, এবং তপস্যাজন্য কিছু পুণ্য থাকে, তবে পাণ্ডবগণ শতবৎসর এই নগরে বাস করুন।’’ পুরবাসীদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, এবং সর্ব্ব গুরুজনের পাদবন্দনাপূর্ব্বক কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে

আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার বাক্য শ্রবণ কর। কেন মিছামিছি বিবাদ করিবে? তোমরা খাণ্ডব-প্রস্থে * গমন করিয়া সেই স্থানে রাজ্য স্থাপন কর। তথায় কেহই তোমাদিগকে বাধা দিবে না। আর রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ কর।" যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যানুসারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিয়া তথায় স্বর্গোপম এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এইসমস্ত কার্য্য কৃষ্ণ ও বিদুরের পরামর্শানুসারেই করিয়াছিলেন। তিনি তথায় শান্তিস্থাপন করিয়া নগরের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা-খনন ও প্রাকারদ্বারা নগরবেষ্টন করিতে আদেশ দিলেন। গগণ-স্পর্শি-সৌধমালা, মন্দরোপম দৃঢ় পুরদ্বার, অভেদ্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রক্ষিত দুর্গ প্রভৃতি পরিপাটিরূপে রচিত হইল। দুর্গোপরি হস্তক্ষেপ্য লৌহনির্ম্মিত শক্তিযন্ত্রসকল এবং শতঘ্নী-সকল স্থাপিত হইল। শস্ত্রাদিকুশল যোধগণ দুর্গরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল। নগরমধ্যে সুবিভক্ত রাজপথসকল প্রস্তুত হইল। সেই ধনধান্যসম্পূর্ণা নগরী কুবেরপুরী এবং ভোগবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যমুনাতীরে এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম দিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ দ্বিজ-গণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে ধনার্থি বণিগ্গণ তথায় আগমন করিতে লাগিল। সংস্কৃতপ্রাকৃতাদিসর্ব্বভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ ইন্দ্রপ্রস্থ অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশিল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ তথায় নিবাসার্থ উপস্থিত হইল। আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক,

* বর্ত্তমান দিল্লী যেস্থানে স্থিত।

পুন্নাগ, নাগপুষ্প, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, জম্বু, পারিজাত, করবীর প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষের উদ্যানে ইন্দ্রপ্রস্থ চতুর্দ্দিকে পরিশোভিত হইল। বিবিধ লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, কৃত্রিম লীলাপর্ব্বত, জলপূর্ণ বাপী পুষ্করিণী ও তড়াগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া যুধিষ্ঠির নীতিমার্গানুসারে সমভাবে সকল প্রজাকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে চাহিত না, সর্ব্বত্র নির্ম্মল পবিত্র শান্তি বিরাজমান ছিল। যুধিষ্ঠির ব্রহ্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, এবং নীতিনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত নানাবিধ সৎকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রজাগণের নেত্র এবং হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রজাগণ যে কেবল তৎকৃত শাসন ও পালন হেতু সন্তুষ্টচিত্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তিনি তাহাদিগের মনোরম কার্য্য করিতেন বলিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অচলভক্তিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল। কোন প্রজা কখনও তাঁহার কোন অযুক্ত, অসত্য, দুঃখদ, বা অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে নাই। তিনি সকলের প্রিয়চিকীর্ষা ও হিতেচ্ছা দ্বারা সর্ব্ব কার্য্যে প্রণোদিত হইতেন। এইরূপে প্রজানুরঞ্জন এবং অধীন নৃপতিগণের সুশাসন হেতু যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তরে ঘোষিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি চারি ভ্রাতাকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মগধ, বাহ্লীক, কাম্বোজ, পাঞ্চাল, বিদেহ, কোশল, পঞ্চনদ,

শাকল প্রভৃতি দেশ ও দ্বীপের ভূপালবৃন্দকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। রাজগণ ও বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরের সকাশ হইতে সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। এই রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির রাজগণের নিকট হইতে বহুমূল্য হীরক ও মণিমুক্তা, অমূল্য স্বর্ণ, মহার্ঘ কৌষেয় প্রভৃতি বস্ত্র, অদ্ভুত লৌহ-ও-গজদন্ত-বিনির্ম্মিত দ্রব্যসামগ্রী, দুষ্প্রাপ্য পশুলোম ও পক্ষীর পক্ষপত্রে রচিত দ্রব্যসকল, এবং নানাবিধ সুজাত অশ্ব ও হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করিতে গমন করিয়া নানাপ্রকারে বিপ্রলব্ধ ও উপহসিত হইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পাণ্ডবদিগের সমৃদ্ধি চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন, এবং শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন। দ্যূতক্রীড়াদ্বারা পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্যহরণই দুর্য্যোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানাইলে, যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া স্বীকার করিয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি শকুনি খেলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব হারিলেন, এবং অবশেষে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে পণ করিয়া পরাজিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে অবমাননা করিতে উদ্যত হইলেন। ভীম কুরুকুল বিনাশ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে

ক্ষান্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, "রাজন্, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ, আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন।" তখন ধৃতরাষ্ট্র বিবাদমীমাংসাপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, এবং বিবিধ যুক্তি-প্রদর্শন-দ্বারা ভ্রাতৃসদ্ভাবরক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরাদিও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন, অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস পণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থ অনুমতি যাচ্ঞা করিল। ধৃতরাষ্ট্রও দ্রোণাদির নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্বপুত্রের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরকে আবার হস্তিনাপুরে আনয়ন করা হইল। আবার শকুনির সহিত দ্যূতারম্ভ এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়! বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়া যুধিষ্ঠির সভ্যগণকে আমন্ত্রণ করিলেন, এবং জননী কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রাখিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ বনে প্রয়াণ করিলেন। পৌরগণ বিলাপ ও ধৃতরাষ্ট্রের যথোচিত নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। হস্তিনাপুরে নানারূপ মহোৎপাত উপস্থিত হইল।

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে বাসকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ বিহারার্থ এবং স্বসমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগকে পরিতাপিত করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিল। দ্বৈতবনে পর্য্যটনকালে উহারা গন্ধর্ব্বদিগের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা বদ্ধ ও হৃত হয়। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমাদি বীরগণ গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া কৌরবদিগকে মোচন করেন।

পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে বাসকালে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিবার কথা আছে। তাহা এই। কোন এক সরোবরতীরস্থ বৃক্ষের শাখা হইতে একটি বক যুধিষ্ঠিরকে পঞ্চত্রিংশৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, এবং যুধিষ্ঠিরও তৎসমস্তের যথার্থ উত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রশ্ন বিশেষ উপযোগী বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। (১) ভূমি অপেক্ষা গুরুতর কি? (২) গগণ অপেক্ষা উচ্চতর কি? (৩) বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কি? (৪) তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি? এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর;—(১) মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; (২) পিতা গগণাপেক্ষা উচ্চতর; (৩) মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর; এবং (৪) চিন্তা তৃণাপেক্ষা বহুতরা।

(৫) এই লোকে পরম ধর্ম্ম কি? (৬) জ্ঞান কাহাকে বলে? (৭) দয়া কাহাকে বলে? (৮) মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রু কি? (৯) মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি কি? (১০) সাধু ব্যক্তির লক্ষণ কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর;—(৫) ইহলোকে আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম; (৬) তত্ত্বার্থের সম্যগ্‌বোধের নাম জ্ঞান; (৭) সর্ব্বভূতের সুখৈষিতাকে দয়া বলে; (৮) ক্রোধ মনুষ্যের দুর্জ্জয় রিপু; (৯) লোভ মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি; (১০) ক্রোধ, লোভ, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর কার্য্যে রত হয়েন, তিনিই সাধু।

(১১) এই জগতে কে সুখী? (১২) এই জগতে কোন্ পথে চলা উচিত? (১৩) এই সংসারের বার্ত্তা কি? আর (১৪) এই পৃথিবীতে আশ্চর্য্যই বা কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর;—(১১) যে কাহারও নিকট ঋণী নহে, যে প্রবাসে থাকে না, এবং যে নিজগৃহে পাঁচ ছয় দিবস অন্তরও স্বাধীনভাবে শাকান্ন ভোজন

করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। (১২) তর্কদ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না, শ্রুতিসকল পরস্পরবিরুদ্ধার্থবাদী, ব্যাখ্যাতা ঋষিগণের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত, ধর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞানগুহাভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে; অতএব বহুজনসম্মত পথই অবলম্বন করা উচিত। (১৩) এই মহামোহময় সংসারকটাহে সূর্য্যরূপ অগ্নি এবং রাত্রিদিবারূপ কাষ্ঠের দ্বারা মহাকাল মাস-ও-ঋতুরূপ-দর্ব্বী-পরিঘট্টনপূর্ব্বক ভূতগণকে পাক করিতেছেন, ইহাই সংসারের সমাচার। (১৪) প্রতিদিনই সহস্র সহস্র জীবগণ শমনসদনে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহারা আপনাদিগকে চিরস্থায়ী ও অনশ্বর মনে করিতেছে, ইহাই মহৎ আশ্চর্য্য।

এইসমস্ত প্রশ্নের উত্তরশ্রবণে প্রীত হইয়া বকরূপী ধর্ম্মদেব যুধিষ্ঠিরকে নানাবিষয়ক সদুপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটের অধিকারে নিযুক্ত হইয়া একবর্ষ কাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে আত্মপ্রকাশ করিয়া মৎস্যরাজের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন। তদনন্তর সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির উঁহার নিকট রাজ্যের অর্দ্ধভাগ চাহিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা দিতে স্বীকার করিল না। তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে দৌতকার্য্যে যাইতে প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণ তাহার ভার গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রয়াণ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনকে সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেও, দুর্য্যোধন তাঁহাদের কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে কৃষ্ণ বলিলেন,

"তুমি সমস্ত রাজ্যই ভোগ কর, কেবল পাণ্ডবদিগকে পাঁচ খানি গ্রাম প্রদান কর।" প্রত্যুত্তরে দুর্য্যোধন বলিল, "আমি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও উহাদিগকে দিব না।" তখন কৃষ্ণ নিরাশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কৌরবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী * সৈন্য এবং পাণ্ডবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত ও সজ্জিত করিলেন। কুরুক্ষেত্র-নামক স্থানে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ ও অপরাপরদেশীয় রাজগণ স্ব স্ব মিত্রপক্ষের সহায়তা করিতে সসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত অষ্টাদশদিবস যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে শোণিতনদী প্রবাহিত হয়; তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এই ভীষণ মহাসমরে দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা নিহত হয়; সুতরাং পাণ্ডবেরাই জয়লাভ করেন। যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর জন্য বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, রাজ্যগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এইসময় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যথাসময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

এইরূপে অনেককাল যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত একত্র বাস করিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত গঙ্গাতীরস্থ গঙ্গাদ্বারের নিকট এক

---

* ২১৮৮০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক, এই সৈন্যসমষ্টি এক অক্ষৌহিণী।

অরণ্যে গমন করিয়া তথায় আশ্রমনির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুন্তী এবং বিদুরও সেই আশ্রমে বাসার্থ প্রস্থান করিলেন। বিদুর তপশ্চর্য্যাদ্বারা শরীর শীর্ণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা নারদ-ঋষি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দাবাগ্নিদ্বারা বন-মধ্যে দগ্ধ হইবার সংবাদ দিলেন। পাণ্ডবেরা ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইলেন।

তৎপরে দ্বারকানগরীতে কৃষ্ণ ও বলদেব ভবলীলা সমাপ্ত করিলেন। এই-সমাচার-শ্রবণে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়া রাজ্য অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত রাজ্যত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে মহাপ্রস্থান আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পদব্রজে ভ্রমণানন্তর তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, এবং ইহার শৃঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতাবলম্বন করিলেন। এই স্থানেই তাঁহারা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন।

যুধিষ্ঠির হিন্দুচরিত্রের যতদূর সম্ভব উৎকর্ষসাধন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা, সাধুতা, বিবেকপরায়ণতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মভীরুতা, বীরতা, এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠা সর্ব্বলোকের অনুকরণীয়। তাঁহার অমানুষিক সাধু চরিত্র ইদানীন্তন কালে একান্ত দুর্লভ। তাঁহার গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস, পত্নীর প্রতি অনুরাগ ও সদ্ব্যবহার, এবং অমিত্রগণের প্রতি সাধুতা-প্রদর্শন ও বৈরাভাব, কাহার না আন্তরিক প্রশংসা আকর্ষণ করে? সত্যবাদিতা, দয়াশীলতা, শুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা,

ক্ষমাশীলতা, এবং নির্ম্মৎসরতা তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল ভূষণ। তিনি কখনও কোনও কারণে স্বকর্ত্তব্যসম্পাদনে নিরস্ত বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইতেন না। "ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করে" এবং "যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়," এই দুই মহাবাক্য তাঁহার হৃদয়দর্পণে সর্ব্বদা প্রতিভাত থাকিত। কৌরবগণ কতবার তাঁহার কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, কিন্তু কখনও মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত ক্রোধপরবশ বা প্রতিহিংসাপ্রবণ হয় নাই। কৃষ্ণের নীতিকৌশলে তিনি একবার কিয়ৎপরিমাণে মিথ্যাকথা কহিয়াছিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য তাঁহার সত্যবাদিতাতে একান্ত বিশ্বাসহেতু পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তুমি কখনও জন্মাবধি মিথ্যাকথা বল নাই, তুমি কখনও কোন ব্যক্তির শত্রুতাচরণ কর নাই; তবে যে আমার পিতার সমীপে তোমার সেই স্বাভাবিক সত্যশীলতা ও বিদ্বেষাভাব ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহা কেবল আমার ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছিল।" যুধিষ্ঠির কখনও কাহারও হিংসা বা দ্বেষ বা কাহারও প্রতি শত্রুতাব্যবহার করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে সকলে অজাতশত্রু, অজাতারি প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিত। তাঁহার অনেক শত্রু ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও শত্রু ছিলেন না, ইহাই তাঁহার চরিত্রের উন্নতির শেষসীমা। তিনি জীবমাত্রেরই প্রতি মিত্রতাচরণ করিতেন। ধন্য তাঁহার পবিত্র চরিত্র! এইজন্যই অদ্যাপি তাঁহার নাম "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বলিয়া হিন্দুসমাজে প্রবাদবাক্যের ন্যায় সকলের আদরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়া রহিয়াছে। যতকাল হিন্দুগণ জগতে স্থিতি

করিবেন, ততকাল যুধিষ্ঠিরের নাম তাঁহাদিগের মানসে ভক্তি-রসের উদ্রেক করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না!

অভ্যাসের প্রভাব।

মানসিক সমুদায় প্রবৃত্তি একটি সাধারণ নিয়মের অধীন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কোন প্রবৃত্তিকে যেপরিমাণে পরিচালনা করি, তাহা সেইপরিমাণে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইয়া আইসে। যে কর্ম্ম প্রথমে সম্পন্ন করিতে নিতান্ত কষ্টকর বোধ হয়, তাহা কিছুকাল বারম্বার করিলে ক্রমেই সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য হইয়া আইসে। অপর, তাহাতে প্রথমে যে ক্লেশ হইত তাহার পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে পরিশেষে বিশেষ আনন্দের উদয় হয়। এই আশ্চর্য্য মনোধর্ম্ম, যাহাকে আমরা অভ্যাস শব্দে উক্ত করিয়া থাকি, তাহার প্রভাব, বোধ হয়, সকলেই কোন না কোন কার্য্যে অনুভব করিয়া থাকিবেন। মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে যে এত অধিক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কারণ অভ্যাস। এই-অভ্যাস-সহকারে কত ব্যক্তি অসামান্যগুণসম্পন্ন হইয়া সংসারের অশেষ উপকার সম্পাদন করিতেছেন, এবং ইহারই প্রভাবে কত লোক একবারে অলঙ্ঘ্য পাপানলে পতিত হইয়া চিরজীবন সন্তপ্ত হইতেছে!

অভ্যাসহেতু মনের তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়:—

প্রথমতঃ।—বারম্বার কোন কার্য্য করিলে পর সেই কার্য্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে; তাহা করিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর ঔৎ-

স্ফুক্যের বৃদ্ধি হয়। পানাসক্ত ব্যক্তি যতই নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, ততই তাহার আসক্তি বৃদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সেবা-দ্বারা কেবল আপনার রিপুদিগকে প্রবল করে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পক্ষেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। আমরা প্রথমে ধর্ম্মের অনুরোধে ত্যাগস্বীকার করিতে হয় ত কুণ্ঠিত হই, কিন্তু ক্রমে আমাদের স্বার্থপরতাকে উত্তরোত্তর বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। অপর, এই-অভ্যাস-জনিত আগ্রহ ও ইচ্ছা আবার আনন্দের কারণ হইয়া উঠে। অভ্যাসবশতঃ কোন কার্য্য করিতে যখন আমাদের ঔৎসুক্য হয়, তখন সেই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের ইচ্ছাটি চরিতার্থ হয়, এবং তজ্জন্য মনেতে আহ্লাদের উদয় হয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের উদ্দেশে আহ্লাদের সহিত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন; কিন্তু সেই সর্ব্বস্বত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহার সহিত কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ।—যেসকল চিন্তা ও যেসকল বিষয়ের আলোচনা আমরা নিয়ত করিয়া থাকি, তাহা অক্লেশে ও আপনা হইতেই মনোমধ্যে উদয় হয়। যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ের অনুশীলন করেন এবং সেই-বিষয়-সংক্রান্ত নানাপ্রকার চিন্তা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার মনে সেইসকল চিন্তা যত শীঘ্র উত্থিত হইবেক, এমত অন্যের কদাপি হইতে পারে না। যাঁহারা কোন এক বিশেষ শাস্ত্রাধ্যয়নে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে অহরহই প্রায় সেই-শাস্ত্রবিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম-ও-ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তাতে মগ্ন থাকেন, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যেতে কদাপি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন না।

তৃতীয়তঃ ।—কোন কার্য্য বারম্বার করিলে তাহা ক্রমে অল্লায়াসসাধ্য হইয়া আইসে। আমরা আপনাদিগকে প্রথমে যে বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া বোধ করি, তাহা অভ্যাস-সহকারে সাতিশয় সহজ হইয়া উঠে। যে কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রথমে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, তাহা অভ্যাস-দ্বারা তাদৃশ কষ্টকর বোধ হয় না। যে বিষয়, প্রথমে সম্পূর্ণ মনোযোগ না করিলে, কদাপি সুসিদ্ধ হইত না, তাহাও অভ্যাসে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করা যায়। এইরূপে অভ্যাস-দ্বারা আমরা কার্য্যের উপর একটি বল ও অধিকার প্রাপ্ত হই। যাহারা রজ্জুর উপর নানাপ্রকারে নৃত্য করিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করে, দৈহিক কার্য্যের অভ্যাসবিষয়ে তাহাদের দৃষ্টান্ত মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়! এইসকল বাজি-কর অবলীলাক্রমে শূন্যেতে রজ্জুর এক সীমা হইতে সীমা-ন্তরে গমন করে; তথাপি তাহাদের পদ একবারও স্খলিত হয় না ও তাহারা পতনের কোন শঙ্কাই করে না। ইহার কারণ শুদ্ধ অভ্যাস। তাহারা ক্রমাগত যত্নপূর্ব্বক আপনা-দের পদক্ষেপ এপ্রকারে শিক্ষা করিয়াছে যে তাহা একই-প্রকারে পতিত হয়। অপর, বহু-আয়াস-সাধ্য যেসকল মানসিক কার্য্য, তাহাও ক্রমে সহজ ও সুসাধ্য হইয়া আইসে। যেসকল বিখ্যাত সদ্বক্তা আপনাদের বক্তৃতার প্রবল স্রোতের বেগে জনসমাজের মহা মহা পরিবর্ত্তনসকল সম্পা-দিত করিয়াছেন, যাঁহাদের অগ্নিময় তেজস্বি-বাক্যসকল উচ্চারিত হইবামাত্র লোকের হৃদয়কে উৎসাহপূর্ণ করে, যাঁহাদের অভিব্যক্ত অক্লেশোৎপন্ন ভাবসকল শ্রবণমাত্র আমরা একবারে স্তব্ধপ্রায় হইয়া থাকি, তাঁহারা এবিষয়ের একটি

প্রশস্ত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহাদের বক্তৃতাশক্তি কেবল অভ্যাস ও একান্ত মনোনিবেশের ফল। তাঁহারা বক্তব্য বিষয়ে মনকে এপ্রকারে নিবিষ্ট করিতে পারেন যে, তদ্‌বিষয়সংক্রান্ত সমুদায় ভাব তাঁহাদের মনে তড়িৎসমান আসিয়া উপস্থিত হয়।

মানসিক উন্নতির পক্ষে মনোনিবেশ করিবার অভ্যাসটি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু তাহা অল্পায়াসসাধ্য নহে। আমরা যে কোন বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা করি, তাহাতে অনন্যমনা ও নিবিষ্টচিত্ত না হইলে কদাপি তদ্‌বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করা যায় না। আমাদের মন সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে; তাহাকে অপরাপর বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া একটি বিষয়ে নিযুক্ত করাকেই মনোনিবেশ কহে। যতদিন না এই অভ্যাসটি উপার্জ্জন করা যায়, ততদিন কোন বিষয়েই আমাদের প্রকৃতরূপ অধিকার হয় না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি নানাপ্রকার বস্তু নিয়ত অস্থিরভাবে ভ্রাম্যমান থাকে, তাহা হইলে আমরা যেমন কোন বস্তুই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না, সেই-প্রকার আমাদের মনে যদি নিয়ত নানাপ্রকার অস্থায়ী ভাব যাতায়াত করে, তাহা হইলে তাহার কোন ভাবই বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অস্থির ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া মানসিক সকল উন্নতির পক্ষে সাতিশয় অনিষ্টকর। যাহারা প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহাদের মনোভি-নিবেশের ক্ষমতা জন্মে নাই, তাহারা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে সক্ষম নহে। কোন প্রস্তাবের পর্য্যায়-ক্রমে অনুধাবন করা, কোন তর্কের সদর্থ গ্রহণ করা, কি কোন ঘটনার কার্য্যকারণ অবধারণ করা, এসকল ক্ষমতা

তাহাদের কদাপি হইতে পারে না। তাহাদের ক্ষুদ্র মন কদাপি উচ্চতর বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং তাহা দুর্ব্বল ও গাম্ভীর্য্যহীন হইয়া যায়। কেবল সামান্য ক্রীড়া ও পরিহাস এবং ইন্দ্রিয়সেবা এইসকল হইতেই তাহারা সুখের প্রত্যাশা করে।

অপর, অনেকে বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং অনেক বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতরূপ মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা অত্যল্প লোকেরই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের এপ্রকার অধিকার হয় নাই, তাঁহারা যে কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারিবেন, এমত আশা যেন না করেন। অপরাপর মানসিক প্রবৃত্তির ন্যায় মনোনিবেশশক্তিও অভ্যাসে প্রবল হয়। এক ব্যক্তি হয় ত কোন গ্রন্থের এক পৃষ্ঠাও অর্থসহ পাঠ করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইবেন, অপর এক ব্যক্তি অনায়াসে তিন চারি ঘণ্টা কাল নিরবচ্ছেদে কোন বিষয়ে চিন্তা অথবা কোন কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। ইহা প্রথিত আছে যে, সুবিখ্যাত নিউটন্ ক্রমাগত ছয়মাস চিন্তা ও আলোচনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপর, তিনি স্বভাবতঃ কোন না কোন বিষয়ের চিন্তাতে এপ্রকার নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন যে, কখন কখন আহার করিতেও বিস্মৃত হইতেন।

তড়িতের কি আশ্চর্য্য লীলা!

এই রহস্যময় জগতের সকলই মহৎ, সকলই বিস্ময়জনক! ইহার যে পদার্থ গত কল্য যার পর নাই সামান্য বলিয়া

প্রতীয়মান হইয়াছিল, অদ্য তাহা কোন কোন তত্ত্বদর্শীর নিকট অসীমরহস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে; এবং অদ্য যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সাধারণের প্রতীত হইতেছে, হয়ত কল্যই তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্যসকল পরিজ্ঞাত হইয়া কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবেন! ফলতঃ, যিনি এই জগতের কিছুই সামান্যবোধে পরিত্যাগ না করিয়া সকলেরই স্থূল তত্ত্বসকল অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমাগত সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছেন, তাঁহার আনন্দোৎস গোমুখীর ন্যায় কখনই শুষ্ক হইবার নহে। এই প্রস্তাবে আমরা যে ভৌতিক পদার্থের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য বর্ণনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, পূর্ব্বে সকলেই তাহাকে আকাশস্থিত মেঘোৎপন্ন বস্তুবিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিলেন। সকলেরই এইরূপ প্রত্যয় ছিল যে উহার তত্ত্বানুসন্ধান মানবশক্তির অতীত, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। পরে যখন কেহ কেহ পরীক্ষাদ্বারা দেখিলেন যে কাচ লাক্ষা প্রভৃতি পদার্থ রেশম-বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, মেঘোৎপন্ন তড়িতের ন্যায় তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান হয়, তখন ইহা কেবল লোকের কৌতুক-বর্দ্ধনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত। তৎকালে সকলেই ইহার বাহ্য চাকচিক্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন, কেহ স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই যে ইহার দ্বারা মানব-কুলের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ দেবশ্রী ধারণ করিবে। কিন্তু যিনি আমাদিগকে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অব-স্থায় লইয়া যাইবেন বলিয়া সৃষ্টিকালেই সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহার এমনই ইচ্ছা যে যাঁহারা পার্থিব পদার্থের মধ্য হইতে

তড়িৎ প্রকাশ করিবার সন্ধান পাইলেন, তাঁহারা অধিক-কাল তাহাকে লোকের প্রমোদক্ষেত্রের সহচরভাবে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না! তাঁহারা অনতিকালবিলম্বেই তদ্দ্বারা বিবিধ প্রয়োজন সাধন করাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্রমে পরীক্ষাদ্বারা জানিতে লাগিলেন যে যাহাকে তাঁহারা প্রথমে দুর্লভ, ভয়ানক, ও পরিত্যাজ্য, এবং তৎপরে কৌতুকাবহ ক্রীড়নকস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, ভৌতিক পদার্থের মধ্যে তাহার তুল্য পরম হিতকারী মিত্র পৃথিবীতে আর নাই। তড়িৎ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা মানবকুলের যেসকল প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, তাহা এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইহার সাহায্যে দেশকালের ব্যবধান-ঘটিত বাধা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই এক্ষণে ইচ্ছাক্রমে সকল সময়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থসমূহের অসাধ্য সংযোগবিয়োগসকল সাধিত হওয়ায় রসায়নশাস্ত্রের সুতরাং মানবজাতির শ্রীসমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার সাহায্যে মানবশরীরের অসাধ্য ব্যাধিসকল অনায়াসে অপনীত হইতেছে, ইহার সাহায্যে ভীষণতম পতনোন্মুখ বজ্র নিবারিত হইতেছে, এবং ইহার সাহায্যে শিল্পবাণিজ্যের প্রতিদিন নব নব উন্নতি সাধিত হইতেছে।

অমরা এপর্য্যন্ত এই তড়িদ্রূপী পরম হিতকারী সুহৃদের নিকট হইতে যেসকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কালক্রমে যে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর উপকারসকল প্রাপ্ত হইতে পারিব,

তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমরা যে ভবিষ্যতে তড়িতের সাহায্যে শ্রেষ্ঠতর প্রয়োজনসকল অনায়াসে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইব, তাহা শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি না, এক্ষণেই তাহার স্পষ্ট সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি তড়িতের একটি অদ্ভুত কার্য্য দেখা যাইতেছে; তাহা অবশ্যই তদীয় কোন বৃহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে, এক স্থানের তড়িৎ ধাতুতার-সহযোগে অন্য স্থানে যাইয়া তত্রত্য যন্ত্রস্থিত সূচির প্রান্ত স্পন্দনদ্বারা যেসকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশ করে, তাহাতেই এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে থাকিয়া জানিতে পারা যায়। কতিপয়বৎসরাবধি বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তড়িদ্‌দ্বারা শুদ্ধ যে এক স্থানের সংবাদই স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে এমত নহে, তদ্দ্বারা আবার এক স্থানের বস্তুও স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। তড়িতের এই পরমাশ্চর্য্য ক্রিয়া হইতে ভবিষ্যতে অবশ্যই মহৎ ফলসকল উৎপন্ন হইবে। আপাততঃ তড়িতের এই অদ্ভুত শক্তির দ্বারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে কতদূর উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তৎসম্বন্ধে এস্থলে এইমাত্র বলিলেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, অধুনা তাড়িতযন্ত্রের তারযোগে কোন কোন তড়িদ্‌-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক প্রয়োজনানুসারে রোগীর শরীরে বিবিধ ঔষধদ্রব্য প্রবেশ করাইয়া এবং তাহা হইতে পারদ, শিমুল-ক্ষার প্রভৃতি ধাতুঘটিত বিষদ্রব্যসকল বাহির করিয়া নানা-প্রকার উৎকট রোগের শান্তি করিতেছেন। যখন শরীরা-

ভ্যন্তরস্থ কোন বিশেষ স্থান বা যন্ত্রের রোগ নিবারণার্থ ঔষধপ্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই ঔষধ বাহ্যে প্রলেপ বা মুখদ্বারা সেবন করা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়া দ্বারা পীড়িত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিলে অল্পক্ষণেই বিস্তর উপকার দর্শে। বোধ হয়, এইরূপ ঔষধপ্রয়োগপ্রণালীর দ্বারা ভবিষ্যতে সকল পীড়াই সহজে তিরোহিত হইতে পারিবে।

সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সাহিত্যশাস্ত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার উপযোগিতা ও গৌরব এপর্য্যন্ত কাহারও বিশিষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না;—সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি-ও-ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনে উহার যে সহকারিতা আছে, তাহা প্রায়ই বিবেচিত হইতেছে না। সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। স্বার্থপরায়ণ অদূরদর্শী অনুদার মনুষ্যেরা সংবাদপত্রসম্পাদনের পাত্র হইতে পারে না; উহা অসামান্যধীভাগ্যসম্পন্ন উন্নতমনা ব্যক্তির কার্য্য। যোগ্য লোকে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং তাঁহার আয় এরূপ হইবে যে তদ্দ্বারা তিনি আপনার সদৃশ বিচক্ষণ বিবুধগণের বিদ্যাখনি হইতেও অমূল্য জ্ঞানরত্নসকল অবাধে সঙ্কলন করিতে পারিবেন; তাহা হইলেই সংবাদপত্র রত্নহার হইবে,—তাহা হইলেই উহার যথার্থ প্রতিভা প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে সংবাদপত্রসকলের যেরূপ অবস্থা চলিতেছে, তদনুসারেই আমাদিগকে উহাদের গুণাগুণ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। যাঁহার আত্মোৎকর্ষবিধানে সমধিক ঔৎসুক্য আছে, তিনি

এক্ষণকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। যে-সকলেতে দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি প্রভৃতি বিষবৎ বিষয়সমূহের বিবরণ অথবা কুৎসিত পরিহাসরসের প্রাচুর্য্য থাকে, তৎসমুদায়কে মারাত্মক সংক্রামক রোগের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করা বিধেয়; সংবাদপত্র মনোনীত করিবার সময়ে উহার সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ও রচনানৈপুণ্যের প্রতি তাঁহাকে যত না দৃষ্টি রাখিতে হইবে, উহার ঔদার্য্য, বীর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য, এবং ন্যায়, সত্য, ও সারল্য প্রভৃতি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার চতুর্গুণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সংবাদপত্রের দলাদলি-স্থলে তিনি, যদি সত্যজিজ্ঞাসু হন, উভয় পক্ষেরই বাক্যে কর্ণপাত করিবেন। একের আক্রমণ ও অন্যের আত্মসংরক্ষণ উভয়ই তাঁহাকে পাঠ করিতে হইবে, কেবল এক পক্ষের জল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন চিত্তনিবেশ করিলে চলিবে না; কারণ আধুনিক জগতে আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলেরই অধিক প্রাদুর্ভাব।

সৌভাগ্যক্রমে অধুনা সংবাদপত্রসকলের বিস্তর বিশুদ্ধি হইয়াছে। পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনার্থ শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির সমারোহবর্ণন, অদ্ভুত জনশ্রুতিসকলের উদ্ঘোষণ, জাতি-বিচার ব্যভিচার পানাসক্তি দলাদলি প্রভৃতির অনুকূল আন্দোলন, দুষ্প্রবৃত্তিপরিপোষক অশ্লীল কাব্যকলাপের প্রকটন, এবং চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধাবলির বারম্বার নিরর্থক গুণকথন প্রভৃতি অসার পদার্থনিকরে উহাদের উদরপূরণ প্রায়ই নয়ন-গোচর হইতেছে না। এক্ষণে সামাজিক রীতিনীতির পরিশোধন, জাতিসাধারণ-শুভাবহ বহুবিধ স্পৃহনীয় প্রস্তাবের

আন্দোলন, বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মসমৃদ্ধির উপায়-নির্দ্ধারণ, পুরাকালীন জ্ঞানধর্ম্মাদির পরিচায়ক পুরাণাদি প্রবন্ধসমুদায়ের সঙ্কলন, অভিনব পুস্তকসমস্তের সমালোচন, দণ্ডনীতি ও রাজকীয় ব্যবস্থাপদ্ধতির পর্য্যবেক্ষণ, রাজপুরুষদিগের কার্য্যসংক্রান্ত উৎকর্ষাপকর্ষ ও ঔচিত্যানৌচিত্যের সমবধারণ প্রভৃতি সুরুচির উপাদেয় বিষয়সমস্তই উহাদের উপজীব্য হইতেছে।

উদ্ভিজ্জের উপকারিতা।

উদ্ভিজ্জ যাবতীয় জীবজন্তুর জীবনস্বরূপ এবং পৃথিবীর শ্রীস্বরূপ। পৃথিবী তৃণশূন্য মরুভূমির ন্যায় এককালে উদ্ভিদ্-পদার্থহীন হইলে যে কোনপ্রকার জীবজন্তু আর এখানে জীবিত থাকিতে পারিত না, ইহা কোন যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, এবিষয় সহজেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে; এবং জগদীশ্বর যদি পৃথিবীমণ্ডলকে নানাজাতীয় উদ্ভিৎ-পদার্থ দ্বারা বিভূষিত না করিতেন, তাহা হইলেও যে ভূমণ্ডলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না ইহা, তৃণশূন্য বালুভূমির সহিত সুকোমল হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের অথবা উৎফুল্লকুসুমলতিকা-পরিপূরিত মনোহর পুষ্পোদ্যানের তুলনা করিয়া দেখিলেই, সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এমত দেশ নাই যে তথায় কোন না কোনপ্রকার উদ্ভিৎ-পদার্থ বিদ্যমান নাই, এবং এপ্রকার কোন উদ্ভিজ্জও নাই যে তদ্দ্বারা কোন না কোন জীবের বিশেষ উপকার দর্শিতে না পারে। ক্ষীরতরুর ত্বকে কিঞ্চিৎ অস্ত্রা-

ঘাত করিলেই তাহা হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রবন্ধবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন উদ্ভিৎ-পদার্থকে আমরা অত্যন্ত অপকারী ও বিষতুল্য মনে করিয়া নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, তাহাও অন্য জীবের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইয়া অসাধারণ উপকার উৎপাদন করে। কোন কোন বৃক্ষের সুরস ও সুমিষ্ট ফল ভোজন করিয়া বহুপ্রকার প্রাণী প্রাণধারণ করিতেছে, এবং কোন কোন বৃক্ষলতাদির সুগন্ধ পুষ্পসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া আমরা মহানন্দে পুলকিত হইতেছি। কোন বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়া তপনপীড়িত পথশ্রান্ত পথিকগণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গসন্তাপ দূর করিতেছে, এবং কোন বৃক্ষের শাখাপল্লবাদির মনোহর ভাব ও অবিরল পত্র-শ্রেণীর শ্যামল কান্তি সন্দর্শন করিয়া লোকে অনুপম নেত্রসুখ লাভ করিতেছে। যেসমস্ত যৎসামান্য উদ্ভিজ্জাতির ফল-পুষ্পপত্রাদি দ্বারা আমাদিগের কোন সুখই উদ্ভূত হয় না, এবং যেসকল অগ্রাহ্য অগণ্য তৃণগুল্মাদি আমরা নিত্য নিত্য পদ-তলে নিপীড়ন করিয়া গতায়াত করি, তাহারাও উৎকট উৎকট রোগের ঔষধ হইয়া সময়বিশেষে আমাদিগের এত কল্যাণ-সাধন করে যে এক এক সময় তাহাদিগকে প্রাণদাতা পরমহিতৈষী বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের মহিমাপ্রভাবে উদ্ভিজ্জসকল যেন সুবিবেচক উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় বিবেচনাপূর্ব্বক যত্নসহকারে সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে রত রহিয়াছে,—ঋতুবিশেষে বৃক্ষলতাদি যেন পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগের সুখসাধন করিবার ভার গ্রহণ করিতেছে! কেহ বসন্তকালে পুষ্পিত হইয়া স্বীয় মনোহর শোভা ও উৎকৃষ্ট সৌরভ দ্বারা আমাদিগকে আশ্চর্য্য সুখ বিতরণ করিতেছে,

কেহ গ্রীষ্মকালে সুপক্ক সুমিষ্ট ফল প্রদান করিয়া বহুপ্রকার জীবজন্তুকে সুখী করিতেছে! এমন কাল নাই যে সেকালে আমরা কোন না কোনপ্রকার উদ্ভিৎ-পদার্থ হইতে সুখপ্রাপ্ত না হই! ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, এক ঋতুতে যে বৃক্ষের পুষ্পশোভা সন্দর্শন ও সুচারু কুসুমঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আমরা সুখলাভ করিতেছি, অন্য ঋতুতে পুনর্ব্বার সেই-বৃক্ষোৎপন্ন সুস্বাদু ফল ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি; এক ঋতুতে যে তরুর ফল ভক্ষণ করিয়া সুখী হইতেছি, ঋতুবিশেষে সেই তরুর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া শরীরকে শীতল করিতেছি! জগদীশ্বরের কি অপরূপ মহিমা, এবং কি অপার তাঁহার করুণা!

সূচীপত্র।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
বিশ্বরাজ্যের শোভা	১
স্বদেশানুরাগ	৪
আকবর শাহ	১০
স্বাস্থ্য ও ভোজনপাত্র	১৫
প্রফুল্লচিত্ততা	২৫
পারসীক জাতির আদিবৃত্তান্ত	২৬
স্বপ্ন	৩৩
ইতর জন্তুদিগের মানসিক বৃত্তি	৩৯
সঙ্গদোষ	৪৭
গুরু নানক	৫০
শ্বেতপুষ্প	৫৯
বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা	৬৭
কামস্কাট্‌কা দেশ	৭১
অসভ্যজাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি	৭৩
সমুদ্র	৭৬
মেরুজ্যোতিঃ	৮৪
জীব ও উদ্ভিদের সহিত দিবারাত্রের সম্বন্ধ ...	৯১
ক্ষুধা	৯৩
ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি	৯৫

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
আন্দামানদ্বীপবাসিগণের বৃত্তান্ত	১০৩
ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি	১০৯
মিতাহার	১১৫
মনুষ্যের পরমায়ু	১১৮
জীবনের [illegible]	১২১
মানবজীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি	১২৭
পশ্চিমপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ	১৩০
ক্ষীরতরু	১৩৭
রঙ্গভূমি	১৩৮
যুধিষ্ঠির	১৪৩
অভ্যাসের প্রভাব	১৫৬
তড়িতের কি আশ্চর্য্য লীলা	১৬০
সংবাদপত্র	১৬৪
উদ্ভিজ্জের উপকারিতা	১৬৬

Price Eleven Annas.

চারু প্রবন্ধ।

শ্রীমথুরানাথ বর্ম্ম কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta:

M. N. Barma, 12/9 Goabagan Street.

1889.

CALCUTTA :

PRINTED BY NIBARUN CHUNDRA BHATTACHARJI,

THE ANGLO-INDIAN PRESS,

12/9 GOABAGAN STREET.